বিধবা বিবাহ

বিধায়ক প্রবন্ধ সকলের

সমালোচনা।

সমালোচক

শ্রী [illegible]কারি সফরঃ।

প্রথম সংস্করণ।

শান্তিপুর হিতকরী-যন্ত্রে

প্রোপ্রাইটর শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯২ সাল।

বিধবা বিবাহ

বিধায়ক প্রবন্ধ সকলের

সমালোচনা।

সমালোচক

শ্রী গণ্ডুষ জলসঞ্চারি সফর।

প্রথম সংস্করণ।

শান্তিপুর হিতকরী-যন্ত্রে

প্রোপ্রাইটর শ্রী ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯২ সাল।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

অ ... ... অধ্যায়

১, ২ ... ১৮—১২০ ইত্যাদি সংখ্যা বচন বা শ্লোকের সংখ্যা

পৃঃ ... ... পৃষ্ঠা

বি, বি — বিদ্যাসাগর কৃত বিধবাবিবাহ প্রবন্ধ পঞ্চম সংস্করণ

ব, বি × ঐ কৃত বহুবিবাহ প্রবন্ধ

কাত্যা × কাত্যায়ন

কা + = কাশ্যপ

ব + × বশিষ্ঠ

যা = + যাজ্ঞবল্ক্য

বৃ, ম + × বৃহন্মনু

ভৃ, ম × × + ভৃগুসংহিতা মনু

না, ম + + নারদসংক্ষিপ্ত মনুসংহিতা

ম = = মনু

ব্য = = শ্যামাচরণ সরকার কৃত ব্যবস্থাদর্পন।

দা = = দায়ভাগ।

প = = পরাশরসংহিতা।

দ্র = = দ্রষ্টব্য।

(১ পৃঃ ২ পৃঃ ইত্যাদি) - এই প্রবন্ধের ১ পৃষ্ঠা ২ পৃষ্ঠা ইত্যাদি।

গৌ = = গৌতম।

আ = = আপস্তম্ব।

বা = = = বাচস্পত্য অভিধান।

বিধবা বিবাহের প্রথম আন্দোলন হওয়া অবধি আমি তাহার সপক্ষ ছিলাম। দ্বিতীয় পুস্তক পাঠ করিয়া তাহার শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ ছিল না—তখন যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃতই জানিতাম। আমরা কয়েকজন কালেজের সহাধ্যায়ী একত্রিত হইয়া অনাথা বিধবাদের বিবাহ দিতে ব্রতী হইয়াছিলাম। অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করায় একটী বিধবা বলিল "বাছা সকল আমার দুরবস্থার উপর তোমাদের যদি এত দয়া হয় আমি যাহাতে একটু স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারি, কোন হীন কর্ম্ম করিতে না হয় তাহার উপায় করিয়া দেও, আমার স্বর্গীয় স্বামীর পাদপদ্মে নিত্য তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিব। আমাকে কোন অসৎ পথে প্রবৃত্তি দিওনা।" আর একটী রহস্যপ্রিয় বিধবা বলিলেন "সম্মত আছি কিন্তু একবার বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, বারে ২ তাহা ইচ্ছা হয় না। মৃত স্বামী আমার পশ্চাতে লাগিয়াই আছেন, আমি তাঁহাকে নিত্য স্বপ্নে দেখি। আশঙ্কা হয় তিনি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তোমরা প্রথমে কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া দেও, তাঁর গয়া শ্রাদ্ধ করি নতুবা তিনি আমার নূতন স্বামীর ঘাড় নিশ্চয়ই মটকাইবেন। তোমরা ইংরাজি পড়িয়া ভূত প্রেতে বিশ্বাস না করিতে পার কিন্তু আমি সুশিক্ষিতা নহি, আমার আশঙ্কা যায় না।" দ্বিতীয়া বিধবা হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, তুমি যদি বিবাহ কর আমি সম্মত হই" আমি বলিলাম "আমার স্ত্রী বর্ত্তমান।" তিনি বলিলেন "অনেক পুরুষ একাধিক স্ত্রী বিবাহ করে"। বিপদে ঠেকিয়া আমি উত্তর করিলাম "আমি ভঙ্গ শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ" বিধবা কহিলেন "তুমি [illegible]

বিবাহ শাস্ত্রীয় বুঝাইতেছ, উহার বিধি থাকিলে থাকিতে পারে কিন্তু শুনিয়াছি উহার নিষেধক শাস্ত্রই অধিক। কিন্তু তুমি কোন শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিভাগ দেখিয়াছ? সেই শ্রেণী-বিভাগও তদন্তর্গত মেল, থাক, পটী, কুলীন, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কাপ প্রভৃতি উপবিভাগ থাকায় কতশত কন্যার ও পুরুষের এককালে বিবাহ হইতেছে না, ও বংশ লোপ হইতেছে, কতস্থলে এক ব্যক্তি অনেক কন্যা বিবাহ করিতেছে ও ইচ্ছা না থাকিলেও পাল্টী প্রকৃতির অনুরোধে বহুবিবাহ করিতে বাধ্য হইতেছে। যেরূপ একটী পুরুষ মরিলে এককালে কত স্ত্রীই বিধবা হইতেছে।) কতস্থলে অপাত্রে রূপগুণসম্পন্না কন্যাকে বিসর্জ্জন করিতে হইতেছে, কতস্থলে নিষিদ্ধ সম্পর্কীয়দের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হইতেছে। তুমি সেই অশাস্ত্রীয় অশেষ দোষের আকর শ্রেণী-বিভাগ, দেশাচারের অনুরোধে, উল্লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত নহ, তুমি অপেক্ষাকৃত অল্প দোষজনক অথচ শাস্ত্রমতে উৎকৃষ্টকল্প বিধবার ব্রহ্মচর্য্য উঠাইয়া দিতে চাও?" যার জন্য চুরি করি সেই চোর বলিলে মনে যাহা হয় সকলেই বোঝেন। স্ত্রীলোকেরা সুশিক্ষিতা হইলে কখন ঐরূপ উত্তর দিত না এই ভাবিয়া এককালে ভগ্নোৎসাহ হইলাম না—স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত অনুরাগী হইলাম, কিন্তু বালিকাদিগকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়া তাহাদের মধ্যে কেহ ভবিষ্যতে বিধবা হইলে তাহার পুনর্ব্বিবাহ দিবার আশা, তালবৃক্ষ রোপণ করিয়া তায় ফল খাওয়ার অভিলাষ অপেক্ষাও সুদূরপরাহত। ইহার মধ্যে অন্য একটী বিধবা আপনা হইতেই বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল কিন্তু পাত্রদের মধ্যে কেহই তাহাকে বিবাহ করিতে

চাহিল না। পরে জানিলাম তাহাকে তাড়াতাড়ি বিবাহ করিলে শেষে ধীরে সুস্থে অনুতাপ করিতে হইত। যে দুই একস্থলে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল সেখানেও অশুভই দেখিলাম। পরে জানিলাম যে মহা মহোপাধ্যায় অগষ্ট কম্‌টের মতে স্ত্রীগণের কথা দূরে থাকুক পুরুষদিগকেও স্ত্রী বিয়োগের পর আর বিবাহ করা উচিত নহে। এইরূপে "হংসগজ" অবস্থায় ছিলাম ইহার মধ্যে আবার সেই নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিতে সাগ্নিক জাতীয় একজন ও এতদ্দেশীয় ধনশালী আর একজন সমাজ সংস্কারক কাষ্ঠ ও ঘৃত প্রদান করিলেন। চারিদিকে ইহার প্রচারক ধাইল, নানাস্থলে সভা বিচার ও বক্তৃতা হইতে লাগিল, কত কত "উপযুক্ত" লোকে প্রবন্ধ ছাপাইয়া, আপনার সুবুদ্ধিতার শাস্ত্রার্থ-জ্ঞানের ও সুরুচির পরিচয় দিতে লাগিলেন। আমি প্রথমতঃ এবার মৌনাবলম্বী ছিলাম কিন্তু চতুর্দ্দিকে যে বিষয়ের আন্দোলন হইতেছে তাহাতে কত দিন. উদাসীন থাকা যায়? প্রথমতঃ বিধবা বিবাহের বিপক্ষদলকেই নিরস্ত করিব মনে করিয়া নানা গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করিলাম কিন্তু শেষে আমার বুদ্ধি বিবেচনায় যেরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইল তাহাই এই প্রবন্ধে লিখিলাম।

(পণ্ডিতাগ্রগণ্য, দেশহিতৈষী, পরহিতব্রত, নিঃস্বার্থ, অকুণ্ঠচেষ্ট, সুলেখক, প্রবীণ, ভুবনবিখ্যাত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতের বিরুদ্ধে আমার মত অপরিচিত ব্যক্তির লেখনী ধারণ করা অসমসাহসিক ব্যাপার। অতএব আমি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি ও স্থানে স্থানে শাস্ত্রের যেরূপ অর্থ করিয়াছি তাহার দোষ দেখাইলে পুনর্ব্বার পুস্তকে [illegible]

প্রস্তুত আছি—নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন কিম্বা কোন পক্ষ সমর্থন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রীয় এইরূপ হৃদয়ঙ্গম হইলে তাহার প্রতিবাদ করা যেমন পাপজনক অশাস্ত্রীয় বুঝিলে তাহার প্রতিবাদ না করাও তাদৃশ পাপজনক ইহা উভয় পক্ষেরই মনে রাখা উচিত।)

আমি এই প্রবন্ধে প্রথমতঃ দেখাইয়াছি যে সত্যযুগের মধ্যেই স্ত্রীদিগের অন্য পুরুষ সংসর্গের স্থল ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া এককালে উঠিয়া গিয়াছিল ও দত্তাকন্যার পুনর্দানের স্থল ও বিধবাদির পুনর্বিবাহের স্থল ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। এক্ষণকার যুক্তি অনুসারেও ঐরূপ হইবারই কথা, সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে পশু ব্যবহার উঠিয়া যাইবারই সম্ভাবনা। ঐযুক্তি অনুসারে মহর্ষি পরাশর সেই নিয়ম অনেকাংশে শিথিল করা সম্ভবপর বিবেচনা হয় না।

আমি তারপর দেখাইয়াছি যে অন্যান্য মুনিঋষির ও বিশেষতঃ মনু অর্থাৎ ভৃগুসংহিতার নানা বচন কোন কোন স্থলে অবিকল ও অপরস্থলে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া পরাশরসংহিতা গঠিত হইয়াছে।

তারপর দেখাইয়াছি যে অন্যান্য স্থলের ন্যায় পূর্ব্বকালের ধর্ম্মের সহিত নিজোক্ত ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ ধর্ম্মের তারতম্য দেখাইবার জন্যই পরাশর "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি নারদবচন অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন, কলিযুগে আচরণীয় বলিয়া উদ্ধৃত করেন নাই। ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ এই দুইটী তাঁহার নিজের বিধান যাহা কলিযুগে আচরণীয়। এই সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য ক্রমে ক্রমে দ্বাদশটী হেতুবাদ প্রদর্শন করি-

ঋছি ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে (বিধবা বিবাহের অনুকূল বলিয়া যে সমস্ত প্রমাণ ও যুক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকদ্বয়ে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা সমস্তই সমালোচন ও যথাসাধ্য খণ্ডন করিয়াছি।) এই প্রকরণটী লৌকিক যুক্তির স্থল নহে। অতএব লৌকিক যুক্তির বলে যাঁহারা বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য সেই সকল যুক্তি মন হইতে অন্তর্হিত করিয়া ইহা পাঠ করিবেন। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা ইহাই এইস্থলের বিচার্য্য বিষয়।

(আমি তারপর পরাশর মতে বিধবা বিবাহ বিধিসিদ্ধ ভাবিয়া লইয়া লৌকিক যুক্তি অনুসারেও তাহা প্রচলিত হওয়া উচিত নহে ও পরাশরের অনেক মত প্রচলিত হয় নাই ইহা যথা সাধ্য দেখাইয়াছি।

অবশেষে আমি স্বীকার করিয়াছি যে মনুষ্যায়ত্ত হইলে বালিকা বিধবার সংখ্যার যাহাতে হ্রাস হয় তাহা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও সেই জন্য বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দেওয়া উচিত। এইস্থলে বাল্যবিবাহের দোষ প্রদর্শন ও তদ্বিধায়ক শাস্ত্রের সমালোচনা করিয়াছি।)

পরিশিষ্টের ভূমিকা।

মূল প্রবন্ধ প্রায়শঃ মুদ্রিত হইলে দেখিলাম যে কোন২ বচনের অন্য কৃত অর্থ গ্রহণ করায় কয়েক স্থলে ভ্রম হইয়াছে। মনুর "সাচেদক্ষতযোনিঃস্যাৎ ইত্যাদি" বচনে যে পৌনর্ভব শব্দ আছে ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন তাহার "পুনর্ভূরপুত্র" এই অর্থ করিতেন আমি তাহাই গ্রহণ করায় ভ্রম হইয়াছে। তদ্রূপ নারদের "নষ্টে মৃতে ইত্যাদি" বচন সকলে যে অন্য পুরু-ষের আশ্রয় গ্রহণ করিবার অনুজ্ঞা এবং অন্যগমনে দোষ না থাকার উক্তি আছে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার অর্থ বিবাহ অর্থাৎ মন্ত্রহোমাদিদ্বারা উদ্বাহ—সংস্কার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই ভ্রমাত্মক অর্থ আমিও গ্রহণ করি-য়াছি। ঐ সকল বচন সাধারণতঃ পুনর্ভূ হইবার অনুজ্ঞামাত্র কিন্তু তাহা আর পুনঃ সংস্কার তুল্য নহে। সত্যাদিযুগে ক্ষতযোনি এবং অক্ষতযোনি বিধবা উভয়েই কেবল দান কিম্বা স্থায়িভাবে আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা সাধারণতঃ সপিণ্ড অথবা সজাতীয় অন্য পুরুষের পুনর্ভূপত্নী হইতে পারিত কিন্তু কেবল অক্ষতযোনিরই মন্ত্রহোমাদি দ্বারা পুনঃসং-স্কারের অর্থাৎ বিবাহের অনুজ্ঞা ছিল। ক্ষত যোনিরও সংস্কার হইতে পারিলে পৌনর্ভব পুত্রই অপ্রসিদ্ধ হইত কেন না সংস্কৃতা স্ত্রীতে উৎপাদিত পুত্র ঔরস পুত্র হয়। সাধা-রণতঃ পুনর্ভূ হওয়াকে ইংরাজীতে legal concubinage বলিলে হয় এবং যে কালে রাক্ষস এবং পৈশাচ প্রকারে

বিবাহ কানীন, সহোঢ়, গূঢ়োৎপন্ন পুত্র এবং ঋতু ভিন্ন কালে অন্য পুরুষের সঙ্গে সংসর্গেরও প্রথা ছিল সেই কালে এই প্রথা থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই প্রকার ভ্রম সকল পরিশিষ্টে সংশোধন করিলাম। সাধারণ বিবাহের বিধি গৃহস্থাশ্রমের পক্ষে নিত্য হইলেও মূলে পরিসংখ্যা গত নিয়ম বিধি, ক্ষত যোনির পক্ষে পাণি গ্রহণ মন্ত্রাদি পাঠ হইতেই পারে না, কলিযুগে পুনর্ভূ হওয়াও নিষিদ্ধ, পরাশরের উদ্ধৃত "নষ্টে মৃতে ইত্যাদি" বচন অন্য যুগের পূর্ব্বোক্ত প্রথার পুনস্মরণ মাত্র কলিযুগে বিধবা বিবাহের অনুজ্ঞা নহে এই মতের প্রতিপোষক আরও যুক্তি এবং প্রমাণ এই সকল প্রদর্শিত হইল এবং অক্ষত যোনি বিধবার পুন সংস্কার বিধায়ক এবং কলিযুগে তাহার নিষেধক শাস্ত্র সকলের সমালোচনা করা হইল।

সংশোধন পত্র।

পত্রাঙ্ক		পংক্তি		অশুদ্ধ		শুদ্ধ
/	...	২০	...	দ্বিতীয়া	...	তৃতীয়া
৶	...	১৯	...	অবর্থ	...	অব্যর্থ
১	...	১০	...	মনুষ্যানাং	...	মনুষ্যাণাং
৪	...	১৫	...	বিপরীতায়া		বিপরীতায়া।
৭	...		২১	বাগত্তার		বাগদত্তার
১০	...	৮	....	অনুদিষ্ট	...	অনুদ্দিষ্ট
১০	...	২১	..	কাজ	...	কার্য্য
১১	..	১২	...	মারে	...	মরে
১১	..	১৩	...	দেয়রকে	...	দেবরকে
১৪	...	২৪	...	কবল	...	কেবল
২৩	..	১০	...	গৃহস্থং	...	গৃহস্থঃ
২৪	...	২	...	ত্রিতীয়া	.	তৃতীয়া
২৪	...	৩	...	পত্যাবতু	...	পত্যাবেবতু
২৫	...	৩	...	।	...	॰
৩৪	...	৯	...	দানং	...	দান
৩৪	...	১৫	...	দ্রিনে	...	দিনে
৩৫	...	২	...	গৃহীতা	...	গ্রহীতা
৪৪	...	২	...	যাবজ্জিবন		যাবজ্জীবন
৪৫	...	৯	...	তত্রা		তত্র

৫৮	...	৯	...	।	...	
৫৯	...	৭	...	সুবর্ণস্তে	...	সুবর্ণস্তের
৬৩	...	১৬	...	মন্তোহোধিজগে		মন্তোঽধিজগে
৬৩	...	১৬	...	মেধো		মেধো
৬৩	...	১৮	...	মহর্ষি মনুনা		মহর্ষির্মনুনা
৬৪	...	১	...	অধ্যায়ন	...	অধ্যয়ন
৭১	...	৮	...	যদ্দেবে	...	যদ্দৈবে
৭১	...	১৯	...	বিনস্য	...	বিনশ্য
৭৬	...	১৯	...	পুনর্ব্বিহের		পুনর্বিবাহের
৭৬	...	১৯	...	পর	...	পরে
৭৭	...	১৮	...	পুত্রোং	...	পুত্রোং
৭৭	...	১৮	...	পুত্রের	...	পুত্রের
৭৮	...	১৮	...	করিয়া	...	করিয়া
৭৯	...	১৭	...	পূবেব	...	পূর্ব্বে
৮০	...	১	...	যে	...	যে
৮৫	...	১	...	স্যাম্ব্‌তে	...	স্যাম্ব্‌কে
৮৫	...	১৫	...	প্রাক্ত		প্রেক্ত
৮৬	...	১৩	...	পরম্বারেষু	...	পরদারেষু
৮৭	...	১২	...	করা	...	করার
৮৮	...	১৮	...	গৃহীতা	...	গ্রহীতা
৯৪	...	৩	...	কিয়দাংশ		কিয়দংশ
৯৭	...		...	হাতানিতাভাব		হতানিতাভাব
১০৫	...		...	গৃহীতার	...	গ্রহীতা
[illegible]		১	...	অনীচ্ছিত	...	অনিচ্ছিত

১০৬	...	২১	...	গৃহীতাব	...	গ্রহীতার
১১২	—	৯	—	গৃহীতার	—	গ্রহীতার
১১১	...	১৫	...	মাত্র	...	মাত্রই
১১২	...	১৭	...	মেধোমেব		মেধাগু
১১২	...	২২	...	লম্	...	মূল
১২২	...	৪	...	রু	...	উরু
১২২	...	১৫	...	নিশ্চল।	...	নিশ্চল,
১২৬	..	১৭	..	যদ্দারা	...	যদ্দ্বারা
১২৭	..	১	...	পাণিগ্রহন	..	পাণিগ্রহণ
১৩৩	—	১০	—	বচণ	—	বচন
১৩৫	...	২১	...	পাদণের	...	পাদনের
১৩৬	...	৬	...	কমাচাহি		নিয়োগের,
১৩৬	...	৬	...	কমাচাহি		হইবার,
১৩৬	...	২০	...	বচণে	...	বচনে
১৪৫	...	১০	...	আপদ	...	আপদে
১৪৭	...	১০	...	স্মম্পদাতে	...	সসম্পদ্যতে
১৫০	...	১০	...	কণ্যা	...	কন্যা
১৫৩	...	২১	...	ভত্র্যাসা	...	ভত্ত্রাসা
১৬১	—	১৬	—	(১)	—	(১)।
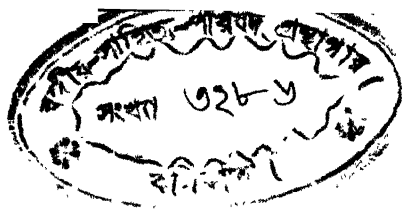
বিধবা বিবাহ কতদূর মনুসম্মত।

১। বিদ্যাসাগরধৃত (বি, বি, ৬৭ পৃ) নারদ-সংহিতার প্রারম্ভে লিখিত আছে ;—

২। ভগবান্ মনুঃ প্রজাপতিঃ সর্ব্বভূতানুগ্রহার্থ মাচারস্থিতি হেতুভূতং শাস্ত্রং চকার। তদেতৎশ্লোক শতসহস্রমাসীৎ।

—তেনাধ্যায় সহস্রেণ মনুঃ প্রজাপতিরূপ
—নিবধ্য দেবর্ষয়ে নারদায় প্রাযচ্ছৎ। সচ
—তস্মাদধীত্য মহত্বান্নায়ং গ্রন্থঃ সুকরো
—মনুষ্যানাং ধারয়িতুমিতিদ্বাদশভিঃ সহস্রৈঃ
—সঙ্ক্ষিপ্য তচ্চ সুমতয়ে ভার্গবায় প্রাযচ্ছৎ।
—সচ তস্মাদধীত্য তথৈবায়ুর্হ্রাসাদল্পীয়সীমনু-
—ষ্যাণাং শক্তিরিতি জ্ঞাত্বা চতুর্ভিঃ সহস্রৈঃ
—সঙ্ক্ষিপ্য। তদেতৎ সুমতি কৃতং মনুষ্যা অধী-
—য়তে বিস্তরেণ শতসাহস্রং দেবগন্ধার্ব্বাদয়ঃ॥

"ভগবান্ মনু প্রজাপতি, সর্ব্ব ভূতের হিতার্থে আচার রক্ষার হেতুভূত শাস্ত্র করিয়াছিলেন। সেই শাস্ত্র লক্ষ শ্লোকে রচিত। মনু প্রজাপতি সেই শাস্ত্র সহস্র অধ্যায়ে সঙ্কলন করিয়া দেবর্ষি নারদকে দেন। দেবর্ষি মনুর নিকট সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া

বহু বিস্তৃত গ্রন্থ মনুষ্যের অভ্যাস করা দুঃসাধ্য ভাবিয়া, দ্বাদশ সহস্র শ্লোকে সংক্ষেপে সারসংগ্রহ করেন। এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ তিনি ভৃগুবংশীয় সুমতিকে দেন। সুমতি দেবর্ষির নিকট অধ্যয়ন করিয়া এবং আয়ুহ্রাস সহকারে মনুষ্যের শক্তির হ্রাস হইতেছে দেখিয়া চারি সহস্র শ্লোকে সংক্ষেপে সারসংগ্রহ করিলেন। মনুষ্যেরা সেই সুমতিকৃত মনুসংহিতা অধ্যয়ন করে; দেবগন্ধর্ব্ব প্রভৃতিরা লক্ষ শ্লোকময় বিস্তৃত গ্রন্থ পাঠ করেন।"

অতএব লক্ষ শ্লোকময়বৃহন্মনুরচনার অনেক দিন পরে নারদ মনুসংহিতা, নারদসংহিতার কিছুকাল পরে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হইয়া আসিতেছে এমন সময়ে সুমতিসংহিতাও সত্য যুগের শেষ ভাগে এক্ষণকার চলিত ভার্গবমনুসংহিতা যাহাকে ভৃগুসংহিতাও কহে তাহা রচিত হয়।

নারদসংহিতায় যখন "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন আছে তখন বৃহন্মনুতে অধিকতর স্থলগ্রাহী নিয়ম থাকারই সম্ভাবনা। অপিচ (বি, বি, পৃ ১১,২৮২৯)

সকৃৎপ্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্
দত্তামপি হরেৎ পূর্ব্বাৎ শ্রেয়াংশ্চেৎবর
আব্রজেৎ॥ যা

সত্ত্বযদন্য জাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এববা।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রোবা দাসো দীর্ঘাময়োঽপিবা॥
উঢ়াপি দেয়া অন্যস্মৈ সহাভরণভূষণা॥

কাত্যা

কুলশীল বিহীনস্য পণ্ডাদি পতিতস্যচ।
অপস্মারি বিধর্ম্মস্য রোগিণাং বেশধারিণাম্।
দত্তামপি হরেৎকন্যাং সগোত্রোঢ়াং তথৈবচ।

ব

এই তিন বচনে যুগ বিশেষের নির্দ্দেশ না থাকায় সত্যযুগে ইহা অবশ্যই খাটিত। অতএব সত্যযুগের প্রথম ভাগে পতি (১) অনুদ্দেশ, (২) মৃত (৩) প্রব্রজিত, (৪) ক্লীব, (৫) পতিত, (৬) যথেচ্ছাচারী, (৭) সগোত্র, (৮) দাস, (৯) দীর্ঘরোগী, (১০) কুলশীল বিহীন, (১১) অপস্মারী, (১২) বেশধারী, (১৩) অন্য জাতীয়, (১৪) অপেক্ষাকৃত নির্গুণ হইলে স্ত্রী অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারিত। এমন কি যুধিষ্ঠিরোক্ত গৌতমী জটিলা ও বার্ষি'র উপাখ্যানে (বি, বি, ২০২।২০৩ পৃ) দেখা যায় যে তৎকালে এক স্ত্রী একদাই বহুপতির পত্নী, ও শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে (বি, বি, ৯২ পৃ) পাওয়া যায় যে ঋতু ভিন্ন কালে সধবা ও পর পুরুষে উপগতা হইতে পারিত। তদ্রূপ নিয়োগ ক্রমে অপর দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনেরও বিধি ছিল। ফলতঃ তৎকালে সংসর্গ বিষয়ে এক প্রকার অবারিত দ্বার ছিল, এবং রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ এবং কানীন, সহোঢ়জ, গূঢ়োৎপন্ন ও পৌনর্ভব পুত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু কিছুকাল মধ্যেই ঐ সকল আচার নিন্দনীয় হইয়া এতদূর প্রতিঘাত লাগে যে কাশ্যপ "সপ্তপৌনর্ভবাকন্যা বর্জনীয়াঃ কুলাধমা" ইত্যাদি, বচনে (বি, বি, ২৫ পৃ) বাগদত্তার অপিচ মনোদত্তার পর্য্যন্ত পুনর্বিবাহ দূষ্য করেন। তদ্রূপ "তস্মা-

দেকস্য বহ্বো জায়া ভবন্তি নৈকস্যা বহবঃ সহ পতয়ঃ” (বি, বি, ৬৯, ৭০ পৃ) এই শ্রুতি দ্বারা এক স্ত্রীর এককালে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয়, (বি, বি, ১০০-১০৬ পৃ।) সেই প্রকার শ্বেতকেতু ঋতু ভিন্নকালে অন্য পুরুষে গমন উঠাইয়া দেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত নিদারুণ কাশ্যপবচনের লাঘব করিবার জন্যই বোধ হয় তারপর নারদসংহিতায় “নষ্টে মৃতে” ইত্যাদি পাঁচটী স্থলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ঐ বচনে পঞ্চসংখ্যার উল্লেখ করিয়া নষ্ট, মৃত, প্রব্রজিত, ক্লীব ও পতিতস্থলে বিশেষ বিধান করায় পরিসংখ্যা বিধি ক্রমে (বি, বি, ১৭১—১৭২ পৃ) পূর্ব্বোক্ত চৌদ্দটী স্থলের মধ্যে অপর নয়টী (৯) স্থলে পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল এবং মনুর অর্থের বিপরীত হওয়ায় কাশ্যপ, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, ও বশিষ্ঠের পূর্ব্বোক্ত বচন সকল রহিত হইয়া গিয়াছিল, কেন না “মন্বর্থ বিপরীতায়া সাম্মৃতির্ন প্রশস্যতে” (বৃ)—মনুর বিপরীত স্মৃতি প্রশস্ত নহে। (বি, বি, ৪৮)। পরাশরের “কৃতেতু মানবা ধর্ম্মাঃ” ইত্যাদি বচনানুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অন্ততঃ সত্যযুগে মনুর প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন (বি, বি, ৫২ পৃ)। অতএব এই পুনর্বিবাহের স্থল সত্যযুগের মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

তারপর প্রচলিত ভার্গবমনুসংহিতায় “নষ্টে মৃতে” ইত্যাদি বচন কি তাদৃশ অন্য কোন বচনই নাই। ইহাতে

অন্ততঃ ইহা বোঝাযায় যে ঐ সময়ের মধ্যেই ঐ পাঁচটী স্থলে পুনর্বিবাহের বিধিসত্ত্বেও তাহা ব্যবহারে নিন্দনীয় ও অপ্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। অপিচ ঐ বচনের পরিবর্ত্তে ভার্গব মনুতে অন্য দুইটী অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত নিয়ম দেখা যায় যথা ;—

"যা পত্যাবা পরিত্যক্তা বিধবা বাস্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা সপৌনর্ভব উচ্যতে॥
(ভৃ, ম, ৯ অ, ১৭৫ বি, বি, ৫৪ পৃ)
সাচেদক্ষতযোনিঃস্যাৎ গতপ্রাত্যাগতা পিবা।
পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রাসা পুনঃসংস্কার মর্হতি॥"
(ভৃ, ম, ৯ অ, ১৭৬)

"যে স্ত্রী পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা হইয়া স্বেচ্ছায় পুনর্ব্বার বিবাহ করত যে সুত উৎপাদন করে তাহাকে পৌনর্ভব পুত্র কহে (১৭৫)। সেই বিধবা যদি অক্ষতযোনি হয় তবে কোন ব্যক্তির পৌনর্ভব পুত্রের দ্বারা ও সেই পতি পরিত্যক্তা স্ত্রী যদি পুনর্ব্বার পূর্ব্বপতির নিকটে আইসে তবে সেই পূর্ব্ব পতির দ্বারা পুনর্বিবাহিতা হইতে পারে"। এই স্থলে, পৌনর্ভব শব্দকে ভর্ত্তাশব্দের বিশেষণ জ্ঞান করিলে অর্থ আরও সঙ্কীর্ণ হয় অর্থাৎ পরিত্যক্তা হইয়া গত প্রত্যাগতা হইলেও তার পূর্ব্বস্বামী যে স্থলে পৌনর্ভব অর্থাৎ পুনর্ভূপুত্র সেই স্থলেই ঐ স্ত্রী পুনঃসংস্কারের যোগ্যা। নিয়োগ ধর্ম্ম ও ক্ষেত্রজ পুত্রের স্থলে ভার্গব মনুতে যেরূপ বিধান সঙ্কোচ করা দেখা যায় তাহাতে আর এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকে না। ঐ মতে

ঔরস প্রথম ও ক্ষেত্রজ দ্বিতীয় স্থনীয় পুত্র ও দত্তক পৌনর্ব্ভব প্রভৃতি অন্য সকল প্রকার পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ঔরস পুত্রের সঙ্গেও কিঞ্চিৎ অর্থাৎ সগুণ হইলে পঞ্চমও নির্গুণ হইলে ষষ্ঠ অংশ পিতৃধন পায়, আর কোন প্রকার পুত্র কিছুই পায় না। যথা :—

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এবচ।

(ভৃ ম, ১৫৯)

ষষ্ঠন্তু ক্ষেত্রজস্যাংশং প্রদদ্যাৎ পৈতৃকাদ্ধনাৎ।
ঔরসো বিভজন্দায়ং পিত্র্যং পঞ্চমমেববা ॥

(ঐ, ১৬৪)

ঔরসক্ষেত্রজৌ পুত্রৌ পিতৃ রিকথস্য ভাগিনৌ।
দশাপরেতু ক্রমশো গোত্র রিক্‌থাংশ ভাগিনঃ ॥

(ঐ, ১৬৫)

ঔরস ও ক্ষেত্রজ এই দুই পুত্রই পিতৃধনের অধিকারী, তাহারা না থাকিলে অপর দশ পুত্র ক্রমশঃ পিতৃগোত্র ও পিতৃধনের ভাগী হয়।

সেই ক্ষেত্রজ পুত্র লাভের উপায় নিয়োগ বিষয়ে ভৃগু সংহিতানুসারে মনু বলিতেছেন:—

দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়াসম্যঙ্‌ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতা ধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে ॥

৯ অ, ৫৯

বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তোবাগ্‌যতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন॥ ৬০
দ্বিতীয় মেকে প্রজনং মন্যতে স্ত্রীষু তদ্বিদঃ।
অনির্বিতং নিয়োগার্থং পশ্যন্তো ধর্ম্মতস্তয়োঃ॥ ৬১
বিধবায়াং নিয়োগার্থে নিবির্ত্তেতু যথাবিধি।
গুরুবচ্চ স্নুষা বচ্চ বর্ত্তয়েতাং পরস্পরম্॥ ৬২
নিযুক্তৌযৌবিধিং হিত্বা বর্ত্তয়েতাস্তু কামতঃ।
তাবুভৌ পতিতৌস্যাতাং স্নুষাগ গুরুতল্পগৌ॥ ৬৩
নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিযোক্তব্যা দ্বিজাতি ভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানাং ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনম্॥ ৬৪
নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ততে কচিৎ।
ন বিবাহ বিধাবুক্তং বিধবা বেদনং পুনঃ॥ ৬৫
অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশু ধর্ম্মোবিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৬৬
সমহিমখিলং ভুঞ্জন্ রাজর্ষি প্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহত চেতনঃ॥ ৬৭
ততঃ প্রভৃতি যোমোহাৎ প্রমীত পতিকাং স্ত্রিয়ম্॥
নিয়োজয়ত্যপত্যার্থং তং নিবিগর্হন্তি সাধবঃ॥ ৬৮
যস্যাম্রিয়েত কন্যায়া বাচাসত্যে কৃতে পতিঃ।

তামনেন বিধানেন নিজোবিন্দেত দেবরঃ ॥৬৯
যথাবিধ্যভিগম্যৈনাং শুক্লবস্ত্রাং শুচিব্রতাং।
মিথোভজেতা প্রসবাৎ সকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ॥ ৭০

(বি, বি, ৬৩ পৃ) সন্তানের অভাবে যথাবিধানে নিযুক্তা স্ত্রী দেবর বা সপিণ্ডদ্বারা অভিলষিত পুত্র লাভ করিবেক। ৫৯। নিযুক্ত ব্যক্তি ঘৃতাক্ত ও মৌনাবলম্বী হইয়া রাত্রিতে সেই বিধবার গর্ভে একমাত্র পুত্র উৎপাদন করিবে, কদাচ দ্বিতীয় নহে। ৬০। একমাত্র পুত্রদ্বারা ধর্ম্মতঃ নিয়োগের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় না বিবেচনা করিয়া নিয়োগ শাস্ত্রজ্ঞ মুনিরা বিধবা স্ত্রীতে দ্বিতীয় পুত্রোৎপাদনের অনুমতি দেন। ৬১। বিধবাতে যথাবিধানে নিয়োগের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইলে পর পরস্পর গুরু ও পুত্রবধূর ন্যায় থাকিবেক। ৬২। যে স্ত্রী ও পুরুষ নিযুক্ত হইয়া বিধি লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহারা পতিত ও পুত্রবধূগামী ও গুরুতল্পগামী হইবেক। ৬৩। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য (দেবর ও সপিণ্ড ভিন্ন) অন্য পুরুষে বিধবানারী নিযুক্ত করিবেক না। তাহা করিলে সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট করা হয়। ৬৪। বিবাহ মন্ত্রের মধ্যে কোনও স্থলে নিয়োগের উল্লেখ নাই এবং বিবাহ বিধিস্থলে বিধবার বেদনের উল্লেখ নাই। ৬৫। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই পশুধর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন। বেণের রাজ্যশাসন কালে, মনুষ্যদিগের মধ্যে এই ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। ৬৬। সেই রাজর্ষি-শ্রেষ্ঠ পূর্ব্বকালে সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও কামদ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া বর্ণসঙ্কর প্রচলিত করিয়াছিলেন। ৬৭। তদবধি যে ব্যক্তি মোহান্ধ হইয়া

পতিহীনা স্ত্রীকে পুত্রার্থে পরপুরুষে নিযুক্ত করে, সে সাধুদিগের নিকট নিন্দনীয় হয়। ৬৮। বিবাহার্থ বাগ্‌দানের পর যে কন্যার পতির মৃত্যু হয় তাহাকে তাহার দেবর এই বিধানে গমন করিবে। ৬৯। সেই দেবর যথাবিধি অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত ঘৃতাক্ত ও মৌনাবলম্বী হইয়া সেই কন্যাকে বিধবাচিহ্ন শুক্লবস্ত্র পরাইয়া ও শুচিব্রতা রাখিয়া যে পর্য্যন্ত সন্তান না হয় প্রত্যেক ঋতুতে নিভৃত স্থানে লইয়া এক একবার গমন করিবে। ৭০॥

এইস্থলে দেখা যাইতেছে ৫৯ হইতে ৬৪ শ্লোক পর্য্যন্ত বৃহস্মনু ও নারদসংহিতা ধৃত নিয়োগধর্ম্মের সাধারণ নিয়ম বলিয়া ৬৫ হইতে ৬৮ শ্লোকে তাহা তাদৃশ শাস্ত্রসম্মত নহে, ও পশুধর্ম্ম ও তাহা বেণরাজার রাজ্যশাসন সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হয় ও তাহাতে অনেক বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়, ও সেই অবধি অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর উদ্ভাবিত হওয়া অবধি সাধুরা ঐ আচারের নিন্দা করেন এই সমস্ত দেখাইয়া ৬৯ ও ৭০ শ্লোকে কেবল একমাত্র স্থলে তাহা বলবৎ রাখা হইয়াছে। সেইস্থল কেবল বাগ্‌দত্তা স্ত্রীতে দেবরদ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন। ইহাতে বিবাহসম্পন্না সধবা কি বিধবার পক্ষে কি সপিণ্ড বা অন্য ব্যক্তিদ্বারা পুত্রোৎপাদন নিষিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর শ্লোকেই (৭১) মনু দত্তা কন্যার পুনর্দান নিষেধ করিয়াছেন, যথা :—

> ন দত্ত্বা কস্যচিৎ কন্যাং পুনর্দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
> দত্ত্বা পুনঃ প্রযচ্ছন্‌হি প্রাপ্নোতি পুরুষানৃতং॥
> (ভৃ, ম, ৭১)

একজনকে কন্যা দান করিয়া অপরকে আর দান করিবেক না। তাহা করিলে দাতা পুরুষ বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের পাপে পাপী হয়।

কল্লুকভট্ট এই বচনদ্বারা বাগ্‌দত্তার ও পুনর্দান নিষিদ্ধ হওয়া বলেন। ঐ কন্যার আর দান হইতে পারেনা, তাহাতে কেবল দেবর ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করিতে পারে। সেই কন্যা আপনা হইতে অপরকে বিবাহ করিতে পারে কিনা ইহা পরে বিবেচ্য। প্রোষিত অর্থাৎ নষ্ট বা অনুদ্দিষ্টস্থলে নারদ সংহিতার মতে পুনর্বিবাহ হইতে পারিত। কিন্তু ভৃগু সংহিতায় সেইস্থলে এই এই বিধান আছে যথা :—

বিধায় বৃত্তিং ভার্য্যায়াঃ প্রবসেৎ কার্য্যবান্নরঃ।
অবৃত্তি কর্ষিতাহিস্ত্রী প্রদুষ্যেৎ স্থিতি মত্যপি ॥

(ভৃ, ম, ৯ অ, ৭৪)

বিধায় প্রোষিতেবৃত্তিং জীবেন্নিয়ম মাস্থিতে ॥
প্রোষিতেত্ববিধায়ৈব জীবেচ্ছিল্পৈর গর্হিতৈঃ॥

(ভৃ, ম, ৯ অ ৭৫)

প্রোষিতো ধর্ম্ম কার্য্যার্থং প্রতীক্ষোষ্টৌ নরঃসমাঃ
বিদ্যার্থং ষট্‌যশোর্থংবা কামার্থংস্ত্রীংস্তুবৎ সরাণ

(ঐ - ৭৬)

স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া স্বামী প্রয়োজন হইলে বিদেশ যাইবে নতুবা সুশীলা হইলেও স্ত্রী দোষাবহ কার্য্য কারে (কল্লুকভট্ট মতে পরপুরুষ ভজনা করে) সেই উপায় বিহিত

হইলে স্ত্রী যথানিয়মে অর্থাৎ পরগৃহে বাসাদি না করিয়া থাকিবে, পতি উপায় না করিয়া থাকিলে অনিন্দিত শিল্প-কার্য্যাদি করিয়া জীবন ধারণ করিবে। ধর্ম্মকার্য্যার্থে পতি বিদেশস্থ হইলে আট বৎসর, বিদ্যাও যশের জন্য হইলে ছয় বৎসর ও অন্য স্ত্রী উপভোগের জন্য হইলে তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া স্ত্রী পতির নিকটে যাইবে।

ভৃগুসংহিতায় কেবল আর একটী স্থলে বিধবাবিবাহের বিধি দৃষ্ট হয় যথা :-

কন্যায়াং দত্ত শুল্কায়াং ম্রিয়েত যদি শুল্কদঃ।
দেবরায় প্রদাতব্যা যদি কন্যানুমন্যতে ॥
(ভৃ, ম, ৯ অ ৯৭)

বিবাহেচ্ছু কন্যাকে যদি শুল্ক দিয়া মারে তবে সেই কন্যা অনুমতি করিলে তাহাকে তার দেবরকে দান করা যায়॥

কিন্তু এই বিধি কেবল আসুরবিবাহে খাটে, অন্য বিবাহে শুল্ক দানের বিধি নাই এবং আসুরবিবাহ সকল বর্ণের পক্ষেই নিষিদ্ধ ও বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে ও অধর্মকর। (ভৃ, ম, ৩ অ, ২৪,২৫,৩১)

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় "যা পত্যাবা পরিত্যক্তা" ইত্যাদি পৌনর্ভব পুত্রের পরিভাষা হইতেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সকল অবস্থাতেই বিধবা-বিবাহ মনুসম্মত। "সাচেদক্ষত যোনিস্যাৎ" ইত্যাদি পর বচন একবারে লক্ষ্য করেন নাই। কেবল পরিভাষা হইতেই যদি পরিভাষিত বিষয় সকল স্থলেই অনুমোদিত

হইত তাহা হইলে (৯) অধ্যায়ের ১৫৯ ও ১৬০ শ্লোকে ক্ষেত্রজ, গূঢ়োৎপন্ন, কানীন্ সহোঢ়জ ও পৌত্র পুত্রের উল্লেখ ও ক্রমশঃ ১৬০, ১৭০, ১৭২, ১৭৩ ও ১৭৮ শ্লোকে ঐ, ঐ, পুত্রের পরিভাষা থাকায়, মনু গুপ্তভাবে স্ত্রী অন্যদ্বারা পুত্রোৎপাদন করা, কন্যাবস্থায় গর্ভসঞ্চার করান, ইত্যাদি কার্য্যকেও সাধু ব্যবহার বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন বলিতে হইবে। কিন্তু নিয়োগধর্ম্মকে মনু নিজেই পশু ব্যবহার বলিয়াছেন দেখা গিয়াছে। তদ্রূপ ৩, অ, ২১ শ্লোকে আট প্রকার বিবাহ স্থলে রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ ধরিয়াছেন কিন্তু তাই বলিয়া পৈশাচ বিবাহের অনুমোদন করা দূরে থাকুক ঐ বচনেই উহাকে অধম বলিয়াছেন ও ৩৪ শ্লোকে পরিভাষাতেই উহাকে পাপিষ্ঠ বলিয়াছেন যথা :

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বারহো যত্রোপ গচ্ছতি।
সঃ পাপিষ্ঠ বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমাধম : ॥

নিদ্রিতা, মত্তা, বা প্রমত্তা কন্যাকে নির্জনে পাইয়া গমন করাকে পৈশাচ বিবাহ কহে। তাহা বিবাহ সকলের মধ্যে পাপিষ্ঠ ও অধম।

অনিন্দিতৈঃ স্ত্রী বিবাহৈরনিন্দ্যা ভবন্তি প্রজা।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জয়েৎ॥
(৩ অ, ৪২)

অনিন্দিত প্রকারে বিবাহিতার সন্তান অনিন্দনীয় হয়, নিন্দনীয় প্রকারে বিবাহিতার সন্তান নিন্দনীয় হয়, সেই জন্য নিন্দনীয় বিবাহ ত্যাগ করিবে।

পরাশরও নিজসংহিতায় কুণ্ড ও গোলক এই দুই প্রকার সন্তানের পরিভাষা করিয়াছেন যথা :—

তদ্বৎ পরস্ত্রিয়াঃ পুত্রৌদ্বৌসুতৌ কুণ্ডগোলকৌ।
পত্যৌজীবতি কুণ্ডস্যাম্মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ॥

(প, ৪, অ)

তাই বলিয়া কি পরাশর পর স্ত্রীগমনকে অনুমদন করিয়াছেন? যদিও মনু ভৃগুসংহিতায় অক্ষতযোনি বিধবার পক্ষে পৌনর্ভব পুরুষের সহিত, গত প্রত্যাগতার তার পূর্ব্বস্বামীর সহিত ও দত্ত শুল্কা কন্যার তার দেবরের সহিত পুনর্ব্বিবাহের বিধি দিয়াছেন কিন্তু তাহা সাধু ব্যবহার নহে ও পুনর্ব্বিবাহিতা স্ত্রীকে সাধ্বী বলা যাইতে পারেনা ইহাও মনুই বলিয়াছেন যথা :—

নান্যোৎপন্না প্রজা স্তীহ নচাপ্যন্য পরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিৎ ভর্ত্তোপদিশ্যতে॥

(৫ অ, ২৬২)

অন্য পুরুষোৎপন্ন সন্তান প্রজা অর্থাৎ সন্তান নহে, ও পরস্ত্রীতে উৎপন্ন প্রজা প্রজা নহে এবং সাধ্বীদিগের দ্বিতীয় ভর্ত্তা হওয়ার উপদেশ কোনও শাস্ত্রে নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যথা :—

পরপুরুষ দ্বারা উৎপন্ন পুত্র পুত্র নহে, পর ভার্য্যায় উৎপন্ন পুত্র পুত্র নহে, এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ পরপুরুষ সাধ্বী স্ত্রীদিগের পক্ষে ভর্ত্তা বলিয়া কোনও শাস্ত্রে উপদিষ্ট নহে।

আমি যেরূপ অর্থ করিলাম তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সাধ্বী স্ত্রীদিগের দ্বিতীয় ভর্ত্তা হয় না অর্থাৎ তাহারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না ও করিতে পারে না—তাহারা পুনর্ভূ হইতে পারে না, তাহা করিলে কি হইলে; আর তাহাদিগকে সাধ্বী বলা যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত অর্থের তাৎপর্য্য এই যে, পরপুরুষ অর্থাৎ জার বা উপপতি কখনই সাধ্বীদের ভর্ত্তা হয় না, অর্থাৎ যদি কোন সাধ্বী উপপতি করে সে উপপতিই থাকে, তজ্জাত পুত্র কখন শাস্ত্রীয় পুত্র হয় না। এক্ষণে কোন অর্থসঙ্গত তাহাই দেখা যাউক।

প্রথমতঃ আমার অর্থ কুল্লুকভট্ট সম্মত। তিনি এই শ্লোকের টীকার শেষে বলিয়াছেন "এবঞ্চসতি পুনর্ভূত্ব মপি প্রতিষিদ্ধং"—ইহাতে পুনর্ভূত্বও অর্থাৎ বিধবার পুনর্বিবাহও নিষিদ্ধ হইল।

দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাসাগরকৃত অর্থ ব্যাকরণদুষ্ট বোধ হয়। পূরণবাচক বিশেষণ দ্বিতীয়" শব্দের সঙ্গে সর্ব্বনাম "অন্য' শব্দের অন্বয় হয় না ও "দ্বিতীয় অন্য", এইরূপ কথারও অর্থ হয় না। বিশেষতঃ 'অন্য শব্দ সমাসভুক্ত, তাহার সহিত কোন কথার অন্বয় হইতে পারে না। শ্লোকে কেবল আর "ভর্ত্তা" শব্দ আছে যাহার সহিত অন্বয় হইতে পারে যাহাতে "দ্বিতীয় ভর্ত্তা" এইরূপ পদ নিষ্পন্ন হয় ও তাহাই আমার কৃত অর্থ। যদি এইরূপে বিদ্যাসাগর ব্যবহৃত "পুরুষ" শব্দ উহ্য করা যায় তাহার সঙ্গে "দ্বিতীয়" পদের অন্বয় হয় না। পূরণবাচক শব্দ কেবল একজাতীয় শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হইতে পারে, যথা,

প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ, প্রথম ভর্ত্তা, দ্বিতীয় ভর্ত্তা, প্রথম বানর, দ্বিতীয় বানর; প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় ভর্ত্তা, তৃতীয় বানর এইরূপ প্রয়োগ এক পর্য্যায় হয় না ও ব্যবহার করিলেও তত্তজ্জাতীয় অন্য দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা থাকে যেমন "দ্বিতীয় পুরুষ" বলিলেই "প্রথম পুরুষ" এই কথার ও "দ্বিতীয় ভর্ত্তা" বলিলে প্রথম ভর্ত্তার আকাঙ্ক্ষা থাকে; কিন্তু বিধবার পরপুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপাদনের স্থলে "প্রথম পুরুষ" ছিল না, তাহার "প্রথম ভর্ত্তা" ছিল। সাধ্বীদের দ্বিতীয় ভর্ত্তার উপদেশ নাই ইহা বলিলে "প্রথম ভর্ত্তার" আকাঙ্ক্ষা হইতেছে এবং ঐ বিধবার প্রথম ভর্ত্তা ছিল সুতরাং এইস্থলে "দ্বিতীয়" শব্দ অসংলগ্ন হয় না। "পুরুষ" অর্থাৎ যাহার সঙ্গে বিবাহ হয় নাই ও "ভর্ত্তা" যাহার সঙ্গে বিবাহ হয় এই দুই শব্দ কেবল যে বিভিন্ন জাতীয় এমন নহে, অপিচ পরস্পরবিরোধ জাতীয়শব্দ।

তৃতীয়তঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত অর্থে বৈয়র্থাপত্তি, পুনরুক্তি, ও অপ্রাসঙ্গিকত্ব দোষ ঘটা বিবেচনা হয়। "পর পুরুষ" সাধ্বীস্ত্রীর ভর্ত্তা হয়না ইহা বলার ফল কি? "পর-পুরুষ" কোন্‌স্থলে কি শাস্ত্রে, কোন স্ত্রীলোকের বিশেষতঃ সধ্বী স্ত্রীর ভর্ত্তা হইবার আশঙ্কা বা প্রাপ্তি ছিল? কোনই শাস্ত্রে কি কালে কি দেশে কি ধর্ম্মে "পরপুরুষ" অর্থাৎ পাণিগ্রাহক ভিন্ন অপর ব্যাক্তিকে ভর্ত্তা বলেনা। বিবাহের প্রক্রিয়া বিভিন্ন হইতে পারে কিন্তু তথাপি উপপতি ও পতি এই দুয়ের মধ্যে সর্ব্বত্রই বিরোধ দেখা যায়। এই প্রসঙ্গের সমস্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি।

পাণিগ্রাহস্য সাধ্বীস্ত্রী জীবতো বা মৃতস্যবা।
পতিলোক মভীপ্‌ষন্তি নাচরেৎ কিঞ্চদ প্রিয়ং ॥
(ভৃ, ম, ৫ অ, ১৫৬)

কামন্তুক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
নতু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌপ্রেতে পরস্যচ ॥
(১৫৭)

আসীতা মরাণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যো ধর্ম্ম এক পত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তিত মনুত্তমং ॥ (১৫৮)

অনেকানি সহস্রাণি কুমার ব্রহ্মচারিণাং।
দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিং ॥
(১৫৯)

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বীস্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্য পুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ ॥ (১৬০)

অপত্য লোভাদ্ যাতুস্ত্রী ভর্ত্তার মতি বর্ত্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতি লোকাচ্চ হীয়তে ॥
(১৬১)

নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ নচাপ্যন্য পরিগ্রহে।
নদ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিভর্ত্তোপদিশ্যতে ॥
(১৬২)

পতিংহিত্বাপকৃষ্টং স্বমুৎ কৃষ্টং যানিষেবতে।

নিন্দ্যেবসা ভবেল্লোকে পর পূর্ব্বেতি চোচ্যতে॥
(১৬৩)

ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাং
শৃগাল যোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে॥
(১৬৪)

পতিং যানাভিচরতি মনোবাগ্ দেহ সংযতা।
সাভর্ত্তু লোকানাপ্নোতি সদ্ভি সাধ্বীতি চোচ্যতে॥
(১৬৫)

পতিলোক নামক স্বর্গাভিলাষিণী সাধ্বীস্ত্রী পতি জীবিতে কি মরিলে কথনই পতির অপ্রিয়কার্য্য করিবেক না অর্থাৎ কুল্লুকভট্ট মতে) ব্যভিচারদ্বারা ও শ্রাদ্ধাদি না করিয়া কোন পারত্রিক অনিষ্ট করিবেক না ॥১৫৬॥ পতি মরিলে সে পবিত্রপুষ্প ফলমূলাদি আহার দ্বারা দেহক্ষীণ করিবে ও (কামভাবে) পর পুরুষের নাম ও গ্রহণ করিবেনা ॥১৫৭॥ এক পত্নী অর্থাৎ যাহারা আজন্ম একমাত্র পতির পত্নী থাকে তাহাদের প্রতি পাল্য ধর্ম্ম-পালনে অভিলাষিণী হইয়া সে মরণ পর্য্যন্ত ক্ষমাগুণশালিনী, নিয়মচারিণী ও ব্রহ্মচারিণী থাকিবেক ।১৫৮॥ অনেক সহস্র কুমার ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ সন্তান উৎপাদন না করিয়াও স্বর্গে গিয়াছেন ।১৫৯॥ পতি মরিলে ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিতা সাধ্বীস্ত্রী অপুত্রা হইলে ও সেই ব্রহ্মচারী গণের ন্যায় স্বর্গে যায় ।১৬০॥ অপত্য লোভে যে স্ত্রী ভর্ত্তাকে অতিবর্ত্তন করে সে ইহলোকে নিন্দা পায় ও পরকালে ও পতিলোক পায়না ।১৬১॥ অন্য পুরুষোৎপন্ন

সন্তান প্রজা অর্থাৎ সন্তান নহে, ও পরস্ত্রীতে উৎপন্নপ্রজা প্রজা নহে এবং সাধ্বীদিগের দ্বিতীয় ভর্ত্তা হওয়ার উপদেশ কোন শাস্ত্রে নাই ।১৬২॥ যে স্ত্রী অপকৃষ্ট পতিকে ত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট পতির সেবা করে সে লোকে নিন্দনীয়া হয় ও তাহাকে পরপূর্ব্বা কহে। ১৬৩॥ যে স্ত্রী ব্যভিচার দোষে ভর্ত্তাকে দূষিত করে সে লোকে নিন্দনীয়া হয়, শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয় ও পাপরোগে (কুষ্ঠাদি-রোগে) পীড়া পায়। ১৬৪॥ যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে সংযতা হইয়া পতিকে অতিক্রমনা করে সে ভর্তৃলোক প্রাপ্ত হয় ও সৎলোকে তাহাকে সাধ্বী বলে। ১৬৫॥

সাধ্বী কাহাকে বলে তাহা ১৬৫,১৫৬,১৫৭ ও স্পষ্টাভিধানে ১৫৮ শ্লোকেই বলা হইয়াছে,—সেই স্ত্রী কায়মনোবাক্যে পতিকে অতিক্রম করে না। ব্যভিচার করিলেও অতিক্রম করা হয় অন্য পতিগ্রহণ করিলেও অতিক্রম করা হয়। পতি বর্ত্তমানে সে এই বচন অনুসারে অন্য পতিগ্রহণ করিতে পারে না ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে কিন্তু সেই কথা (১৬৩) শ্লোকেই বলা হইয়াছে সুতরাং পতি মরিলেও যে সে ব্যভিচার ভাবে দূরে থাকুক ধর্ম্মতঃ ও অন্য পতি গ্রহণ করিয়া পুরুষসংসর্গ করিতে পারে না ইহাই বলা ১৬৫ বচনের উদ্দেশ্য। (১৫৬) বচনে পতি জীবিত বা মৃত হউক সাধ্বী স্ত্রী তার অপ্রিয়কার্য্য অর্থাৎ ব্যভিচারদ্বারা পতিত হইয়া বা অন্য পতিগ্রহণ করিয়া আদ্য ও বাৎসরিক শ্রাদ্ধাদি করিতে আপনাকে অক্ষম করিতে পারে না বলা হইয়াছে। (১৫৭) বচনে সে বিশুদ্ধ ও অল্প আহার করিয়া ইন্দ্রিয়াদি দমন করিবে ও পরের নামও লইবে না বলা হইয়াছে। ব্যভিচার করিতে হইলে পরের নাম লইতে

হয় ও বিবাহ করিতে হইলেও পরের অর্থাৎ পূর্ব্বপতি ভিন্ন অপর ব্যক্তির নাম লইতে হয়। অধিকন্তু (১৫৮) বচনে সে যে একপত্নী অর্থাৎ আজন্ম এক জনের পত্নীই থাকিবে ইহারও আভাষ আছে। পতি মরিলেও যে স্ত্রী সেই পতির পত্নী থাকে ইহা বলা বাহুল্য। তবে "দ্বিতীয় অথাৎ পর-পুরুষ সাধ্বীদিগের পক্ষে ভর্ত্তা বলিয়া কোনও শাস্ত্রে উপ-দিষ্ট নহে" এই কথা আর বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? "এক্ষণে নান্নোৎপন্না" ইত্যাদি (১৬২) শ্লোকের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে বোঝা যাইবে।

বিবাহিতা স্ত্রীর ও অবিবাহিতা কন্যার এই ২ স্থলে পুরুষ-সংসর্গ ঘটিতে পারিত যথা;—

অশাস্ত্রীয়।

(১) আদ্যন্ত ব্যভিচারভাবে ও কন্যাবস্থায়;

(২) নিয়োগ প্রতিপালনের পরে ও আশক্তিবশতঃ;

(৩) নিয়োগক্রমে কিন্তু নিযুক্তা স্ত্রীর কামবশতঃ;

(৪) নিষিদ্ধস্থলে পুনর্ভূ হইয়া অর্থাৎ দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিয়া;

শাস্ত্রীয়।

(৫) ঋতু ভিন্ন কালে;

(৬) নিয়োগক্রমে নিয়োগধর্ম্ম প্রতিপালনকরতঃ;

(৭) মনুক্ত প্রশস্তস্থলে পুনর্ভূ হইয়া অর্থাৎ দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিয়া;

(৮) প্রথম বিবাহিত পতির সহিত।

(১) স্থল ১৫৬ হইতে ১৫৮ ও ১৬৪ ও ১৫৬ বচনদ্বারা,

(২) স্থল ৯ অ, ৬৩ শ্লোকদ্বারা (৭, দ্র), এবং

(৩) স্থল প্রকারান্তরে ৯ অ, ১৪৭ শ্লোকদ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা;—

যানিযুক্তান্যতঃ পুত্রং দেবরাদ্বাপ্যবাপ্নুয়াৎ।
তংকামজ মরিক্থীয়ং বৃথোৎপন্নং প্রচক্ষতে।

(৯ অ, ১৬৩)

নিযুক্তা স্ত্রী যদি স্বয়ং কামপ্রকাশ করিয়া অন্য ব্যক্তি কি দেবরদ্বারা পুত্রোৎপাদন করায় ঐ পুত্র কামজ ও বৃথা হয় ও ধনাধিকারী হয় না।

(ক) এইস্থলে ঐরূপ পুত্রের দোষই স্পষ্টতঃ বলা হইল, স্ত্রী-সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যবহারের স্পষ্ট নিষেধের আকাঙ্ক্ষা থাকিল।

(খ) (৪) স্থল "সাচেদক্ষত যোনিস্যাৎ" ইত্যাদি ৯ অ ১৭৬ বচনদ্বারা প্রকারান্তরে অন্যস্থলে পুনর্ব্বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল বটে কিন্তু তথাপি স্পষ্ট নিষিধের আকাঙ্ক্ষা ছিল।

(৫) স্থল শ্বেতকেতু ও দীর্ঘতমার স্থাপিত নিয়মদ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। অতএব (ক) স্থলের আকাঙ্ক্ষা পূরণ জন্য ১৬১ শ্লোক ও (খ) স্থলের আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও সাধারণতঃ পুনর্ভূ স্ত্রী সাধ্বীপদবাচ্যা নহে ইহা জানাইবার জন্য মনু বলিলেন;—

ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ ভর্ত্তোপদিশ্যতে

(১৬২, শেষাংশ)

সাধ্বীদের দ্বিতীয় ভর্ত্তা হওয়া কোন শাস্ত্রে উপদেশ নাই।

অক্ষতযোনি বিধবা পৌনর্ভব পুরুষকে, গত প্রত্যাগতা তার পূর্ব্বপতিকে, ও দত্তশুল্কা কন্যা তার দেবরকে পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে সাধ্বী বলা যাইতে পারে না। ভারতবর্ষীয়া নারীগণ যদিও সাধ্বী নামের‌ও গৌরব করেন কিন্তু কেবল নামের জন্যই আমি এত আয়াস স্বীকার করিলাম এমন নহে। পরে দেখা যাইবে যে পুনর্ভূদিগের পূর্ব্বপতির ধন উপভোগ নিবারণ এই সাধ্বী-কথার উপর নির্ভর করে। পুনর্ভূ সাধ্বী নহে সেই জন্যই পৌনর্ভব পুত্রকে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে দশম স্থান দিয়া দত্তক, ক্রীত, ক্ষেত্রজ, এমন কি কানীন গূঢ়োৎপন্ন ও সহোঢ়জ পুত্র অপেক্ষা হেয় করিয়াছেন এবং ঐ সকল পুত্রও ঔরসাদি আর ৪ প্রকার পুত্র না থাকিলে তবে পৌনর্ভব পুত্র শ্রাদ্ধাদি করিতে পারে ও ধনাধিকারী হয়। (ভৃ, ম, ৯ অ, ১৮৪) ও (বি, বি, ৫৬ পৃ) (৬৮ পৃ)।

ঐ (১) (২) (৩) ও (৪) স্থল জাত পুত্রের বিষয়ে ঐ ১৬২ শ্লোকের প্রথম চরণ যথা ;—

"নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ"—অন্যোৎপন্ন সন্তান সেই স্ত্রীর পক্ষে সন্তান নহে ও ঐ পাঁচ স্থল ও (৬) স্থলজাত পুত্র উৎপাদকের পুত্র নহে।

ইহা জানাইবার জন্য মনু বলিয়াছেন ;—

"নচাপ্যন্য পরিগ্রহে"

সেই জন্যই ক্ষেত্রজ পুত্র ও (৩) স্থলের কামজপুত্র

উৎপাদক দেবরাদির পুত্র হয় না ইহা সকলেই জানে। ক্ষেত্রজ পুত্র ক্ষেত্রিকের অর্থাৎ যাহার স্ত্রীতে উৎপন্ন তাহারই হয়। পূর্ব্ব ব্যবহার দর্শাইবার স্থলে পরিভাষার উল্লেখ থাকিলেও ইহাদ্বারা কানীন, গূঢ়োৎপন্ন ও সহোঢ়জ পুত্রের নিষেধ হইল ইহা অনায়াসে বোঝা যায়। অতএব সত্য-যুগের মধ্যেই অতি সংক্ষিপ্ত মনুসংহিতা যাহাকে ভৃগুসংহিতা কহে তদ্বারা ও তার পূর্ব্বেই নারদসংহিতাদ্বারা

চ (১) পৌনর্ভব পুরুষের সহিত অক্ষতযোনি বিধবার, (২) পূর্ব্বপতির সহিত গতপ্রত্যাগতার ও (৩) দেবরের সহিত দত্তশুল্কা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ ব্যতীত সর্ব্বত্র বিধবার পুনর্ব্বিবাহ;

(ছ) পতি অনুদ্দেশ হইলে তাহার স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ;

(জ) দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান;

(ঝ) অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট পতির সহিত বিবাহ (৫ অ ১৬৩);

(ঞ) বাগ্‌দত্তায় দেবরদ্বারা নিয়োগক্রমে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন ব্যতীত অন্যত্র নিয়োগ ও ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন; এবং

(ট) অন্ততঃ পৈশাচবিবাহ ও কানীন, গূঢ়োৎপন্ন ও সহোঢ়জ পুত্র ও তদ্রূপ পুত্রের উৎপাদনক্রিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

(ঠ) নারদসংহিতার "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন রহিত কি অন্ততঃ অচল হইয়াছিল।

(ঙ) পূর্ব্বোক্ত (১৪) স্থলে পতি বর্ত্তমানেই বিবাহিতা স্ত্রীর অন্যপতিগ্রহণসূচক যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন ও বশিষ্ঠের বচনত্রয় ও "সপ্ত পৌনর্ভবা কন্যা" ইত্যাদি কাশ্যপবচন রহিত হইয়াছিল।

(চ) পুনর্ভূ কি পুনর্ব্বিবাহিতা স্ত্রীকে সাধ্বী বলিত না। ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়াদিদমনশক্তির হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব্বোক্ত নিয়ম সকল শিথিল হওয়া দূরে থাকুক আরও কঠিন হওয়াই বোধ হয় কেন না গৌতমসংহিতার চতুর্থাধ্যায়ে লিখিত আছে;

গৃহস্থং সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেতাননন্যপূর্ব্বাং যবীয়সীম্।

গৃহস্থ সজাতীয়া বয়ঃকনিষ্ঠা অনন্যপূর্ব্বা কন্যা বিবাহ করিবে। যে কন্যা অন্যপূর্ব্বা নহে তাহাকেই অনন্যপূর্ব্বা কহে; অন্য ও পর এই দুই একার্থ শব্দ। বাচস্পত্য অভিধানে অন্যপূর্ব্বা শব্দের অর্থে নারদবচন যথা;

পরপূর্ব্বা স্ত্রীয়স্ত্বন্যাঃ সপ্ত প্রোক্তা যথাক্রমম্।
পুনর্ভূস্ত্রিবিধাতাসাং স্বৈরিণী তু চতুর্ব্বিধা॥
কন্যৈবা, ক্ষতযোনির্যা পাণিগ্রহণদূষিতা।
পুনর্ভূঃ প্রথমাপ্রোক্তা পুনঃ সংস্কারকর্ম্মণা॥
দেশধর্ম্মাণ বেক্ষ্যস্ত্রী গুরুভির্যা প্রদীয়তে।
উৎপন্ন সাহসোন্যস্মৈ সাদ্বিতীয়া প্রকীর্ত্তিতা॥

অসৎসু দেবরেষু স্ত্রী বান্ধবৈর্যা প্রদীয়তে।
সবর্ণায় সপিণ্ডায় সাত্রিতীয়া প্রকীর্ত্তিতা ॥
স্ত্রী প্রসূতাঽপ্রসূতাবা পত্যাবতু জীবতি।
কামার্থমাশ্রয়েদন্যম্প্রথমা স্বৈরিণী তুসা ॥
কৌমারম্পতিমুৎসৃজ্য যাত্বন্যং পুরুষংশ্রিতা।
পুনঃপত্যুর্গৃহং যায়াৎ সাদ্বিতীয়া প্রকীর্ত্তিতা ॥
মৃতে ভর্ত্তরিতু প্রাপ্তান্ দেবরাদিন পাস্যযা।
উপগচ্ছেৎ পরং কামাৎ সা ত্রিতীয়া প্রকীর্ত্তিতা।
প্রাপ্তাদেশা ধনক্রীতা ক্ষুৎপিপাসাতুরা তুযা।
তবাহমিত্যুপগতা সা চতুর্থী প্রকীর্ত্তিতা।

অন্য সাতপ্রকার পরপূর্ব্বা স্ত্রী যথাক্রমে উক্ত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে তিনপ্রকার পুনর্ভূ ও চারিপ্রকার স্বৈরিণী। পাণিগ্রহণ দূষিতা অক্ষতযোনি কন্যার পুনর্ব্বিবাহ হইলে তাহাকে প্রথমা, দেশধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া যে উৎপন্ন সহসা পাণিগ্রহণ দূষিতা কন্যাকে গুরুজনেরা অন্যকে দান করে তাহাকে দ্বিতীয়া, দেবর না থাকিলে বান্ধবেরা ঐরূপ কন্যাকে যদি সবর্ণ ও সপিণ্ড ব্যক্তিকে দান করে তাহাকে তৃতীয়া পুনর্ভূ কহে। পতি বর্ত্তমানে প্রসূতা বা অপ্রসূতা স্ত্রী কামার্থ অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিলে তাহাকে প্রথমা, কৌমার পতি ত্যাগ করিয়া যে স্ত্রী অন্য পতিকে আশ্রয় করিয়া পুনর্ব্বার পতির গৃহে আইসে (গত প্রত্যাগতা) তাহাকে দ্বিতীয়া,

পতি মরিলে যে স্ত্রী প্রাপ্তদেবরাদিকে বধ বা দূর করিয়া কামতঃ পরপুরুষে উপগতা হয় তাহাকে তৃতীয়া আদেশ প্রাপ্তা। ক্ষুৎপিপসাতুরা স্ত্রী যদি "আমি তোমার" এই বলিয়া ধনদ্বারা ক্রীত হয় তাহাকে চতুর্থী সৈরিণী কহে।

এই সকল বচন হইতে নারদসংহিতায় কোন অবস্থায় বিবাহিতা স্ত্রীর পুনঃ সংস্কার অর্থাৎ পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারিত তাহাও বোঝা যায়। ইহার "দ্বিতীয়" তৃতীয়" ও "চতুর্থ" শ্লোকের সহিত "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন মিলাইলে দেখা যায় যে পতি অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিলে বা পতিত হইলে স্ত্রী যদি (১) অক্ষতযোনি হয় তবে সে প্রথমা পুনর্ভূ, দেশ ধর্ম্মানুসারে ক্ষতযোনি স্ত্রীকে গুরুজনেরা যদি অন্য পুরুষকে দান করিত, তবে সে দ্বিতীয়া পুনর্ভূ ও দেবরাদি না থাকিলে যদি বান্ধবেরা তাহাকে সবর্ণ ও সপিণ্ডকে দান করিত তবে সে তৃতীয়া পুনর্ভূ হইত। অতএব তখনও অক্ষতযোনিরই পুনঃসংস্কার প্রশস্ত ও অপর দুই-স্থলে নিন্দনীয় ছিল কিন্তু তখন পাত্রের কোন বিশেষণ ছিল না। ভার্গবসংহিতায় সেই সকল স্থলে কেবল পতি মরিলেই অক্ষতযোনি বিধবার পক্ষে পৌনর্ভব পুরুষের সঙ্গে পুনঃসংস্কার স্থিরতর আছে, আর গত প্রত্যাগতার তার পূর্ব্বপতির সঙ্গে পুনর্বিবাহের বিধান হইয়াছে ও দেবরপক্ষে কেবল দত্তশুল্কা বাগ্‌দত্তার পুনর্বিবাহ স্থিরতর আছে।

কৃতেতু মানবা ধর্ম্মা ইত্যাদি পরাশর বচনের বিদ্যাসাগরকৃত অর্থ অনুসারে ত্রেতায় গৌতমের প্রাধান্য মানিলে, ভৃগু-

সংহিতার তিনটী স্থলেও (চ) পুরুষের পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। গৌতমসংহিতায় কি শঙ্খলিখিতে এই বিষয়ে অন্য কোন বিধি বা নিষেধ দৃষ্ট হয় না। তবে যুগবিশেষ নির্দ্দিষ্ট না করিয়া বশিষ্ঠ এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা অবশ্য সত্য ও ত্রেতা ভিন্ন অপর দুই যুগের অর্থাৎ দ্বাপর ও কলিযুগের নিয়ম বলিতে হইবে, কেন না সত্যের জন্য মনুতে ঐরূপ কোন বিধি ছিল না, ত্রেতার জন্য গৌতমের যে বিশেষ বিধি তাহা প্রদর্শিত হইল।

গৃহস্থোবিনীতক্রোধহর্ষোগুরুণানুজ্ঞাতঃ অসমাণার্ষামপৃষ্ঠ মৈথুনাং যবীযসীং সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত। (ব, বি, ৫৫ পৃ)

বহুবিবাহ প্রবন্ধের ৫৫।৫৬ পৃষ্ঠায় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বশিষ্ঠ বচনের এই অনুবাদ করিয়াছেন।

গৃহস্থ ক্রোধ ও হর্ষ বশীকৃত করিয়া, গুরুর অনুজ্ঞা লাভান্তে সমাবর্ত্তনপূর্ব্বক অসমান প্রবরা অক্ষতযোনি, বয়ঃকনিষ্ঠা, স্বজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

ইহাতে বোধ হয় দ্বাপরে ভৃগুসংহিতা প্রোক্ত তিনটী স্থলে (চ) তদুক্ত প্রকারে বিধবা, গত প্রত্যাগতা ও দত্তত্তকার পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারিত।

এই বিষয়ে কলিযুগের বিধি নিষেধের সমালোচনা।

বিধবা বিবাহের বিধিরস্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয় পরাশরধৃত একমাত্র "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন দর্শাইয়াছেন, প্রমাণা-

স্তর নাই। বরঞ্চ নিষেধক অনেক শাস্ত্র আছে যাহা ক্রমে পর্য্যালোচিত হইবে। পরাশরসংহিতা ও বৃহৎ পরাশরসংহিতা পরাশরের নামে এই দুখানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। বৃহৎ পরাশরসংহিতায় আশঙ্কিত নিষেধক বচন থাকায় দিব্যাসাগর মহাশয় “ ৯ বৃহৎ পরাশরসংহিতা বিধবা বিবাহের নিষেধিকা নহে ” এই প্রস্তাবে এই সংহিতার অপ্রামাণ্যতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ সংহিতা প্রামাণ্য কি অপ্রামাণ্য হউক যে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ ধরিয়া ও অন্যান্য কারণে পরাশরসংহিতার প্রামাণ্যতার প্রতিও সংশয় জন্মিতে পারে।

উভয় সংহিতার ব্যবস্থাগত তারতম্য এক সংহিতাকে প্রমাণ্য ধরিলে অপর সংহিতার অপ্রামাণ্যতার প্রতিপোষক হয়; সুতরাং বিকল্পে উভয় পক্ষচ্ছেদক এই যুক্তি ত্যাগ করিলাম।

(১) অতি সংকীর্ণ পরাশরসংহিতার ভাষ্য আবশ্যক সুবিস্তীর্ণ বৃহৎ পরাশরসংহিতার তাহা নহে, সুতরাং তাহার ভাষ্য নাই বলিয়া বিশেষ আপত্তি হইতে পারে না।

(২) বৃহৎ পরাশরসংহিতা যে তপস্বী সুব্রতের সঙ্কলিত ইহা সেই গ্রন্থেই আছে। ঐ সংহিতা বিনামা (বেনামী) নহে। সেই সুব্রত কলিধর্ম্ম জিজ্ঞাসু মুনিগণের মধ্যে একজন হইতে পারেন। তিনি পরাশরের অনুজ্ঞামত যে লিখিয়াছেন তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ই লিখিয়াছেন। এইটী নূতন প্রণালী নহে। প্রচলিত মনুসংহিতাও এই প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল। যথা;—

ততস্তথা সতেনোক্তোমহর্ষির্মনুনাভৃগুঃ।
তানব্রবী দৃষীণ্ সর্ব্বান্ প্রীতাত্মাশ্রুয়তামিতি ॥
(ভৃ ১ অ, ৬০)

মহর্ষি ভৃগু ভগবান মনুর উক্তি এই প্রকারে শ্রবণ করিয়া সেই সমস্ত ঋষিগণকে "শ্রবণ করুন" বলিয়া কহিতে লাগিলেন।

নারদসংহিতাও ঐরূপে রচিত হইয়াছিল এবং মহাভারতাদি সমস্ত পুরাণই ষট্‌সংবাদে কথিত হইয়াছে।

(৩) কিন্তু পরাশরসংহিতাও স্বয়ং পরাশর লেখেন নাই, তাঁর মুখে শুনিয়া কি অন্য কোন প্রকারে জানিয়া আর কেহ লিখিয়াছে বোধ হয়।

প্রথমতঃ উপক্রমণিকা ভাগ কোনমতেই পরাশরের লেখা হইতে পারে না (মূল বি, বি, ৫ পৃ, দ্র,)। এই তাহার অনুবাদ ;—

অনন্তর হিমালয় শিখরস্থ দেবদারুবনমধ্যগত আশ্রমে ব্যাস একাকী বসিয়াছিলেন। পুরাকালে এমন সময়ে মুনিরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সত্যবতী সুত! বর্ত্তমান কলিযুগে মনুষ্যদের হিতকরধর্ম্ম ও যথাবৎ শৌচাচার বলুন"। তাহা শুনিয়া যজ্ঞাগ্নিতুল্য ও সূর্য্যসম প্রতিভাশালী মহাতেজাঃ শ্রুতিস্মৃতি বিশারদব্যাস উত্তর করিলেন "আমি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ নহি, কি করিয়া ধর্ম্ম বলিব? আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য"। পুত্র ব্যাসের এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মতত্ত্বার্থ জিজ্ঞাসু সেই মুনিগণ ব্যাসকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বদরিকাশ্রম যাইলেন। সেইস্থান নানা বৃক্ষে আবৃত, ফলপুষ্পশোভিত,

নদীপ্রস্রবণযুক্ত, পুণ্যতীর্থে অলঙ্কৃত, মৃগ ও পক্ষিগণে পরিপূর্ণ, দেবতায়তনাবৃত, ও যক্ষ গন্ধর্ব্ব সিদ্ধগণের নৃত্যগীতে সমাকুল। সেইস্থানে ঋষি সভামধ্যে সুখাসীন মুনি শ্রেষ্ঠগণে বেষ্টিত শক্তিপুত্র মহাত্মা পরাশরকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন পূর্ব্বক মুনিগণসহ ব্যাস কৃতাঞ্জলিপুটে স্তুতিবাদদ্বারা পূজা করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর মহামুনি সন্তুষ্টমনে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা আত্মকুশল বলিলেন। তারপর ব্যাস জিজ্ঞাসা করিলেন "হে পিতঃ! আপনি যদি আমার ভক্তি জানেন কিম্বা আমাকে স্নেহ করেন তবে ধর্ম্ম বলুন, আমি আপনার স্নেহের পাত্র। এই মন্বন্তরে সত্যত্রেতাদি যুগ কর্ত্তব্য মন্বাদি প্রোক্ত যে সমস্ত ধর্ম্ম আপনি বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়াছি এবং ভুলি নাই। সত্যযুগে সব ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল, কলিযুগে সকল ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে। অতএব চতুর্ব্বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কিছু বলুন। ব্যাসের কথা শেষ হইলে মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর সবিস্তারের স্থূল ও সূক্ষ্ম ধরিয়া ধর্ম্ম নির্ণয় বলিলেন। "হে পুত্র! হে মুনিগণ! শ্রবণ করুন"।

ব্যাসের ও নিজের আশ্রমের সূক্ষ্মবর্ণনা; বিনা কারণে নিজ পুত্রের তেজ, গুণ, জ্ঞান ও বিদ্যাও সেই মুখেই অজ্ঞতার পরিচয়; সেই ছলে আপনার সর্ব্বজ্ঞতার আভাষ মহাত্মাও মুনিশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভূয়সী আত্মপ্রশংসা কথনই পরাশরের মুখনিঃসৃত নহে।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে

অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌযুগে।

× + + + × × + × + + ×

সংপ্রবক্ষ্যাম্যহং পূর্ব্বং পরাশরবচো যথা।

অতঃপর কলিযুগে গৃহস্থের ধর্ম্ম আচার ইত্যাদি পূর্ব্বে পরাশর যেমন বলিয়াছেন আমি সেইরূপ বলিব।

"পূর্ব্বে পরাশর যেমন বলিয়াছেন আমি (পরবর্ত্তী পরাশর) সেইরূপ বলিব" এমন কথা নাই। "ব্যাস" নামে নানা সময়ে নানা ঋষি ছিলেন বটে কিন্তু নানা ব্যক্তি পরাশর থাকা জানা নাই। একই পরাশর পূর্ব্বকল্পে যাহা বলিয়াছেন কল্পান্তরে অর্থাৎ বর্ত্তমানকল্পে তাহাই বলিতেছেন; ইহ হইলে আমি পূর্ব্বে যেরূপ লিখিয়াছি সেইরূপ এখনও বলিব এই রূপ লেখা সঙ্গত হইত। পরাশর যে বক্তা ইহা এইস্থলে জানাইবার প্রয়োজন ছিল না কেন না উপক্রমণিকায় তাহা চৌহদ্দি বাঁধিয়া বলা হইয়াছে—যে পরাশর শক্তি্র পুত্র ও ব্যাসের পিতা সেই পরাশর বলিতেছেন। অতএব এই শ্লোকে "পরাশর" আর "অহং" বা "আমি" যে একই ব্যক্তি, বলপ্রকাশ না করিলে ইহা বলা যায় না।

(৭অ) অথাতোদ্রব্য সংশুদ্ধিঃ পরাশরবচোযথা।

অতঃপর পরাশর যেরূপ বলিয়াছেন সেইরূপ দ্রব্যসংশুদ্ধি বলা যাইতেছে।

(১০অ) দশগোমিথুনং দদ্যাচ্ছুদ্ধিঃ পরাশরো-ব্রবীৎ।

দশ জোড়া গো দান করিলে শুদ্ধি হয় পরাশর বলিয়াছেন,

গোদ্বয়ং দক্ষিণাং দদ্যাচ্ছুদ্ধিঃ পরাশরো ব্রবীৎ।

গোদ্বয় দক্ষিণা দিলে শুদ্ধি হয় পরাশর বলিয়াছেন,

কৃত্বা সান্তপনংকৃচ্ছ্রং শুদ্ধ্যেৎ পারাশরো ব্রবীৎ।

কৃচ্ছ্রসান্তপন করিয়া শুদ্ধহয় পরাশর বলিয়াছেন।

(৬ অ) যথা পরাশরেণোক্তং তথৈবাহং বদামিবঃ।

পরাশর যেরূপ বলিয়াছেন আমি ও সেইরূপ তোমাদিগকে বলিব।

এই সবদেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয় পরাশর ঐসংহিতা লেখেন নাই। ব্যাসের সহশ্রোতামুনিগণের মধ্যে কেহ অনেকদিন পরে ঐ সংহিতা পুনঃস্মরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং ঐ অবস্থায় যেসব ভ্রম প্রমাদ ঘটিতে পারে তাহা এই সংহিতাতেও থাকিতে পারে। অপিচ এই সংহিতা বিনামা (বেনামী)। শ্রোতারা যে কেবল কলিধর্ম্মই জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু পরাশরনিজে সাধারণতঃ "ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ" ধর্ম্মের নির্ণয় বলিলেন এইরূপ বলায় তিনি যে প্রসঙ্গাধীন ও এক-কালে অন্যযুগের ধর্ম্ম বলেন নাই ইহা বলা যায়না। তিনি যে তাহা বলিয়াছেন ইহা স্পষ্ট দেখা যায়।

উপক্রমণিকায় চারিবর্ণের ধর্ম্ম ও আচার জিজ্ঞাসা হইয়াছিল, ও দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমেও পরাশর চারিবর্ণের ধর্ম্মাচার বলি-বেন বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন দেখা গিয়াছে (২৯ পৃ)

(৮ অ) সচৈলং বাগ্‌যতঃ স্নাত্বা বিল্ববাসাস-মাহিতঃ।

ক্ষত্রিয়োবাথ বৈশ্যোবা ততঃ পর্শদমাব্রজেৎ।

(১১ অ) তথৈবক্ষত্রিয়োবৈশ্য স্তদর্দ্ধন্তু সমাচ-

রেৎ (১)

ক্ষত্রিয়োবাপি বৈশ্যশ্চ প্রাজাপত্যেন শুদ্ধতি। (২)

বৈশ্যঃ পঞ্চসহস্রেণ ত্রি সহস্রেণ ক্ষত্রিয়ঃ। (৩)

ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্র কন্যায়াং সমুৎপন্নস্তু যঃ সুতঃ।

স গোপাল ইতি জ্ঞেয়ঃ ॥ (৪)

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যঃ শূদ্রোবাপ্যুপসর্পতি।

বিপ্রোশুদ্ধ্যেত্রিরাত্রেণ ক্ষত্রিয়স্তু দিনদ্বয়াৎ ॥

একাহেনতু বৈশ্যস্তু শূদ্রোনক্তেন শুদ্ধতি। (৫)

ক্ষত্রিয়াদিষু বিপ্রস্য ভোজ্যান্নতা। (৬)

এইরূপে পরাশর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরও ধর্ম্ম, আচার, ও প্রায়শ্চিত্ত লিখিয়াছেন। কিন্তু কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অপ্রসিদ্ধ, কেবল ব্রাহ্মণ ও শুদ্র এই দুইবর্ণ আছে; যথা শুদ্ধিতত্ত্বে রঘুনন্দন;—

“ইদানিন্তন ক্ষত্রিয়াণামপিশূদ্রত্বমাহমনুঃ—

সনৈকেশ্চ ক্রিয়ালোপাদিমা ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।

বৃষলত্বংগতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেনচ ॥

অতএব

বিষ্ণুপুরাণং মহানন্দিসুতঃ শূদ্রা গর্ভোদ্ভবোঽতি

লুব্ধো মহা পদ্মোনন্দঃ পরশুরামইবা পরোঽ

খিলক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা ততঃপ্রভৃতি শূদ্রা

ভূপালা

ভবিষ্যন্তীতি তেন মহানন্দি পর্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাৎ বৈশ্যানামপি তথা”।

“ইদানিন্তন ক্ষত্রিয়দের শূদ্রত্ব হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন ক্রিয়া লোপ হওয়ায় ও বেদে দর্শন না থাকায় এই সকল ক্ষত্রিয় জাতি ক্রমে২ বৃষলত্ব (জাতি ভ্রষ্টত্ব বা শূদ্রত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই জন্য বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে মহানন্দিসুত শূদ্রা-গর্ভজাত মহাপদ্মনন্দ নামক রাজা পরশু রামের ন্যায় আর একজন সমস্ত ক্ষত্রিয় বধ করিবেন। সেই অবধি শূদ্র রাজা হইবে। অতএব মহানন্দি পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ছিল। তদ্রূপ ক্রিয়া-লোপ হেতুক বৈশ্যেরাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

শাস্ত্রীয় ক্রিয়াদি ও বেদ পাঠ না করায় ভৃগুসংহিতার সময়েই অর্থাৎ সত্যযুগের শেষ ভাগেই, পৌণ্ড্রক, ওড্র (উড়িষ্যা)। দ্রাবিড়, কাম্বোজ প্রভৃতি অনেক দেশের (ভৃ, ম, ১০ অ ৪৩,৪৪,৪৫) ক্ষত্রিয়েরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরে পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন। তারপর মহাভারতের যুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুলের ধ্বংশ হইয়াছিল বলিলেই হয়। তারপর ক্ষত্রিয় নামধারী যে কেহ ছিল তাহা দিগকে মহাপদ্মনন্দ এককালে নির্ম্মূল করেন। অতএব কলি-যুগ সন্ধিক্ষে না হউক প্রকৃত পক্ষে যখন কলিযুগ প্রবর্ত্ত হয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর যখন প্রকৃত পক্ষে সকল ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছিল ও পরাশর মত প্রবর্ত্তনের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইয়াছিল তখন আর ক্ষত্রিয়বর্ণ ছিল না। তবে আর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ধর্ম্মাদি নির্দ্দেশ করিবার কি প্রয়ো-

জন ছিল ? ইহার কেবল একমাত্র উদ্দেশ্য দেখা যায়। পূর্ব্ব২ যুগাদির শাস্ত্রে চতুবর্ণের ভিন্ন২ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই প্রণালীর অনুবর্ত্তী হইয়া পরাশরও ঐরূপ বলিয়াছেন নতুবা তাহা যে কার্য্যে পরিণত হইবে ইহা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। অন্য উদ্দেশে অর্থাৎ কেবল যুগাদির তারতম্য দেখাইবার জন্য পরাশর অন্যত্রও সেইরূপ করিয়াছেন যথা:—

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যাহু দানমেকং কলৌযুগে ॥ (১)

ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎস্হজেৎ।
দ্বাপরে কুল মেকন্তু কর্ত্তারঞ্চ কলৌযুগে ॥ (২)

কৃতে সম্ভাষণাৎ পাপং ত্রেতায়াং স্পর্শনেনচ।
দ্বাপরে ত্বন্নমাদায় কলৌপততি কর্ম্মণা ॥ (৩)

কৃতেতু তৎক্ষণাৎ শাপঃ ত্রেতায়াং দশভি-
দিনেঃ।
দ্বাপরে মাসমাত্রেণ কলৌসম্বৎসরেণতু ॥ (৪)

অভিগম্যকৃতেদানং ত্রেতাস্বাহূয়দীয়তে।
দ্বাপরে যাচমানায় সেবয়াদীয়তেকলৌ ॥ [৫]

কৃতেচাস্থিগতাঃ প্রাণাঃ ত্রেতায়াংমাংসসংস্থিতাঃ।
দ্বাপরে রুধিরং যাবৎ কলাবন্নাদিষুস্থিতাঃ। (৬)

যুগ	পরম ধর্ম্ম	ত্যাজ্য	পাপ	অভিশাপ ফলে	কিরূপ দান করে	প্রাণের স্থিতি
সত্যে	তপস্যা	পাপীর দেশ	পাপীর সম্ভাষণে]	তৎক্ষণাৎ	গৃহীতার কাছে গিয়া	অস্থিতে
ত্রেতায়	জ্ঞান	গ্রাম	স্পর্শনে	দশদিনে	আহ্বান করিয়া	মাংসে
দ্বাপরে	যজ্ঞ	কুল	অন্ন ভোজনে	একমাসে	যাচঞা করিলে	রক্তে
কলিতে	দান	পাপীমাত্র	পাপকর্ম্ম মাত্র	একবৎসরে	সেবা করিলে	অন্নে

এই সকল স্থলে সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরের পরমধর্ম্মাদি বলিবার প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য ছিল না কেন না ঐ সব যুগ গত হইয়াছিল ও পরাশর মতেই তাঁর বিধি নিষেধ ঐ সব যুগে মাননীয় ছিল না। তথাপি অন্য যুগের সঙ্গে কলিযুগের তারতম্য দেখাইবার জন্যই অন্যান্য যুগের প্রধান প্রধান কথা এইস্থলে বলা হইয়াছে। এই সব শ্লোক যে অনেকগুলিই মনুর বচনের অনুবাদ মাত্র ইহা পরে দেখান যাইবে। ফলতঃ মনু ও অন্যান্য সংহিতার অনেক বচন অবিকল ও কোথাও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া পরাশরসংহিতায় উদ্ধৃত হওয়ায় ঐ সংহিতা যে পরাশরের নিজের লেখা নহে, অন্য ব্যক্তি তাঁর মত স্মরণ করত রচনার সময়ে বিশেষ শ্রম না করিয়া তদ্রূপ বচন অন্য যে কোন সংহিতায় পাইয়াছেন অবিকল তাহাই কিম্বা কিঞ্চিৎ বিকলাঙ্গ করিয়া ন্যস্ত করিয়াছেন ইহা বেশ বোঝা যায়।

এখন দেখা যাউক পরাশর ধৃত "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন চতুর্থাধ্যায়ে ন্যস্ত করিবার উদ্দেশ্য কি।

এই শ্লোক যে নারদসংহিতা ধৃত অবিকল মনু বচন ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ই দেখাইয়াছেন (বি, বি, ৬৮ পৃ) ও মাধবাচার্য্যেরও সেই মত। পরিবেদন পর্য্যায়ে অপ্রাসঙ্গিকরূপে ধৃত ঐ বচনও তার পরোক্ত তিন বচন উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) "নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে
পতৌ পঞ্চস্বাপৎসুনারীণাং পতিরন্যোবিধীয়তে॥

(২) মৃতেভর্ত্তরিযা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সামৃতা লভতেস্বর্গং যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ ॥

(৩) তিস্রঃকোট্যর্দ্ধ কোটীচ যানিলোমানিমা-
নবে। তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানু-
গচ্ছতি ॥

(৪) ব্যালগ্রাহী যথাব্যালং বিলাদুদ্ধরতেবলাৎ।
এবমুদ্ধৃত্য ভর্ত্তারং তৈনৈব সহমোদতে ॥

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে হৃৎকম্প হইতেছে। কিন্তু তথাপি সশঙ্কে বলিতেছি যে (১) শ্লোকটী অন্য কতিপয় স্থলের ন্যায় কেবল তারতম্য দেথাই-বার জন্য পূর্ব্বকালের বিধির স্মরণ মাত্র--উহা অনুবাদ বা উদ্ধৃত বচন যাহাকে ইংরাজিতে কোটেসন (quotation) বলে। ঐ টী পরাশরের নিজের বিধি নহে ও সেই জন্য কলিযুগের ধর্ম্ম নহে। পরাশরেরনিজের বিধি (২) ও (৩) শ্লোকে আছে। তাহাতে এইরূপ অর্থ হয়——

(যদিও অন্য যুগের জন্য বা পূর্ব্বকালের বিধি আছে যে) পতি অনুদ্দেশ, মৃত, প্রব্রজিত, ক্লীব বা পতিত হইলে এই পাঁচ আপদে নারীদিগের অন্য পতি গ্রহণ করা বিধি সিদ্ধ (তথাপি কলিযুগের জন্য আমি পরাশর বিধান করিতেছি যে) (২) ভর্ত্তা মরিলে যে নারী ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান করিবে সে মরিলে সেই ব্রহ্মচারীগণের ন্যায় স্বর্গলাভ করিবে। (৩) (আর) যে স্ত্রী পতির সহগমন করিবে সে মানব শরীরে যে সার্দ্ধ

ত্রিকোটী লোম আছে তৎসমকাল স্বর্গে বাস করিবে। (৪) সর্পাজীবিরা যেমন বলপূর্ব্বক গর্ত্ত হইতে সর্প উঠায় সেই প্রকার সেই স্ত্রী আপন পতিকে উদ্ধার করিয়া তাহার সহিত সুখভোগ করে।

আমি মাধবাচার্য্যের ন্যায় বলিতেছি না যে (১) বিধি পরাশর অন্য যুগের জন্য স্থাপন করিয়াছেন, ইহাও বলিতেছি না যে এই বিধি কেবল বাগদত্তাপর। আমি এইমাত্র বলিতেছি যে ঐ টী কোনই বিধি নহে কেবল পূর্ব্ববিধির অনুস্মরণ।

ঐ রূপ অনুস্মরণ বা অনুবাদের অন্যান্য স্থল দেখাইতেছি।

১ ম অধ্যায়

অন্যেকৃতযুগেধর্ম্মা স্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগেনৃণাং যুগরূপানুসারতঃ॥
তপঃপরং কৃতযুগে—ইত্যাদি (৩৪ পৃ ১)

এই দুই শ্লোক ভৃগুসংহিতার ১ম অধ্যায়ের ৮৫ ও ৮৬ শ্লোকের অনুবাদ মাত্র। মনুই পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছেন যে যুগানুসারে ধর্ম্মের বিভিন্নতা হইবে ও সত্যে তপস্যাও কলিতে দানই প্রধান ধর্ম্ম। উহা পরাশরের নিজের বিধি নহে তিনি কেবল পরশ্লোকোক্ত নিজ বিধির পোষকতার জন্য শাসন দিয়াছেন। সেই পরশ্লোক এই :—

কৃতেতু মানবাঃ ধর্ম্মা স্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ মতাঃ॥

সত্যের ধর্ম্ম মনূক্ত, ত্রেতায় গৌতমোক্ত, দ্বাপরে শঙ্খলিখি-

তোক্ত, ও কলির পরাশরোক্ত।

এই বিধানটী পরাশরের নিজের, মনু গৌতম কি শঙ্খলিখিতে উহা নাই। অন্য কোন শাস্ত্রে উহা থাকা জানি না; বিদ্যাসাগর মহাশয়ও দেখান নাই। অনুবাদের ২য় স্থল (৪ অ)

ওঘবাতাহৃতং বীজং যথাক্ষেত্রে প্ররোহতি।
ক্ষেত্রীতল্লভতে বীজং নবীজি ভাগমর্হতি॥
তদ্বৎপরস্ত্রিয়াঃ পুত্রৌদ্বৌসু তৌকুণ্ড গোলকৌ।
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডস্যান্মৃতে ভর্ত্তরিগোলকঃ॥

যেমন যে বীজ জলবেগ কি বায়ুদ্বারা এক ক্ষেত্র হইতে অপরক্ষেত্রে আনীত হইয়া অঙ্কুরিত হইলে সেই অপর ক্ষেত্রের স্বামী তার ফল পায় বীজ স্বামী পায় না, তদ্রূপ পরস্ত্রীর দুই সুত কুণ্ড ও গোলক নামক পুত্র হয়। সেই স্ত্রীর পতির জীবনকালে জন্মাইলে তাহাকে কুণ্ড ও মরণের পর জন্মাইলে গোলক কহে। অর্থাৎ পরস্ত্রী জাত কুণ্ড ও গোলক নামক দুই সুত তাহাদের স্বাভাবিক জনকের পুত্র নহে, তাহারা ঐ স্ত্রীর পতির পুত্র।

ইহার প্রথম শ্লোকটী কিঞ্চিৎ অঙ্গ পরিবর্ত্তিত ভৃগুসংহিতার ৯ অ ৫৪ শ্লোক। উহা পরবচনোক্ত বিধির পরিপোষণ ভিন্ন ঐ স্থলে উদ্ধৃত করিবার অন্য কোনই উদ্দেশ্য ছিল না। ইহার সবিশেষ পৃষ্ঠায় দেখ

তদ্রূপ পরিবেদন স্থলে পরাশর

পরিবিত্তি পরীবেত্তা যয়াচ পরিবিদ্যতে।
সর্ব্বে তে নরকং যান্তি দাতৃ যাজক পঞ্চমাঃ॥

প ৪ অ

পরিবিত্তি, পরীবেত্তা, পরিবেদনীয়া কন্যা, কন্যাদতা ও হোতা এই পাঁচজনই নরকে যায়।

এই বচন অবিকল মনুবচন। (ভৃ, ম, ৩ অ ১৭২)

দারাগ্নি হোত্রসংযোগং (যঃকুর্য্যাদগ্রজেসতি)।
পরিবেত্তাসবিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ ॥

এই বচনও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত মনুবচন (ভৃ, ম, ৩ অ। ১৭১) যথাঃ—

দারাগ্নি হোত্রসংযোগং (কুরুতে যোঽগ্রজে স্থিতে)
পরিবেত্তাসবিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ ॥

যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত ও অনগ্নিক জ্যেষ্ঠ থাকিতে দার পরিগ্রহ ও অগ্নি হোত্র গ্রহণ করে তাহাকে পরিবেত্তা ও ঐ জ্যেষ্ঠকে পরিবিত্তি কহে।

অতএব মনুতে পরিবেত্তা ও পরিবিত্তির পরিভাষা ও পরিবেদন ক্রিয়া একটী উপপাতক ইহার বিধান থাকায় তাহা উদ্ধারের প্রয়োজন ছিল না, কেন না পরে দেখা যাইবে যে পরাশর কলিযুগের সমস্ত কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিধিবদ্ধ করেন নাই, অধিকাংশ স্থলেই মন্বাদি অন্যান্য শাস্ত্রের উপর বরাত রাখিয়াছেন। কিন্তু মনুতে ঐ উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত সকলের পক্ষেই চান্দ্রায়ণ ছিল (ভৃ, ম, ১১ অ, ৬১,১১৮)। সেই স্থলে পরাশর ব্যবস্থা করিলেনঃ—

দ্বৌকৃচ্ছ্রৌ পরিবেত্তেস্তু কন্যায়া কৃচ্ছ্র এবচ।

কৃচ্ছ্রাতি কৃচ্ছ্রৌদাতুশ্চ হোতাচান্দ্রয়াণঞ্চরেৎ ॥

কন্যার কৃচ্ছ্র, পরিবেত্তার দুই কৃচ্ছ্র, কন্যাদাতার দুই কৃচ্ছ্রাতি কৃচ্ছ্র ও হোতার চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত। (চান্দ্রায়ণ অপেক্ষা কৃচ্ছ্র লঘুতর)।

এইটী পরাশরের নিজের বিধান। কোন২ স্থলে পরিবেদনদূষ্য নহে তাহা মনুতে নাই। পরাশর তাহার বিধান দিয়াছেন যথা :—

কুব্জ বামন ষণ্ডেষু গদ্ গদেষু জড়েষুচ।
জাতান্ধে বধিরেমূকে নদোষঃ পরিবেদনে ॥
পিতৃব্য পুত্রঃ সাপিণ্ড্যঃ পরনারীসুতস্তথা।
দারাগ্নি হোত্রসংযোগে ন দোষঃ পরবেদনে ॥

কুব্জ, বামন, ক্লীব, গদ্ গদ, জড়, জাতান্ধ, বধির ও মূক জ্যেষ্ঠকে পরিবেদনে দোষ নাই। পিতৃব্যপুত্র, সাপিণ্ড, পরনারী সুত, (দত্তক ইত্যাদি) জ্যেষ্ঠ হইলে তাহাদের অগ্রে দারা ও অগ্নিহোত্র পরিগ্রহে ও পরিবেদনে দোষ নাই।

এইটীও পরাশরের নিজেব বিধান। এই দুই বিধানের বোধ সৌকর্য্যার্থেই পূর্ব্বোক্ত দুইটী মনুবচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিও উক্ত (১) (২) (৩) ও (৪) শ্লোক সমস্তই অন্যান্য সংহিতা হইতে উদ্ধৃত, তথাপি (১) শ্লোক যেমন অবিকল অপর তিনটী তাদৃশ নহে।

(২) মৃতেভর্ত্তরি (যানারী) ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
(সামৃতা লভতেস্বর্গং) যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ ॥ প ৪ অ।

মৃতে ভর্ত্তরি (সাধ্বীস্ত্রী) ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
(স্বর্গংগচ্ছত্য পুত্রাপি) যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ ॥
(ভৃ, ম, ১৬০)

(৩) তিস্রস্র কোট্যর্দ্ধ কোটীচ যানি লোমানি মানবে।
(তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গং) ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি ॥
প, ৪ অ।

বাচস্পত্য অভিধান ধৃত অঙ্গিরার বচন।

তিস্রস্র কোট্যর্দ্ধ কোটীচ যানি লোমানি মানবে।
(তাবন্ত্যব্ দানি সাস্বর্গে) ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি ॥
(৪) ব্যালগ্রাহী যথাব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
(এবমুদ্ধৃত্য ভর্ত্তারং) তেনৈবসহ মোদতে॥
প, ৪ অ।

ঐ ঐ অঙ্গিরা।

ব্যালগ্রাহী যথাব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
(তদ্বৎ ভর্ত্তারমাদায়) তেনৈব সহমোদতে ॥

এই সব শ্লোকের যে, যে অংশে পৃথক২ শব্দ ব্যবহৃত আছে তাহা বন্ধনী চিহ্নের দ্বারা দর্শান হইল।

(১) স্থলে অর্থাৎ " নষ্টে মৃতে „ ইত্যাদি নারদ মনু বচন অবিকল উদ্ধৃত করিয়া অন্য তিন স্থলে ভৃগু মনুর ও অঙ্গিরার বচনগুলির কিঞ্চিৎ আকৃতি পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য কি? ইহাতে

কি এই বোধ হয় না যে প্রথম স্থলে কেবল অনুবাদ করিয়া উহা পূর্ব্বকালের শাস্ত্র ছিল ও অপর তিন স্থলে আকার পরিবর্ত্তন দ্বারা তাহা নিজের বচন করিয়া পূর্ব্ব শাস্ত্রের পরিবর্ত্তে নিজে অন্য প্রকার বিধান করিলেন? স্বাভাবিক যুক্তিতেও তাহাই বোধ হয়। বিধবার পক্ষে পরাশর দুইটি বিধান করিয়াছেন—(১) সাধারণ পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য (২) অসাধারণ পক্ষে সহমরণ। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে পরাশর এইস্থলে তিনটী বিধান করিয়াছেন (১) সাধারণ পক্ষে পুনর্বিবাহ (২) মধ্যম পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য, (৩) উৎকৃষ্ট পক্ষে সহমরণ। কিন্তু সত্যাদি যুগেও দুইটী মাত্র পন্থা ছিল— (১) পুনর্ব্বিবাহ অথবা (২) ব্রহ্মচর্য্য। প্রচলিত ভৃগু-সংহিতা মনুতে সহমরণের কোন ব্যবস্থা নাই। শুনিতে পাই বেদে তাহার পোষক একটী প্রমাণ ছিল কিন্তু ৺ রামমোহন রায় তাহা কাল্পনিক প্রমাণ করিয়া সহমরণ উঠাইয়া দিয়াছেন। অঙ্গিরার বচন থাকিলেও সেই রূপ কোন বিধি যখন মনুতে নাই তখন উহা সত্যাদি যুগে প্রচলিত ছিল না ইহা বেশ বোঝা যায়। ভৃগু-সংহিতার সময়ে ও তার পূর্ব্ব হইতেই পৌনর্ভব পুত্রের চলন থাকায় অনেক পৌনর্ভব পুরুষ ছিল সুতরাং বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহের তাদৃশ বাধা ছিল না। কিন্তু ভৃগু-সংহিতায় যখন পুনর্ভূ স্ত্রীদিগকে আর সাধ্বী বলা যাইবে না এই রূপ বিধান হইল তখন যাহারা সাধ্বী থাকিতে ইচ্ছা করে তাঁহাদের পক্ষেই দ্বিতীয় বিধান অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যের বিধান করিলেন। এবং সেই জন্যই মনুর বচনে সাধ্বী শব্দের স্পষ্ট ধ্বনি আছে। মনুর সময়ে সহমরণের ব্যবস্থার

কোনই প্রয়োজন ছিল না কেননা স্বাভাবিক বুদ্ধিতেও বিলক্ষণ বোঝা যায় যে যাহাদের মনে যাবজ্জিবন ব্রহ্মচর্য্য অসহ্য বোধ হইবে তাহাদের পক্ষেই শিশু পুত্রাদি রাখিয়াও সহমরণ যুক্তি-যুক্ত ও বিধেয়। মনুর সময়ে সহমরণের প্রয়োজনই ছিল না কেন না তখন ব্রহ্মচর্য্য অসহ্য হইলে বিধবা পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারিত। কিন্তু পরাশর মনুর বচনের সাধ্বী স্ত্রীর স্থলে "যা নারী" কথা সন্নিবেশ করিলেন তাহাতে যে যে স্ত্রী পর বচনোক্ত সহমরণ যাইতে অশক্ত হইবে তাহাদের সকলের পক্ষেই ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা হইয়া উঠিল। কলিতে সাধ্বী আর শাস্ত্রীয়া অসাধ্বী অর্থাৎ পুনর্ভূ এই বিভিন্নতা অপ্রসিদ্ধ সকল বিধবাকেই সাধ্বী থাকিতে হইবে সুতরাং পরাশর সাধ্বী স্ত্রী শব্দের পরিবর্ত্তে "যানারী" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বিকল্পে ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ এই দুই ব্যবস্থা থাকায় "যানারি" অর্থাৎ যে স্ত্রী শব্দ সঙ্গত রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন বিধবাই বাদ পড়িতেছে না, যে একে অশক্তা সে অপর ব্যবস্থা প্রতিপালন করিবে। এক মাত্র ব্যবস্থা থাকিলে " যা নারী " কথা দ্বারা সকল বিধবার প্রতি সেইটি নিত্য বিধি হইত না।

এইস্থলে পরাশর সংহিতা রচয়িতার একটী অনবধানতার দৃষ্টান্ত না দেখাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। মনু বচনে আছে

মৃতেভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।

স্বর্গং গচ্ছত্য পুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ ॥

[ভৃ, ম, ১৬০]

পতি মরিলে ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিতা সাধ্বী স্ত্রী অপুত্রা হইলেও সেই ব্রহ্মচারি-গণের ন্যায় স্বর্গে যায়।

কোন্ ব্রহ্মচারীগণের ন্যায় তাহা মনুপূর্ব্ববচনে [১৫৯] বলিয়াছেন যথা ঃ—

অনেকানি সহস্রাণি কুমার-ব্রহ্মচারিণাম্ ।
দিবংগতানি বিপ্রাণা মকৃত্বা কুলসন্ততিম্ ॥

[ঐ ঐ ১৫৯]

অনেক সহস্র কুমার ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ-গণ সন্তান উৎপাদন না করিয়াও স্বর্গে গিয়াছেন।

কিন্তু পরাশরের

(২) মৃতে ভর্ত্তরি যানারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা ।
সামৃতা লভতেস্বর্গং যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ ॥

পতি মরিলে যে নারী ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান করিবে সে সেই ব্রহ্মচারিগণের ন্যায় স্বর্গ লাভ করিবে

এইস্থলে "কোন ব্রহ্মচারিগণের ন্যায় ?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই চক্ষু স্থির। শ্লোকের মধ্যে কেবল "ব্রহ্মচর্য্য" শব্দ আছে কোনও ব্রহ্মচারীর উল্লেখ নাই ইহার পূর্ব্ব বচনে কি পরাশরী সংহিতার কোনও স্থলে সেই ব্রহ্মচারিগণের নাম গন্ধও নাই। চিতান্ মোহড়া ফিরাইয়া অন্যের গীত গাইতে গেলে মধ্যে মধ্যে ঐ রূপ বেস্থর খান ছাড়া কথা

থাকিয়া যায়। ঐ বচনের পূর্ব্বে "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বচন আছে (পৃ ৩)

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পরাশরের সহমরণ বিধায়ক শ্লোক দ্বয় কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত অঙ্গিরার বচন! ইহা বলিবার উপায় নাই যে অঙ্গিরাই পরাশরের বচন বিকৃত করিয়া নিজ সংহিতায় ন্যস্ত করিয়াছেন। অঙ্গিরা প্রথম সৃষ্ট দশ প্রজাপতির মধ্যে তৃতীয় যথা ভৃগু-সংহিতা প্রথমাধ্যায়ে

অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্তা সুদুশ্চরম্।
পতীন্ প্রজানামসৃজং মহর্ষীণাদিতো দশ॥
[৩৪]

মরিচি মত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্তং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসম্ বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেবচ॥ ৩৫

আমি (মনু) প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া কঠোর তপস্যা করিয়া প্রথমতঃ দশ মহর্ষি প্রজাপতির সৃষ্টি করিলাম; তাহাদের নাম মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু, ও নারদ।

পরাশর সেই অষ্টম প্রজাপতি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তির পুত্র। অতএব পরাশর সংহিতা যখনই লিখিত হউক না কেন আঙ্গিরস সংহিতার পরেই হইয়াছিল। অপিচ পরাশর সংহিতা যে কলিযুগে রচিত ইহা উপক্রমণিকাতেই আছে। বিশেষতঃ অঙ্গিরা যাহা লিখিয়াছেন তাহা সুবিস্তীর্ণ, পরাশরের অতি সংক্ষিপ্ত। যথা অঙ্গিরাঃ—

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনং।
সাঽরুন্ধতী সমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
ত্রিশ্রকোট্যর্দ্ধকোটীচ যানি লোমানি মানবে।
তাবন্ত্যব্দানি সা স্বর্গং ভর্ত্তারং যাঽনুগচ্ছতি॥
ব্যাল-গ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতেবিলাৎ।
তদ্বৎ ভর্ত্তার মাদায় তেনৈব সহমোদতে॥
মাতৃকং পৈতৃকংশ্চৈব যত্র কন্যা প্রদীয়তে।
পুণাতি ত্রিকুলং নারী ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
তত্রা সা ভর্ত্তৃ-পরমা-পরা পরম লালসা।
ক্রীড়তে পতিনা সার্দ্ধং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশাঃ॥

পতি মরিলে যে স্ত্রী অগ্নি আরোহণ করে সে অরুন্ধতী তুল্যা স্বর্গে বিরাজ করে। মানব শরীরে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটী লোম আছে তত বৎসর সে স্বর্গে থাকে। সর্পজীবী যেমন সবলে গর্ত্ত হইতে সর্প উঠায় সেই রূপ সে স্বামীকে উদ্ধার করিয়া তাহার সহিত সুখ ভোগ করে। মাতৃ কুল পিতৃকুল ও পতিকুল এই তিন কুল সে পবিত্র করে এবং চতুর্দ্দশ ইন্দ্র যত কাল ইন্দ্রত্ব করেন তত্ব কাল সেই পতি-পরায়ণা পতির সহিত ক্রীড়া করে।

দ্বিতীয়তঃ "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন দ্বারা কেবল বিধবা বিবাহ নিষ্পন্ন হইতে পারে এমন নহে, নষ্ট অর্থাৎ অনুদ্দেশ বা প্রোষিত ও পতিত পতির সধবা স্ত্রীরও বিবাহ হইতে পারে।

সেই জন্যই নারদ "নষ্টের" স্থলে ঐ বচনের সঙ্গে সঙ্গেই কাল প্রতিক্ষার নিয়ম করিয়াছেন যথাঃ——

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎ স্বনারীনাং পতিরন্যোবিধীয়তে ॥
অষ্টৌ বর্ষাণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতম্পতিম্।
অপ্রসূতাচ চত্বারি পরতোঽন্যং সমাশ্রয়েৎ ॥
ক্ষত্রিয়াষট্ সমাস্তিষ্ঠেদপ্রসূতাসমাত্রয়ং।
বৈশ্যাপ্রসূতাচত্বারি দ্বেবর্ষেত্বিতরাবসেৎ ॥
নশূদ্রায়াঃ স্মৃতঃকাল এষপ্রোষিত-যোষিতাম্।
জীবতিশ্রূয়মানেতু স্যাদেষ দ্বিগুণোবিধিঃ ॥

বিদ্যাসাগর কৃত অনুবাদ—

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্বিবাহ শাস্ত্র বিহিত। স্বামী অনুদ্দেশ হইলে ব্রাহ্মণ জাতীয়া স্ত্রী আট বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক, যদি সন্তান না হইয়া থাকে চারি বৎসর; তৎপরে বিবাহ করিবেক। ক্ষত্রিয়-জাতীয়া স্ত্রী ছয় বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক, যদি সন্তান না হইয়া থাকে তবে তিন বৎসর। বৈশ্য জাতীয়া স্ত্রী যদি সন্তান না হইয়া থাকে চারি বৎসর, নতুবা দুই বৎসর। শূদ্র-জাতীয়া স্ত্রীর কাল প্রতীক্ষার কোন নিয়ম নাই। অনুদ্দেশ হইলেও যদি জীবিত আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কালের দ্বিগুণ কাল প্রতীক্ষা করিবেক।

পরাশর মতে ইহা বলিবার উপায় নাই যে, কলিকালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাদের পক্ষে কাল প্রতীক্ষার নিয়ম করিবার প্রয়োজন ছিল না এবং ক্রিয়া—লোপ হেতুক ব্রাহ্মণও শূদ্র তুল্য হইয়াছে। পরাশর সংহিতায় চারি বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কায ও প্রায়শ্চিত্ত নির্ণীত আছে, ইহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। অপিচ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে প্রথমাধ্যায়ে উক্ত আছেঃ—

যুগে যুগেচ যে ধর্ম্মা স্তত্র তত্রচ যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপাহিতে দ্বিজাঃ॥

ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রচলিত হয়, ও সেই যুগে যে প্রকার দ্বিজ থাকে তাহাদের নিন্দা করিবেক না কেন না ঐ দ্বিজেরা যুগানুরূপই হইয়া থাকে।

অতএব প্রতীক্ষার কাল না বলায় এই হইল যে যদি কোন তেজস্বী দেশ-হিতৈষী স্ত্রী-স্বাধীনকারী কি জ্ঞানলোলুপ বঙ্গযুবক মত ভেদ বশতঃ কি জ্ঞান লাভার্থে বিলাতী তীর্থে গমনেচ্ছা প্রযুক্ত সেকেলে পিতা মাতার উপর চটিয়া কি তাঁহাদিগকে না বলিয়া বাটী হইতে বহির্গত হন্ তবে তিনি শূদ্রই হউন কি নাম মাত্র ব্রাহ্মণই হউন, তাঁহার বিদ্যাবতী স্ত্রী পরাশরের বচন পড়িয়া তার পর দিনই অন্য পতি বিবাহ করিতে পারিবেক অথবা অনুদ্দেশের স্থলে শ্রাদ্ধাদি ও ধন বিভাজের জন্য যে দ্বাদশ বৎসর কাল প্রতীক্ষার নিয়ম আছে তাহাই খাটিবেক (ব্য ১০)। নারদ বচনে যেমন শূদ্রার পক্ষে কাল নিয়ম নাই এই স্পষ্ট বিধান আছে পরাশর সংহি-

তায় তাহাও নাই। সুতরাং শূদ্রাকেও সেই বার বৎসর প্রতীক্ষা করিতে হয়। কিন্তু এই রূপ ব্যবস্থা হইলে পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্য বিফল হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ইন্দ্রিয় দমনের শক্তি থাকা সত্ত্বেও যখন শ্রাদ্ধ ও ধন বিভাগের কাল বার কি পনর বৎসর অপেক্ষা ন্যূনকাল অর্থাৎ ব্রাহ্মণীর পক্ষে ৮ কি ৪, ক্ষত্রিয়ার পক্ষে ৬ কি ৩ ও বৈশ্যার পক্ষে ৪ কি ২ বৎসর প্রতীক্ষার নিয়ম ছিল, তখন সেই শক্তির হ্রাস হওয়াতেও কলিকালে যে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল অর্থাৎ ১২ বৎসর অপেক্ষার নিয়ম হইবে ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না।

পক্ষান্তরে ইহাও বোঝা যাইতেছে যে অত্যল্প হইলেও কিছু দিন কাল প্রতীক্ষার নিয়ম থাকা উচিত ছিল; অথবা যখন শ্রাদ্ধ ও ধন বিভাগের বেলায় কাল প্রতীক্ষার বিধি আছে তখন পাছে লোকে সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে পুনর্ব্বিবাহ বিষয়েও সেই নিয়মের অনুসরণ করে ইহা নিবারণের জন্য কাল প্রতীক্ষার স্পষ্ট নিষেধ করা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু পরাশর সংহিতায় এই বিষয়ের বিধি কি নিষেধ কিছুই নাই। সুতরাং "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন বিধি মূলক বোধ হয় না, তাহা অনুবাদ মাত্র।

পতিতের স্থলে ত কথাই নাই। এই-ক্ষণে পান ভোজনাদিতে যেরূপ যথেচ্ছাচার দেখা যায় তাহাতে নগর বাসীদের মধ্যে কোন্ ঘরে পতিত ব্যক্তি নাই তাহা বলা যায় না। পরাশরের আরোপিত বিধি অনুসারে ঐ সব পতিত ব্যক্তির স্ত্রী পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে। অজ্ঞেরা

অনার্য্য ব্যবহার করিলেও অদ্যাপি আর্য্য-কন্যাদের আর্য্য-ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে ও পল্লীগ্রামে এখনও পতিত নহে এমন অনেক পাত্র পাওয়া যায়। সুতরাং পতিতদিগের স্ত্রীগণ যদি বোঝে যে পরাশর মতে অন্য পতি গ্রহণের বিধি আছে তবে তাহাদের পক্ষে পাত্রের অভাব নাই। পরাশর ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন ও বর্ত্তমান কালের হিন্দু সমাজের অবস্থা অবশ্যই জানিতেন, নতুবা কলিতে স্পর্শ ও অন্ন ভোজন দোষ পরিবর্জ্জন ও ত্যজ্য স্থলে পাপীর দেশ, গ্রাম ও কুল বাদ দিয়া কেবল পাপীকেই গ্রহণ করিলেন কেন ? (পৃ ৩৫ দৃ) অতএব যে ব্যবস্থায় এক রাত্রের মধ্যে সমস্ত হিন্দু সমাজ লণ্ড ভণ্ড হইতে পারে পরাশর জানিয়া শুনিয়া এই রূপ বিধি করা কোন মতেই বিবেচনা হয় না। মাধবাচার্য্য হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতদিগের বুদ্ধিমত্তা বা নির্ব্বুদ্ধিতাকে ও ভারত কন্যাদের পতিভক্তিকে ধন্যবাদ দেই যে তাঁহারা কেহই ঐ বচনকে নষ্ট ও পতিতের স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ বিধায়ক বলিয়া বোঝেন নাই।

তৃতীয়তঃ —

" সর্ব্বে ধর্ম্মা কৃতে যাতাঃ সর্ব্বে নষ্টোঃ কলৌযুগে "

বলিয়া উপক্রমণিকা করতঃ পরাশর বলিতেছেন। (১ অ)

ধর্ম্মোজিতঃ অধর্ম্মেণ জিতঃ সত্যোহ নৃতেনচ।

জিতাঃ ভৃত্যৈশ্চরাজানঃ স্ত্রীভিশ্চ পুরুষাঃ জিতাঃ

কলিতে অধর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম, মিথ্যা দ্বারা সত্য, ভৃত্যগণ দ্বারা রাজগণ ও স্ত্রীদিগের দ্বারা পুরুষেরা পরাজিত হইয়াছে। ও তার পরেই স্ত্রীগণ সম্বন্ধে বলিতেছেন

কুমার্য্যশ্চ প্রসূয়ন্তে তস্মিন্ কলিযুগেসদা।

সেই কলিযুগে কুমারী অর্থাৎ অবিবাহিতা বালিকারাও প্রসব করিতেছে।

অতএব "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন যদি অন্য কারণে উদ্ধৃত শ্লোক না হইয়া কলিযুগে আচরনীয় পরাশরের নিজের বিধি হয়, তাহা হইলে কলিযুগে স্ত্রীদিগের সংযম শক্তি হ্রাস হওয়ায় অনেকেই ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম আচরণ করিয়া অনেক কাল থাকিতে পারিবে না · এই আশঙ্কাতেই ঐ বিধি করিয়াছেন অবশ্যই বলিতে হইবেক। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে অতি পূর্ব্ব কালে ১৪টি স্থলে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারিত। নারদ সংহিতার "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন দ্বারা সেই সকল স্থল সঙ্কীর্ণ হইয়া কেবল পাঁচটি মাত্র স্থলে তাহা স্থিরতর থাকে। পরাশর সেই সঙ্কীর্ণ স্থলগ্রাহী বিধিমাত্র পুনরুজ্জীবিত করিলেন কেন? অন্ততঃ যে যে স্ত্রীর পতি সগোত্র, যথেচ্ছাচারী, দাস, অপস্মারী কি চিররোগী তাহারা কি অপরাধ করিয়াছিল?

চতুর্থতঃ। যুগশক্তি ক্রমে স্ত্রীদিগের সংযম শক্তির হ্রাস হইয়া আসুক আর না আসুক, স্ত্রীদিগের পরপুরুষ সঙ্গম ও পুনর্ব্বিবাহের স্থল যে ক্রমে বিস্তৃত না হইয়া বরঞ্চ সঙ্কীর্ণ হইয়াই আসিয়াছে ইহা প্রথমেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অপিচ

পুরাণোক্ত অনেক মুনিঋষি রাজা ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের এবং অনেক স্ত্রীদিগের আচরণ পাঠে এবং পূর্ব্বকালের আচরিত শাস্ত্রাদি দেখিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়না যে তৎকালের লোক অপেক্ষা বর্ত্তমান কালের লোক অধিকতর ইন্দ্রিয় পরায়ণ।

পঞ্চমত ঃ। আমার অভিপ্রেত মীমাংসা ক্রতু সংহিতা বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণের দত্তা, ও বৃহৎ পরাশর সংহিতা ও আদি পুরাণের বিবাহিতা কন্যার পুনর্দান ও পুনর্ব্বিবাহের নিষেধক বচন সকলের সহিত সকল অংশে সমঞ্জস হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় আদি পুরাণের "উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহম্" ইত্যাদি বচনের সহিত নিজ মতের একঁকালে সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিতে না পারিয়া এখন বলিতেছেন ঐ বচন আদি-পুরাণে নাই। কিন্তু মাধবাচার্য্য পরাশর ভাষ্যে ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। অন্য শাস্ত্রগুলি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন(বি, বি ২৬-২৮-১) যে ঐসব বচনে স্পষ্টতঃ বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই, সামান্যাকারে দত্তা কন্যার পুর্নদান নিষিদ্ধ হইয়াছে; ও পূর্ব্বোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন ও বশিষ্ঠের বচনত্রয় (২-৩ পৃ) তুলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে নষ্ট, মৃত, প্রব্রজিত, ক্লীব, ও পতিত ভিন্ন স্থলেও দত্তা কন্যার পুনর্দান হইতে পারিত, সেই সেই স্থলে পুনর্দান ক্রতুসংহিতাদির বচন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির ঐ বচনত্রয় পরাশরের রচিত সংহিতা ও ব্যাসের রচিত পুরাণাদির বহু পূর্ব্বেই প্রথমতঃ নারদ সংহিতার দ্বারা এবং পরে ভৃগু সংহিতা দ্বারাই রহিত হইয়াছিল। সুতরাং

ক্রতুসংহিতাদির নিষেধক শাস্ত্র সকল খাটিবার আর স্থল‌ই থাকেনা।

বৃহৎ পরাশর বচনের এক প্রকার সংকীর্ণ অর্থ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ কণ্টক দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ বচন এই—

উপপতেঃ সুতোযশ্চ যশ্চৈব দিধিষূপতিঃ।
পরপূর্ব্বা পতির্যশ্চ বর্জ্যাঃ সর্ব্বে প্রযত্নতঃ॥

উপপতির সুত, দিধিষূরপতি ও পর-পূর্ব্বাপতি এই সকলকে যত্ন পূর্ব্বক ত্যাগ করিবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় "দিধিষূপতি" শব্দের যে সংযত অর্থ (ভূ ৩ অ ১৭৩ অনুসারে) করিয়াছেন তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু ঐশব্দে যে কেবল নিয়োগ-ধর্ম্ম লঙ্ঘনকারী ভ্রাতৃজায়া- গামীকে বোঝায় এমন নহে, জ্যেষ্ঠা ভগিনী অবিবাহিতা থাকিতে কনিষ্ঠা যদি বিবাহ করে তবে সেই উভয় ভগিনীকেও দিধিষূ বলে ও তাহাদের পতিকে দিধিষূপতি বলা যায়, যথা দেবল

জ্যেষ্ঠায়াং যদ্যনূঢ়ায়াং কন্যায়া মুহ্যতেঽনুজা।
সাচাগ্রে দিধিষূর্জ্ঞেয়া পূর্ব্বাতু দিধিষূ স্মৃতা।

"পরপূর্ব্বা" শব্দের স্থলে পূর্ব্বোক্ত (১৭ পৃ) ভূ ৫ অ ১৬৩ শ্লোক অনুসারে যে স্ত্রী অপকৃষ্ট পতি ত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট পতিকে আশ্রয় করে তাহাকে বোঝায় বটে কিন্তু অন্য প্রকার পুনর্ভূ অর্থাৎ পুনর্ব্বিবাহিতা স্ত্রীকে যে বোঝায় না এমন নহে। ২৩ পৃষ্ঠায় যে নারদের পরিভাষা সকল উদ্ধৃত করিয়াছি তদনুসারে ৩ প্রকার পুনর্ভূ ও ৪ প্রকার স্বৈরিণী এই ৭ প্রকার

স্ত্রীকেই পর পূর্ব্বা বলা যায়। ঐরূপ সকল স্ত্রীর পতিকেই ত্যাগ করিবার বিধি বৃহৎ পরাশর সংহিতার ঐবচনে দেওয়া হইয়াছে।

ষষ্ঠতঃ। আরোপিত পরাশরমত স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত বলিয়া পুরাণ সকলের মত অপেক্ষা প্রবল হইলেও ক্রতু বচনের স্পষ্ট বিরোধী হইতেছে। ক্রতু দশ প্রজাপতির মধ্যে একজন ইহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। (৪৬ পৃ) সুতরাং তদুক্ত শাস্ত্র ও প্রবল স্মৃতি। ক্রতুর সেই বচন এই

দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তি দত্তাকন্যা নদীয়তে।
ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্য্য কলৌনচ কমণ্ডলুঃ॥

দেবর দ্বারা সুতোৎপাদন, দত্তা কন্যার দান, যজ্ঞে গোবধ এবং কমণ্ডলু ধারণ কলিযুগে করিবেক না। পরিশিষ্ট দেখ ১/৫ পৃ

তদ্রূপ বৃহৎ পরাশর সংহিতা পরাশরের নিজ আদিষ্ট শাস্ত্র ও তাহাও স্মৃতি। পরিশিষ্ট দেখ ১/১ পৃ

সপ্তমতঃ। আরোপিত পরাশর মত অক্ষতযোনি প্রভৃতি তিনটী স্থল ব্যতীত (২২ পৃ (চ) অপর সকল স্থলে প্রচলিত মনু অর্থাৎ ভৃগুসংহিতার বিপরীত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে তাহাতে তত ক্ষতি নাই কেননা পরাশরোক্ত "কৃতেতু মানবাঃ ধর্ম্মাঃ" ইত্যাদি বচনের তিনি যেরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে সত্য যুগেই মনুর প্রাধান্য ছিল, ত্রেতা দ্বাপর ও কলিতে নহে, ও কলিতে পরাশরের প্রাধান্য হওয়ায় মনু খর্ব্বিত হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য স্মৃতি সম্বন্ধে যাহাই হউক পরাশর দ্বারা মনুর লাঘব সম্পাদনের উপায় নাই।

প্রথমতঃ, পরাশরসংহিতা দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রথমাধ্যায়ে ধর্মশাস্ত্রের মূল বলিতে গিয়া পরাশর বলিতে-ছেন,

কল্পে কল্পে ক্ষয়োৎপত্তৌ ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
শ্রুতি স্মৃতি সদাচারাঃ নির্ণেতব্যাশ্চ সর্ব্বদা॥
নকশ্চিদ্বেদকর্ত্তাচ বেদ স্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে॥

কল্পে ২ ক্ষয় ও উৎপত্তি হয় অতএব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচারের সর্ববদা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

বেদের কেহ কর্ত্তা নাই ব্রহ্মা কেবল বেদের স্মরণ করেন, তদ্রূপ কল্পান্তরে কল্পান্তরে মনুও ধর্ম্মের স্মরণ করেন।

নিত্য ও আপ্ত বাক্য বেদের যদি কাহাকেও একাংশে কর্ত্তা বলা যাইতে পারে তবে তিনি ব্রহ্মা, ও সনাতন ধর্ম্ম শাস্ত্রের যদি কাহাকেও কর্ত্তা বলা যাইতে পারে তবে তিনি মনু। ইহাতেই বলা হইল যে মনু বিরুদ্ধ ধর্ম শাস্ত্র হইতেই পারে না, অন্য মুনি ঋষিরা যাহা বলিয়াছেন তাহা মনু স্মৃতির বিস্তার ও অঙ্গ মাত্র।

দশমাধ্যায়ে

মনুনাচৈব মেকেন সর্ব্বশাস্ত্রাণি জানতা
প্রায়শ্চিত্তস্তু তেনোক্তং গোষু চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥

একমাত্র সর্বব শাস্ত্রজ্ঞ যে মনু তিনিই বলিয়াছেন গো বিষয়ক অপরাধে চন্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

"কৃতেতু মানবাঃ ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতাঃ কলৌ পরাশরাঃ মতাঃ" এইরূপ কোন বচন মনুতে কি গৌতমে, কি শঙ্খে কি লিখিতে কি অন্য কোনও শাস্ত্রে দেখা যায় না। তাহা হইলে কল্পান্তরের প্রথমেই যে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ হইয়াছিল, তখন কেবল সত্যেই মনুর মত, ত্রেতায় গৌতমের ও দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতের মত প্রবল ছিল কি না ও থাকিলে ঐ প্রকার যুগানুসারে প্রাবল্যা-প্রাবল্যের নিয়ামক কে? পরাশর সংহিতা যে কলিযুগে লিখিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি (২৮ পৃ উপক্রমণিকার 'বর্ত্তমানে কলৌযুগে")। সেই কলিযুগ কল্পান্তরের পর প্রথম কলিযুগ হইলেও কল্পান্তের পর প্রথম সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে পরাশর সংহিতা ছিল না বলিতেই হইবে। মনু যদি কেবল সত্য যুগেই প্রবল ছিলেন অন্যযুগে তাঁহার মত অপ্রচলিত হইয়াছে, তবে ভূরি ভূরি স্থলে পরাশর নিজেই "মনুরব্রবীৎ" বলিয়া মনুর শাসন দিয়া মনুর বিধি উদ্ধার করিয়াছেন কেন? যথাঃ—

ভুক্তোচ্ছিষ্টং তথা স্নেহং নোচ্ছিষ্টং মনুর
ব্রবীৎ। ৭ অ।

মধুপর্কেচ সোমেচ নোচ্ছিষ্টং মনুর ব্রবীৎ॥
ঐ ঐ

প্রভাসাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে সান্নিধ্যং মনুরব্রবীৎ॥
ঐ ঐ

মনুনাচৈবমেকেন সর্ব্বশাস্ত্রাণি জাততা।
প্রায়শ্চিত্তস্তু তেনোক্তং গোমুচন্দ্রায়নঞ্চরেৎ ॥
ঐ ১০ অ।

.পক্কং বিপ্রগৃহে পূতং ভোজ্যং তন্মনুরব্রবীৎ।
ঐ ১১ অ।

শ্বং যোনৌ সপ্তজন্মস্যাদিত্যেবং মনুর ব্রবীৎ।
ঐ ১২ অ

উপক্রমণিকার " সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌযুগে" । পাঠ করিয়া আপাততঃ মনে হয় যেন পরাশর কলিযুগে আচরণীয় সমস্ত ধর্ম্মই নূতন করিয়া বলিবেন, কিন্তু পর্ব্বতের প্রসব বেদনার পর মূষিক প্রসবের ন্যায় আচার ধর্ম্মের দুই, চারিটী বিধি ও কতকগুলি প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথমাধ্যায়ে কেবল চারিযুগের প্রধান প্রধান ধর্ম্মের তারতম্য দেখাইয়া, দ্বিতীয়াধ্যায়ে ব্রাহ্মণের কৃষিকার্য্যের বিধান করিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থাধ্যায়ে কয়েকটী আচারধর্ম্ম, গৃহস্থ ধর্ম্ম, জননাদি অশৌচ, যুদ্ধ-মৃত্যু-প্রশংসা, উদ্বন্ধন মৃত ব্যবস্থা, পতিতাদি-সংসর্গীর প্রায়শ্চিত্ত, ঋতুস্নাতা ত্যাগাদি দোষ, কুণ্ডাদি সংজ্ঞা, কতপয় পুত্র নির্ণয়, পরিবেদন প্রকরণ, সহগমন প্রশংসা, পঞ্চমাধ্যায় হইতে ক্রমশঃ কুক্কুরাদি দংশন প্রায়শ্চিত্ত ও কুশ পুত্তলিকা-দাহন, হংসাদি বধ প্রায়শ্চিত্ত, চণ্ডালাদি-সম্ভাষণ প্রায়শ্চিত্ত, ব্রাহ্মণ প্রশংসা, ব্রাহ্মণের প্রতি শূদ্রাদির কর্ত্তব্য কর্ম্ম, দ্রব্যশুদ্ধি, রজ-

স্থলা কন্যাদান দোষ, নানা প্রায়শ্চিত্ত, গোবধ প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্তোপদেশ-বিধি, গোবধাপবাদ, অগম্যাগমনাদি প্রায়শ্চিত্ত, অভক্ষ্য ভক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত ক্ষত্রিয়াদিতে বিপ্রের ভোজ্যান্নতা, পঞ্চগব্য বিধি, বিবিধ প্রায়শ্চিত্ত, দুঃস্বপ্ন দর্শনে স্নানাদির কর্ত্তব্যতা, পঞ্চধা স্নান, গ্রহণ স্নানাদি, বিপ্রের পক্ষে শূদ্রান্নাদি ভোজন নিষেধ, প্রকীর্ণক, ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্ত, সুরাপান প্রায়শ্চিত্ত, সুবর্ণস্তে প্রায়শ্চিত্ত ও সর্ব্ব প্রায়শ্চিত্ত এই মাত্র আছে। এই সংহিতায় আশ্রম ধর্ম্ম, দশসংস্কার শ্রাদ্ধাদি ধন বিভাগ, রাজধর্ম্ম, যজ্ঞাদি, স্ত্রীদিগের ধর্ম্মোপায়, ঋণদানাদি কি ব্যবহার শাস্ত্রের কোন কথাই নাই। কলিতে যদি সকল ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছিল তবে ঐ সমস্ত বিষয়ে কোন কথাই নাই কেন? অতএব ঐ সকল বিষয়ে কলিতে কোন বিধি নিষেধের প্রয়োজন নাই, অথবা পরাশর সংহিতার উপক্রমণিকা এক্ষণকার সংবাদপত্রে তৈল বিশেষ কি ঔষধ বিশেষের যে সমস্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তাহারই আদর্শ স্বরূপ। তবে "সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতেজাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে" এই স্থলে "ধর্ম্ম" শব্দের অর্থ কি? ধর্ম্ম শব্দে যদি ধর্ম্মশাস্ত্র হয় তাহা হইলে এখনও অনেক গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে। যদি ধর্ম্ম শব্দে ধর্ম্মশাসন কিম্বা ধর্ম্মভয় হয় তবে যে কালে ব্রহ্মার বেদ, খ্রীষ্টের বাইবেল, মহম্মদের কোরাণ ইংরাজের পিন্যালকোডে ঠেকাইতে পারে না সেই সময়ে পাত পাঁচ ছয় পরাশরের পুঁথিতে গোটাকত প্রায়শ্চিত্ত শুনিয়া লোকের যত ধর্ম্ম ভয় হইবে তাহা পরাশরই জানেন। যদি ধর্ম্ম শব্দে বিধি নিষেধের আচরণীয়ত্ব হয় তাহা হইলে

কলিযুগের প্রভাবে মন্বাদি প্রোক্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম আচরণ করিলে পুণ্য হইত না পাপ কর্ম করিলে পাপ হইত না। তাহা হইলে সকল বিষয়ের সমস্ত বিধি নিষেধ পরাশরকে বলা উচিত ছিল, সমস্ত বিষয়ে নূতন নিয়ম করা উচিত ছিল। আর তত্তব অনাচরনীয় মনু ও শঙ্খের বিধি ও প্রায়শ্চিত্ত সকল গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত মনু ও শঙ্খের নাম উল্লেখ করিয়া নিজ সংহিতায় ন্যস্ত করিলেন কেন ?শঙ্খের মত উদ্ধারের দৃষ্টান্ত যথাঃ——

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদাতিষ্ঠে দাধানং নৈবচিন্তয়েৎ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থাকিতে আধান চিন্তাই করিবে না কিন্তু ঐ ভ্রাতা অনুমতি দিলে করিতে পারে যেমন শঙ্খ বলিয়াছেন।

কলিতে এক পাদ ধর্ম্ম আছে ইহা প্রসিদ্ধ কথা তবে "সর্বেব নষ্টাঃ কলৌযুগে" এই কথার কি অর্থ সহজে বোঝা যায় না। ধর্ম্মশব্দের অর্থ যদি ধর্ম্ম প্রবৃত্তি হয় তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তের খর্ব্বতা করিয়া পাপ প্রবৃত্তির উত্তেজনাই করা হইয়াছে। কষ্টকর ধর্ম্ম আচরণ করিতে লোকের প্রবৃত্তির হ্রাস হইয়াছিল এই অর্থই যুক্তি সঙ্গত হয় কিন্তু তাহা হইলে "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি ৫টী মাত্র স্থলে পুনর্ব্বিবাহের বিধি না দিয়া ৩য় পৃষ্ঠার লিখিত ১৪ স্থলেই বিধি দেওয়া উচিত ছিল, এই আপত্তি পূর্ব্বেই করিয়াছি। যে কোন অর্থেই হউক

"সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌযুগে" এই কথাটি যে অত্যুক্তি তাহার সন্দেহ নাই।

এখন দেখা যাউক

কৃতেতু মানবাঃ ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।

দ্বাপরেশঙ্খলিখিতাঃ কলৌপরাশরাঃ স্মৃতাঃ॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য কি। এই শ্লোকের মূলানুরূপ অনুবাদ এই

কিন্তু সত্য যুগে ধর্ম্ম সকল মনূক্ত, ত্রেতায় গৌতমোক্ত দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতোক্ত ও কলিযুগে পরাশরোক্ত।

অর্থাৎ মনু যে সকল ধর্ম্ম বলিয়াছেন তাহা সত্য যুগে বলিয়াছেন, গৌতম যাহা বলিয়াছেন তাহা ত্রেতা যুগে, শঙ্খ লিখিত যাহা বলিয়াছেন তাহা দ্বাপরে ও পরাশর যাহা বলিয়াছেন তাহা কলিযুগে বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এমন নহে যে মনু যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্যযুগের জন্য অন্য যুগের জন্য নহে কি গৌতম যাহা বলিয়াছেন তাহা ত্রেতার জন্য অন্য যুগের জন্য নহে। মনু যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য যুগে বলায় সত্য যুগে ধর্ম্মান্তর ছিলনা। কিন্তু মনু নিজেই বলিয়া রাখিয়াছেন যে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম হইবে (মনু ১ অ ৫০) সেই সকল বিশেষ ধর্ম্মের সেই সেই যুগে ক্রমশঃ গৌতম শঙ্খ লিখিত ও পরাশর বক্তা। ইহার দৃষ্টান্ত তপস্যা ও দান ধর্ম্ম বিষয়ক বিধি যাহা মনুতে ও পরাশরে উভয়েই উক্ত

হইয়াছে। তপস্যা সত্যের পরম ধর্ম্ম ছিল তাই বলিয়া কলিতে কেহ তপস্যা করিবে না এমন নহে। তদ্রূপ দান কলিতে একমাত্র ধর্ম্ম তাই বলিয়া দান যে সত্যযুগের ধর্ম্ম ছিল না এমন নহে। মনুতে দানের অনেক বিধি ব্যবস্থা আছে। তবে কলিতে প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষাদি নিবন্ধন অত্যন্ত আবশ্যকীয় হওয়ায় দান কলিযুগের পক্ষে অবশ্য আচরণীয় ধর্ম্ম এইমাত্র বলিবার উদ্দেশ্য। গৌত মাদি যে মনু বিরুদ্ধ কোন ধর্ম্ম বলিবেন কি বলিলে গ্রাহ্য হইবে ইহা উদ্দেশ্য নহে। "কৃতেতু মানবাঃ ধর্ম্মাঃ" ইত্যাদি বচনে প্রাধান্যের কথাই নাই। পরাশরের প্রাধান্যের কথা অপর একস্থলে আছে যথাঃ—

পরাশরেণচাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তম্প্রধীয়তে।

প ১ অ

পরাশরোক্ত প্রায়শ্চিত্তই প্রধান।

অর্থাৎ যে স্থলে অন্য ঋষি প্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত আছে পরাশরোক্ত প্রায়শ্চিত্তও আছে সেখানে পরাশরোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলেই যথেষ্ঠ হইবে। পরাশর প্রায়শ্চিত্তের লাঘব করিয়াছেন। ঐরূপ লাঘবের বিধি মনুর ১ অধ্যায় ৮৫ শ্লোকেই আছে—যুগ হ্রাসানুসারেই ঐরূপ হইবে, সুতরাং ঐরূপ লাঘব করা মনু বিরুদ্ধ নহে। যুগশক্তি প্রভাবেই মনুষ্যের শক্তির হ্রাস হওয়ায় কলিতে তাহারা তপস্যাদিরূপ কঠোর ধর্ম্ম কি তুষানল প্রভৃতি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে অক্ষম হইয়াছে, সুতরাং এই যুগে দানাদিরূপ সামান্য ধর্ম্ম কার্য্যেই বহুতর

ফল হয় ও অপেক্ষাকৃত লঘু প্রায়শ্চিত্তেই গুরুতর পাপের ক্ষয় হয় এইরূপ বিধান করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া মনুতে যাহা স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ ছিল তাহাও কলিতে কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইয়াছে এমত নহে। পরাশরের প্রাধান্য বিষয়ে যাহা কিছু শাস্ত্র আছে তাহা কেবল পরাশর সংহিতা-তেই আছে, অন্য কোন শাস্ত্রে থাকা দেখান হয় নাই ও দেখি নাই। কিন্তু মনুর প্রাধান্য সর্ব্বশাস্ত্রেই কীর্ত্তিত হই-য়াছে, যথা বেদের ছান্দস্ত ব্রাহ্মণে

মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজং। (বি বি ৪৮ পৃ)

মনু যাহা বলিয়াছেন তাহা মহৌষধ।

ভৃগুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ে আছে

ইদং শাস্ত্রন্তুকৃত্বাঽসৌ মামেবস্বয়মাদিতঃ
বিধিবদ্গ্রহয়া-মাস মরীচ্যাদীস্তহং মুনীন্॥ ৫৮
এতদ্বোঽয়ং ভৃগুঃ শাস্ত্রং শ্রাবয়িষ্যত্যশেষতঃ।
এতদ্ধিমত্তোঽধিজগে সর্ব্ব মেধোঽখিলং-মুনিঃ॥ ৫৯
ততস্তথা সতেনোক্তো মহর্ষি মনুনা ভৃগুঃ।
তানব্রবী দৃষীন্ সর্ব্বান্ প্রীতাত্মা শ্রুয়তা-মিতি॥ ৬০॥

(পূর্ব্বশ্লোকোক্ত) ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে এই শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিধান ক্রমে স্বয়ং আমাকেই অধ্যয়ন করাইলেন, আমি

মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে অধ্যায়ন করাইয়াছি। ৫৮। ভৃগু এই শাস্ত্র আদ্যোপান্ত তোমাদিগকে শ্রবণ করাইবেন, যেহেতু তিনি আমার কাছে এই শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন। (৫৯) অনন্তর মহর্ষি ভৃগু ভগবান্ মনু কর্ত্তৃক ঐ রূপে আদিষ্ট হইয়া "শ্রবণ করুণ" বলিয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন। (৬০)

অতএব বেদ'ক্তা ব্রহ্মাই আদিতে যে শাস্ত্র প্রস্তুত করেন তাহাই মনুসংহিতা সুতরাং আচারাদি ধর্ম্মে মনু বেদতুল্য এবং কয়েক পুরুষ ধরিয়া যেমন বেদপাঠ না করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য থাকে না, তদ্রূপ মনু পাঠ না করিলেও ব্রাহ্মণ্য থাকে না ইহা বোধহয় সকলেই জানেন। সেই জন্য দেব গুরু বৃহস্পতি বলিয়াছেন

বেদার্থোপনি বন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যংহি মনুস্মৃতম্
মন্বর্থ বিপরীতাযা সা স্মৃতির্ণ প্রশস্যতে (বি বি ৪৮)

মনু নিজ সংহিতায় বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন অতএব মনুই প্রধান। মনুর বিপরীত স্মৃতি প্রশস্ত নহে।

অতএব মনু "গাঁয়ে না মানে আপনি মোড়ল" নহেন। ফলতঃ মনুর বিপরীত স্মৃতি কেবল একটী প্রধান স্মৃতির বিপরীত হয় এমত নহে অপিচ তাহা বেদেরও বিপরীত হইয়া উঠে। বেদের বিপরীত স্মৃতি এক কালে অগ্রাহ্য যথাঃ—

শ্রুতিঃস্মৃতিঃ পুরাণানাং বিরোধো যত্রদৃশ্যতে।

তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা ॥
ব্যা (বি বি ১৪)

যে স্থলে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হয় সেই স্থলে বেদ, ও স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ ঘটিলে স্মৃতিই প্রমাণ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় (বি, বি, ৫৩) মাধবাচার্য্যের অনুসরণ করিয়া "সহোবাচ ব্যাসঃ পারাশর্য্যঃ" অর্থাৎ "পরাশরের পুত্র ব্যাস বলিয়াছেন" বেদের মধ্যে এই কথা থাকা প্রদর্শন করিয়া উহাতেই বেদে পরাশরের প্রশংসা করা হইয়াছে বলেন। এইটি বড়ই কৌতুকাবহ। যে স্থলে মাধবাচার্য্য "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন "যুগান্তর বিষয়" বলিয়া ভাষ্য করিয়াছেন সেখানে (বি, বি, ৩৫—৪৭) তিনি দুধের মাছি; আর যেখানে তিনি পরাশরের প্রশংসা বেদেও আছে দেখাইয়াছেন সেখানে তিনি পরম-পূজ্য ইহা মন্দ প্রণালীর বিচার নহে। কিন্তু আমিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া মাধবাচার্য্যের ভ্রম দেখাতেছি।

বাচস্পত্য অভিধান ধৃত বিষ্ণু পুরাণে পরাশরই বলিয়াছেন যে ক্রমে ক্রমে অষ্টাবিংশতি (২৮) ব্যক্তি ব্যাস হইয়াছেন, তার মধ্যে পরাশর-পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন অষ্টবিংশ (২৮) যথা :—

যস্মিন্ মন্বন্তরে ব্যাসা যে যে তাংস্তাং
বিবোধমে।

+ + + + +
+ + + + +

দ্বাপরে প্রথমে ব্যাস্তাঃ স্বয়ং বেদা
স্বয়ম্ভুবা॥ (১)

দ্বিতীয়ে দ্বাপরে চৈব বেদব্যাসঃ প্রজাপতিঃ।(২)
তৃতীয়ে চৌশনঃ (৩) ব্যাসশ্চতুর্থেতু বৃহ-
স্পতিঃ। (৪)

× + × × +
+ × × + ×

তস্মাদস্মৎপিতা শক্তি (২৫) ব্যাস স্তস্মাদহং
(পরাশর ২৬) মুনে।

জাতুকর্ণোঽভবম্মত্তঃ কৃষ্ণ দৈপায়নস্ততঃ। (২৮)
অষ্টাবিংশতি রিত্যেতে বেদব্যাসাঃ পুরাতনাঃ॥
একোবেদশ্চতুর্ধাতুতৈঃ কৃতো দ্বাপরাদিষু॥
ভবিষ্যে দ্বাপরেচৈব দ্রোণী ব্যাসো ভবিষ্যতি।
ব্যতীতে মম পুত্রেঽস্মিন কৃষ্ণদ্বৈপায়নে মুনে॥

যে যে মন্বন্তরে যে যে ব্যাস হইবেন অর্থাৎ এক-

বেদকে ঋক্‌, সাম, যজুঃ, ও অথর্ব্ব এই চারিভাগে বিভক্ত করিবেন তাঁহারা এই এই :—

প্রথম দ্বাপরে স্বয়ং ব্রহ্মা (১) দ্বিতীয়ে প্রজাপতি (২) তৃতীয়ে উশনা (৩) চতুর্থে বৃহস্পতি (৪) ইত্যাদি

তার পর পরাশরের পিতা শক্তি (২৫), পরে পরাশর (২৬), পরে জাতুকর্ণ (২৭), পরে পরাশর পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন (২৮)। ইঁহারা অষ্টাবিংশতি পুরাতন বেদ ব্যাস। ভবিষ্যতে দ্রৌণীব্যাস হইবেন।

অতএব অন্যব্যাসকে না বুঝাইয়া অষ্টাবিংশ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসকেই বুঝাইবে ইহাই জ্ঞাপন জন্য বেদে পারাশর্য্য অর্থাৎ পরাশরপুত্র এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। আর কেবল "পারাশর্য্য ব্যাস" বলাতেই কি মনুর যে রূপ "মহৌষধ" বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে সেই রূপ প্রশংসা বোঝায় ?

বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত বৃহস্পতি বচনের সহিত পরাশর বচনের একবাক্যতা করিয়া বৃহস্পতি বচন্ কেবল সত্যযুগে মনুর প্রাধান্য সূচক বলিয়া ব্যাখা করিয়াছেন, কিন্তু পরাশর বচন সত্বে, ও ত্রেতায় গৌতমের কি দ্বাপরে শাঙ্খ লিখিতের প্রাধান্যের বিষয়ে কিছুই না বলিয়া, ও যুগ নির্দ্দেশ না করিয়া সাধারণতঃ কেবল মনুর প্রাধান্য বলাতে বৃহস্পতির তেমন উদ্দেশ্য থাকা বোধ হয় না। অপিচ বৃহস্পতি যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়া মনুর প্রাধান্য দর্শাইয়াছেন তাহা সর্ব্ব যুগেই সকল স্মৃতির উপর প্রাধান্য সংস্থাপন

করে। সেই কারণ "বেদার্থোপ নিবন্ধৃত্বাৎ" — বেদার্থ সংকলন করা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় দুই তিনটি স্থলে মনু বিরুদ্ধ স্মৃতি প্রচলিত থাকায় দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন (বি, বি, ৪৯ – ৫২)। তাহাই যদি কলিযুগে কি কোন যুগে মনুর অনাচরণীয়ত্বের প্রমাণ হয় তবে তিনি আপন অস্ত্রে আপন পদতলস্থ শাখা আপনিই ছেদন করিয়াছেন। পরাশরের " নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচনের বিরুদ্ধ বৃহন্নারদীয় পুরাণ প্রভৃতির বিধবা বিবাহ নিষেধক শাস্ত্রই (৫৩ পৃ ৫ম যুক্তি) অদ্যাপি অর্থাৎ গত ৪৯৮৫ বৎসর প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং তাহা আর প্রচলিত হইতে পারে না।

ফলতঃ যদি পরাশর কি অন্য কোন স্মৃতি কি ব্যবহার দ্বারা মনুর মত রহিত হইত তবে সমুদায় ধর্ম্ম শাস্ত্রেই অতি সম্মানের সহিত মনুর বচন প্রমাণ উদ্ধৃত হইত না। কি দায়ভাগ, কি মিতাক্ষরা, কি নির্ণয় সিন্ধু, কি বিবাদ ভঙ্গার্ণব, কি বিবাদ চিন্তামনি, কি রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ব, কি স্বদেশীয় পণ্ডিত দিগের প্রদত্ত কি বিজাতীয় আইন কর্ত্তা বা বিচারকর্ত্তা দিগের প্রদত্ত ব্যবস্থা, যেখানেই নানা মুনির নানা মত উপস্থিত হইয়াছে সেই খানেই দেখ একা মনুই দিগনির্ণায়ক ধ্রুব তারা, যেখানেই সন্দেহ তিমির প্রবেশ করিয়াছে সেই খানেই সেই বৈবস্বতেরই আশ্রয় লইতে হইয়াছে। মনু আর পরাশর—জগৎসবিতা সূর্য্য আর ঘণ্টাকর্ণ! পরাশর দ্বারা যদি মনু রহিত হইতেন তবে

গৰ্জ্জন পূর্ণ বর্ষণ শূন্য ক্ষণস্থায়ী শরৎ মেঘখণ্ড ও অনন্ত আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত।(পরিশিষ্ট দেখ) //

অষ্টমতঃ। প্রচলিত দেশাচার আমার ইষ্ট মতের প্রতি পোষক। দেশাচার যদিও তাদৃশ বলবৎ প্রমাণ নহে ও শ্রুতি কি স্মৃতির বিরুদ্ধ হইলে অকিঞ্চিৎকর, তথাপি তদ্বারা ইহা দেখা যায় যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুর্ব্বে কলিযুগের ৪৯৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত পরাশর ধৃত "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচনকে কলিযুগে বিধবা বিবাহ বিধায়ক বলিয়া কেহই বোঝে নাই। বিধবা বিবাহ প্রবন্ধের ৫ম সংস্করণের প্রথমে যে ৮ কাশী নাথ তর্কালঙ্কার প্রভৃতির ব্যবস্থা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেও "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন ধরা হয় নাই। কেবল মনুর বচন ও মদন পারিজাত ধৃত আর এক বচনের প্রতি নির্ভর করিয়াই অক্ষতযোনি শূদ্রজাতীয়া বিধবা কন্যার পক্ষে ঐ ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল। বিবাহেচ্ছুক পুরুষ যদি স্বয়ং পৌনর্ভব না হয় তবে ঐ রূপ স্থলেও ব্যবস্থা সঙ্গত হয় না। (পরিশিষ্ট দেখ)

অতএব মহর্ষী পরাশর অরণ্যেই রোদন করিয়াছিলেন! তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও ইহা জানিতে পারেন নাই যে তাঁহার মত একেকালে চলিবে না, অথবা এমন সময়ে চলিবে যখন পরাশর ডুবে থাকুন বেদ হস্তে পিতামহ ব্রহ্মা, তন্ত্র হস্তে বাবা মহাদেব, সংহিতা বগলে বৃদ্ধ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি কৈশব, রাসব, ঘোষক, দাসক মতের তুমুল তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়া হাবুডুবু খাইবেন ও শাস্ত্রীয় প্রকারে সবর্ণের মধ্যে

বিধবা বিবাহ দূরে থাকুক বিজাতীয়া প্রকৃত অসবর্ণা বিবাহ ও বিলোম, প্রতিলোম প্রভৃতি নানা উপসর্গ যুক্ত ও চৌক্তিক যৌক্তিক প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত বিবাহের প্রবাহে সাগরও গোস্পদ তুল্য হইবেন।

*এই সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় অর্জ্জুনের নাগরাজের বিধবা কন্যা বিবাহ দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাইয়াছেন। কিন্তু তিনিই কহ্লন রাজতরঙ্গিণী হইতে (বি, বি, ১০৮) দেখাইয়াছেন যে কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরু-পাণ্ডবেরা ভুমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাহা হইলে অর্জ্জুনের বিধবা বিবাহ কলিযুগসন্ধিতে ঘটিয়াছিল। যুগ সন্ধিতে পূর্ব্বযুগের আচার ব্যবহার অধিকাংশ প্রচলিত থাকে, সেই জন্য তখনও দ্বাপরের মত কার্য্য হইত। অপিচ তখনও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভুতলে অধিষ্ঠিত থাকায় কলিযুগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল না। অধিকন্তু ইন্দ্রের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের সখা, সাক্ষাৎ নরনারায়ণ অর্জ্জুনের ব্যবহার সামান্য মনুষ্যের পক্ষে দৃষ্টান্তই হইতে পারে না ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বহু বিবাহ প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন (ব, বি, ১৬১ — ১৬২)

দৃষ্টোধর্ম্ম ব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চমহতাং। গৌ
১। ১

মহৎ লোকদিগের ধর্ম্ম লঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখা যায়।

দৃষ্টোধর্ম্ম ব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চমহতাং। আ
২। ৬। ১৩। ৮

তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়োনবিদ্যতে।

ঐ ২।৬।১৩।৯

তদন্বীক্ষ্য প্রযুঞ্জানঃ সীদত্যবরঃ। ঐ ঐ ১১।

মহৎ লোকদিগের ধর্ম্ম লঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখা যায়। তাঁহাদের তেজো বিশেষের দ্বারা পাপ হয় না সাধারণ লোক তদ্দর্শনে অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে উৎসন্ন হয়।

অনুবর্ত্তন্তু যদ্দেবৈ র্মুনিভির্যদনুষ্ঠিতং।

নানুষ্ঠেয়ং মনুষ্যৈস্তু দুক্তং কর্ম্ম সমাচরেৎ॥

বৌধায়ন

দেবগণ ও মুনিগণ যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন মনুষ্যের মধ্যে তাহা করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত কার্য্যই মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

শুকদেব ১০ স্কন্দ। ৩৩ অ। শ্রীমৎভাগবৎ

ধর্ম্ম ব্যতিক্রমোদৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।

তেজীয়সাং নদোষায়বহ্নেঃ সর্ব্ব ভুজোযথা॥

[৩০]

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপিহ্যপীশ্বরঃ।

বিনশ্যত্যাচরণ্ মৌঢ্যাদ্যথা রুদ্রোহব্ধিজং

বিষং॥ ৩১

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং কচিৎ।

তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধি মাং স্তদাচরেৎ ॥

৩২

" প্রভাব শালী ব্যক্তিদিগের ধর্ম্ম লঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্ব ভোজী অগ্নির ন্যায় তেজীয়ান্ দিগের তাহাতে দোষ স্পর্শ হয় না। ৩০। সামান্য ব্যক্তি কদাচ মনেও তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না; মূঢ়তা বশতঃ অনুষ্ঠান করিলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শিব সমুদ্রোৎপন্ন বিষ পান করিয়াছিলেন; সামান্য লোক বিষ পান করিলে বিনাশ অবধারিত। ৩১॥ প্রভাবশালী ব্যক্তি দিগের উপদেশ মাননীয় কোনও ২ স্থলে আচারও মাননীয়। তাঁহাদের যেসমস্ত আচার তাঁহাদের উপদেশ বাক্যের অনুযায়ী বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই সকল আচারের অনুসরণ করিবেক "। এই বিদ্যাসাগর কৃত অনুবাদ।

পাণ্ডবদিগের অনুসরন করিলে অনেকের স্ত্রী পঞ্চ পতি গ্রহণ করত দ্রৌপদীর ন্যায় প্রাতঃ স্মরণীয়া পঞ্চ কন্যার মধ্যে গণ্যা ও ধন্যা হইতে পারিতেন।

নবমতঃ। কোন হিন্দু প্রকৃত পক্ষে নিজ ধর্ম্মে বিশ্বাস করুক আর না করুক তাহার মনে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য পুত্র যে কত দূর আবশ্যক তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। সেই জন্য সত্যাদি যুগে ১২ প্রকার ও পুত্রিকা পুত্র ধরিলে ১৩ প্রকার পুত্রের বিধান ছিল। পরাশর নিজেই পুত্রের সংখ্যা কমাইয়াছেন যথা

ঔরসঃ ক্ষেত্রজ শ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ।

কোন মতে এই বচন অনুসারে ঔরস ও দত্তক এই দুই, কোন মতে ঔরস দত্তক ও কৃত্রিম এই তিন ও বচনে স্বাভাবিক অর্থে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ঔরস ক্ষেত্রজ দত্তক ও কৃত্রিম এই চারি প্রকার পুত্র হয়। কিন্তু আচরণে এতদ্দেশে ঔরস ও দত্তক এই দুই প্রকার পুত্রই প্রচলিত। এই জন্য অনেকের পক্ষে বিশেষতঃ সম্পন্ন লোকের পক্ষে প্রায়শঃই দত্তক পুত্রের আবশ্যকতা দেখা যায়। দত্তক গ্রহণের অনুমতি থাকিলে বিধবা স্ত্রী পুনর্ব্বিবাহ করিবার পূর্ব্বে দত্তক গ্রহণ করিতে বাধ্য কি না ও গ্রহণ করিলে সেই পরজাত পুত্রকে এবং ঔরস পুত্রও দুগ্ধপোষ্য বা শিশু থাকিলে তাহাকে প্রতিপালন করিবার কাল প্রতীক্ষার নিয়ম অবধারিত না করিয়া অতীতানাগতজ্ঞ পরাশর যে কলিকালের ন্যায় জটিল কালে বিধবা বিবাহের বিধান করিয়াছেন ইহা আমার সামান্য বুদ্ধিতে লয় না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ই দেখাইয়াছেন (ব বি ৪৪ পৃ) যে গৃহাস্থাশ্রমীর পক্ষে ঔরস পুত্রের অভাবে প্রতিনিধি পুত্র (কলিযুগে দত্তক মাত্র গ্রহণ) গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য (নিত্যবিধি)যথা—

অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্র প্রতিনিধিঃ সদা।

অত্রি সংহিতা।

[দেশাচারতঃ। পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র না থাকিলে পত্নীই ধন পায়। ১৮৫৬ সালের ১৫ আইনের ২ ধারার ন্যায় পুনর্ব্বিবাহের পর বিধবা স্ত্রীর ধন ভোগ নিবারক বিধির

আবশ্যকতা যখন বিজাতীয় রাজ পুরুষ দিগেরও মনে উদয় হইয়াছিল তখন সেই আবশ্যকতার প্রতি সন্দেহ নাই। পরাশর ত সেই বিষয়ে এক কালে নীরব। স্ত্রীর উত্তরাধিকার বিষয়ে শাস্ত্র এই :—

অপুত্ত্রাশয়নং ভর্ত্তুঃ পালয়ন্তী ব্রতেস্থিতা।
পত্ন্যেব দদ্যাৎ তৎ পিণ্ডং কৃৎস্নমংশং লভতেচ ॥

বৃ ম দা ব্য ১৫

পুত্রহীনা পত্নী ব্রতনিষ্ঠা ও পতির শয্যা সংরক্ষণ করত পতির পিণ্ড দান করিবে ও ধন পাইবে। দায় ভাগ টীকায় 'শয্যাসংরক্ষিণী' এই শব্দের "অব্যভিচারিণী' এই অর্থ করা হইয়াছে। যে বিধবা শাস্ত্রোক্ত মতে পুনর্বিবাহ করে তাহাকে ব্যভিচারিণী বলা যায় না ও বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও তাহা অভিপ্রেত নহে। সুতরাং এই বচনে কোন ফল হইল না।

বৃহস্পতি (ব্য ২৮, ২৯)

আম্নায়ে স্মৃতি তন্ত্রেচ লোকাচারেচ সুরিভিঃ।
শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলেসমা ॥
যস্যনোপরতা ভার্য্যা দেহার্দ্ধং তস্য জীবতি।
জীবিতার্দ্ধে শরীরেহর্থং কথমন্যঃ সমাপ্নুয়াৎ ॥
সকুল্যৈর্বিদ্যমানৈস্তু পিতৃমাতৃসনাভিভিঃ
অসুতস্য প্রমীতস্য পত্নী তদ্ভাগ হারিণী ॥
পূর্ব্বং প্রেমীতাগ্নিহোত্রং মৃতে ভর্ত্তরি তদ্ধনং।

বিন্দেৎপতি ব্রতাসাধ্বী ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ ॥
জঙ্গমং স্থাবরং হেম কুপ্যং ধান্যং রসাম্বরং।
আদায় দাপয়েৎ শ্রাদ্ধং মাস ষাণ্মাসিকাদিকং ॥
পিতৃব্যগুরুদৌহিত্রাণ্ ভর্ত্তুঃ শ্বস্রীয় মাতুলান্ ।
পূজয়েৎকব্যপূর্ত্তাভ্যাং বৃদ্ধানাথাতিথীন্ স্ত্রীয়ঃ ॥

বেদে, স্মৃতিতে, তন্ত্রে ও লোকাচারে এবং পণ্ডিতেরা স্ত্রীকে ভর্ত্তার অর্দ্ধ শরীর ও পুণ্য পাপের ফলের সম ভাগিনী বলিয়াছেন। স্ত্রী জীবিত থাকিলে অর্দ্ধ শরীর জীবিত থাকে, তবে অন্যে কিপ্রকারে ধন পাইবে? পিতা, মাতা, সহোদর ও জ্ঞাতি থাকিতেও স্ত্রী ধনাধিকারিণী হয়। পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী অগ্রে মরিলে পতির অগ্নিহোত্র ও পতি মরিলে ধন পায় এই সনাতন ধর্ম্ম। ভর্ত্তার অস্থাবর ও স্থাবর ধনাদি লইয়া স্ত্রী পতির মাসিক ও ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ করিবেক ও তার পিতা, পিতৃব্য, দৌহিত্র, ভাগিনেয় মাতুল ও পারিবারীয় স্ত্রীদিগকে ও বৃদ্ধ, অনাথ ও অতিথিদিগকে মৃতোদ্দেশে অন্নপানাদি দ্বারা সেবা করিবেক।

ঐ স্ত্রী যদি সেই ধন পুনর্ব্বিবাহক পতির গৃহে লইয়া যায় তদ্দ্বারা ঐ সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য সফল হয় না অপিচ ভাবী উত্তরাধিকারীদের সমূহ অনিষ্ট হয় অথচ ঐ সব বচনে এমন্ক কোন স্পষ্ট কথা নাই যাহাতে উত্তরাধিকার ঘটিয়া স্বত্ব বর্ত্তিলে তাহা আর নিবৃত্ত হইতে পারে। এই বিষয়ে দায় তত্বধৃত কাত্যায়নের আর এক বচন আছে যথাঃ—

অপকারক্রিয়াযুক্তা নির্লজ্জা চার্থনাশিনী।
ব্যভিচাররতাযাচ স্ত্রীধনং নচ সার্হতি॥

ক্ষতিজনক কার্য্য কারিণী, নির্লজ্জা, ও অর্থ নাশিনী, ব্যভিচারিণী স্ত্রী পতিধন পায় না। এইশ্লোকে স্পষ্ট ব্যভিচার রতা শব্দ থাকায় অপর কোনটি বিশেষণ দ্বারাই ব্যভিচারিণী কি পুনর্ব্বিবাহিতা এই অর্থ ঘটে না। অপিচ আধুনিক নজিরে স্থির হইয়াছে যে পতি মরণের পর ব্যভিচারিণী হইলে ঐ সব বচন দ্বারা জাতস্বত্বের ধ্বংশ হয় না। ঐ নজিরে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ হইয়াছে ভাবিলে এই বিষয়ে পুনর্ব্বিবাহ যাদৃশ ক্ষতি কারক-ব্যভিচার তাদৃশ নহে। ব্যভিচার নিবারণপক্ষে ধর্ম্মশাসন পতিকুল ও পিতৃকুলের শাসন, সমাজ শাসন, স্থান, ক্ষণ ও অভিলষিত ব্যক্তির অসদ্ভাব প্রভৃতি নানা প্রতিবন্ধক আছে কিন্তু পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ জ্ঞান হইলে,তাহা নিবারণের কোনই উপায় নাই। ব্যভিচার ঘটিলেও তাহা গোপনে ঘটে, তজ্জন্য অধিকাংশ স্থলে বিধবাকে এক কালে পতি কুলের কি পিতৃকুলের আয়ত্বের বহির্ভূত হইতে হয় না, ধন ব্যবহারে শাস্ত্রকার দিগের সকল উদ্দেশ্য দৃষ্টতঃ বজায় রাখা চলিতে পারে। কিন্তু পুনর্ব্বিবাহের পর সেই স্ত্রী এককালে সকল শাসন ও আয়ত্বের বহির্ভূতা হয়। ফলতঃ ব্যভিচার চুরি, কিন্তু পুনর্ব্বিবাহ দিলে ডাকাইতি। যদি ভাবা যায় যে ব্যভিচার বিষয়ে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহীত হয় নাই তথাপি কেবল ধন ব্যবহারের উদ্দেশ্য দেখিয়াই যথা বিধি পুনর্ব্বিবাহের পর

আর পূর্ব্ব পতির ধন উপভোগ করিতে পারিবে না এমন ব্যবস্থা করা যায় না কেন না পুনর্ব্বিবাহকপতির গৃহে সমস্ত ধন লইয়া গিয়া কিঞ্চিৎ ২ পূর্ব্বপতির আত্মীয়দিগকে দিলেই লোকতঃ শাস্ত্রের মর্ম্ম কিয়দংশে প্রতিপালিত হয়। তবে কি করিয়া উহা নিবৃত্তি করিবার ব্যবস্থা হইতে পারে ? সেত্যযুগে বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ ছিল ও ধনাধিকার বিষয়ে তখনও যে শাস্ত্র চিল এখনও সেই শাস্ত্র আছে তখন যদি এইস্থলে ধনোপভোগ নিবারিত হইত তবে এখনও হইবে আরযদি তখন হইত না তবে এখনও হইবে না এইরূপ উত্তর আমার প্রশ্নের সদুত্তর বলিয়া বোধ হয় না। হিন্দু শাস্ত্র মতে বৈধব্য দশা পূর্ব্বজন্ম কৃত পাপের ফল, পরাশরেই তাহার প্রমান আছে। সত্যাদি যুগে লোকে তাদৃশ পাপ করিত না, অপেক্ষা কৃত অধিক বয়সে বিবাহ করিত ও নিরোগ ও দীর্ঘায়ুঃ ছিল, ও স্ত্রীরা ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারিত ও রাঢ়ীয় শ্রেণীর ভঙ্গ কুলীন ছিল না যে একজন মরিলে বহুস্ত্রী এককালে বিধবা হইবে। সুতরাং তখন বিধবার সংখ্যা অত্যল্পই ছিল ও বিধবা হইলেও অনেকে নিয়োগ ধর্ম্ম ক্রমে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন করিয়া সেই পুত্রের লালন পালনে কালাতিপাত করিত, পুনর্বিবাহ করিত না। সুতরাং তখন শাস্ত্রকারেরা তত অল্পসংখ্যক পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবাগণকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য না করিয়া উপেক্ষা বশতঃ পূর্ব্বপতির ধনোপভোগ নিবারক কোন বিধান না করিয়া থাকিতে পারেন। অপিচ আমার মতে বৃহস্পতি বচনে “ সাধ্বী পতিব্রতা ” বিশেষণ থাকায় উহা দ্বারাই পুনর্ভ

স্ত্রীর পূর্ব্বপতির ধন উপভোগ করা নিবৃত্ত হইত। সেই জন্যই আমি অত যত্নপূর্ব্বক দেখাইয়াছি যে ভৃগুসংহিতামধ্যে পুনর্ভূ কি পুনর্ব্বিবাহিতা স্ত্রী সাধ্বীপদবাচ্য নহে (১৩—২৪ পৃ)। কিন্তু কলিযুগে এমন গৃহ নাই যাহাতে দুই একটী বিধবা নাই অপিচ আরোপিত পরাশর মতে এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবস্থা ক্রমে কলি যুগে পুনর্ব্বিবাহিতা স্ত্রীকে "সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা" বলিতেই হইবে ও তজ্জাত পুত্রও অত্যপকৃষ্ট পৌনর্ভব পুত্র না হইয়া ঔরস পুত্র হয়। সুতরাং কলিযুগে আর বৃহস্পতির বচন আড়েবেড়ে পায় না। অতএব অতীতানাগতজ্ঞ পরাশর যদি বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করিতেন তবে তিনি অবশ্যই ইহার কোন বিধান করিতেন, সেই ভার বিজাতীয় রাজপুরুষদের ন্যায়পরতার উপর নিক্ষেপ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না। সেই ন্যায়পরতার ফল ১৮৫৬ সালের ১৫ আইনের ২ ধারা যাহার দ্বারা পরাশরের সেই অভাব পূরণ করা হইয়াছে। ইহাতে আরও দেখা যায় যে কলি যুগে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ বোধ হইবে জানিলে জিমূতবাহন ও শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার "শয্যা সংরক্ষণ' শব্দের তাদৃশ সঙ্কুচিত অর্থ করিয়া কেবল ব্যভিচার মাত্র নিবর্ত্তন করিতেন না, স্ত্রীদিগের পতিধনাধিকার সাব্যস্ত করিতে তত যত্নবান হইতেন না।)

(একাদশতঃ। পিতার মুখে কলিধর্ম্ম শুনিয়াও মহর্ষি ব্যাস বিধবার বিবাহ প্রকারান্তরে বারণ করিয়াছেন যথা :—

অনন্য পূর্ব্বিকাং লঘ্বীং শুভলক্ষণ সং যুতাং।

অনন্যপূর্ব্বা অর্থাৎ অদত্তা, অবিবাহিতা, ক্ষীণাঙ্গী, শুভলক্ষণ যুতা কন্যা বিবাহ করিবে। সুতরাং অন্যপূর্ব্বা বিবাহ করিতে উদ্যত হইলে ও কোন পুরুষ তাহাকে বিবাহ করিতে পারে না। এই বচন অবশ্য সত্যযুগের জন্য নহে কেন না তখন কোন ২ স্থলে অন্যপূর্ব্বার পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারিত এবং সেই জন্য মনুপ্রোক্ত বিবাহযোগ্যা কন্যার বিশেষণের স্থলে ঐ রূপ কোন শব্দ নাই। ত্রেতা ও দ্বাপরের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত গৌতম ও বশিষ্ঠের বচনই যথেষ্ট ছিল। (২১ — ২৬ পৃ) অতএব কলি যুগের জন্যই ব্যাস ঐ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। অধিকন্তু ব্যাসদেবই সমস্ত পুরাণের রচয়িতা। তবে তিনি বৃহন্নারদীয় পুরাণাদিতে দত্তা কন্যার পুনর্দান কলিযুগে নিষিদ্ধ করিলেন কেন ? অতএব বেদব্যাস " নষ্টে মৃতে " ইত্যাদি উদ্ধৃত শ্লোকের অর্থ বিধবা বিবাহ বিধায়ক বুঝিয়াছিলেন না)।

ব্যাসদেব পরাশরমুখে কলিধর্ম্ম শ্রবণের পরে যে নিজ সংহিতা ও পুরাণাদি লিখিয়া ছিলেন ইহার প্রমাণ পরাশর সংহিতার উপক্রমনিকাতেই আছে। উহার পূর্ব্বে তিনি " সর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞ " ছিলেন না ইহা নিজ মুখেই বলিয়াছেন যথা :—

নচাহং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কথং ধর্ম্মং বদাম্যহং।

আমি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ নহি কি প্রকারে ধর্ম্ম বলিব?

সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ হইবার পূর্ব্বে যে তিনি সংহিতা ও পুরাণাদি লেখেন নাই ইহা অনায়াসে বোঝা যায়।

(ত্রয়োদশতঃ। হিন্দুশাস্ত্র অদৃষ্টবাদমূলক। তদনুসা

যে বৈধব্যদশা পাপকর্ম্মজনিত দুরদৃষ্টের ফল। পরাশরই বলিয়াছেন (৪ অ)

ঋতুস্নাতাতু যা নারী ভর্ত্তারং নোপসর্পতি।
সামৃতা নরকং যাতি বৈধবঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥
অদুষ্টাং পতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ।
সপ্তজন্ম ভজেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥
দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যানমন্যতে।
সামৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥
(বি বি ৭৮)

ঋতু স্নানের পর যে নারী পতির সেবা না করে সে মরিয়া নরকে যায় ও পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়। দুষ্টা ও পতিতা নহে এমন ভার্য্যাকে যে যৌবন কালে ত্যাগ করে সে সাত জন্ম স্ত্রী হয় ও পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়। যে নারী দরিদ্র, রোগী, মূর্খ পতিকে অবজ্ঞা করে সে মরিয়া সর্পী এবং পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়।

সেই দুরদৃষ্ট কেবল ব্রতনিয়মাদি সৎকর্ম্মের ফলে খণ্ডিত হইতে পারে, নতুবা বিধাতাও তাহা খণ্ডন করিতে পারেননা, ইহাই লোকের বিশ্বাস যথা :——

কিম্বা স্বয়ম্ভুঃ শিবশক্তিবিষ্ণুঃ।
ললাট দুঃখং নকরোতি দূরং॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু কিম্বা শিব কেহই কপালের দুঃখ দূর করেন না।

শান্তিশতকের আদ্য শ্লোক

নমস্যামো দেবান্ননুহত বিধে স্তেপিবশগাঃ।
বিধির্বন্দ্যঃ সোহ পিপ্রতিনিয়ত কর্ম্মৈকফলদঃ॥
ফলং কর্ম্মায়ত্বং কিমমরগণৈঃকিঞ্চ বিধিনা।
নমস্তং কর্ম্মভ্যোঃ বিধিরপি নযেভ্যঃ প্রভবতি॥

দেবতাদিগকে কি নমস্কার করিব ? না, না, ! হায়। তাঁহারা বিধাতার অধীন। তবে কি বিধাতাই বন্দনীয়? তিনিও প্রতিনিয়ত কেবল কর্ম্মের অনুযায়ী ফল দিয়া থাকেন। সেই ফলও যখন কর্ম্মায়ত্ত, তখন দেবতারাই বা কি করিবেন আর বিধাতাই বা কি করিবেন? অতএব কর্ম্ম সকলকে নমস্কার করি, কেননা কর্ম্ম অপেক্ষা বিধাতাও বলবান্ নহেন।

মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটী শতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং॥

শতকোটী কল্পে ও কর্ম্মের ফল ভোগ না হইয়া ক্ষয় হয় না। ভাল ও মন্দ কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত পরাশরের বিধিত্রয় ও বৈধব্য বিধায়ক অন্যান্য শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করাতেই কলিযুগে বিধবার সংখ্যা তত অধিক হইতেছে।

অতএব যে শাস্ত্র অনুসারে স্বয়ং বিধাতা যাহা খণ্ডন করিতে পারেননা সেই শাস্ত্রের বচনবিশেষের ব্যাখ্যান্তর দ্বারা তাহাই খণ্ডাইবার চেষ্টাকরা আর আপন পৈতামহিক ভোঁতা ছুরি আপনহস্তে আপনার গলায় দিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করা উভয়ই তুল্য, তাহাতে উদ্দেশ্য সফল হয়না অথচ কষ্ট পাইতে হয়। যে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে হিন্দুশাস্ত্রে বিশ্বাস করে সে বলিতে পারে যে এই বিষয়ে ও তাহাই ঘটিয়াছে। (যদি বস্তুতঃই "নষ্টে মৃতে' ইত্যাদি উদ্ধৃত বচন দ্বারা পরাশর কলি যুগে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন তবে এই প্রায় ৫ হাজার বৎসর তাঁর মত না চলায় তিনি অকৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে হইবে। অদ্য ৩০ বৎসর হইল বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের ধুয়া তুলিয়া মনুষ্যের চেষ্টায় যাহা হইতে পারে তাহার কিছুই ক্রটী করেন নাই। দীর্ঘ ২ প্রবন্ধ লেখন, দীর্ঘ ২ বক্তৃতা, অনেক অর্থব্যয় ও অদ্য ২৯বৎসর হইল উহার আইন পর্য্যন্ত হইয়াছে। কিন্তু কি ফল হইয়াছে? কেবল কতিপয় কুঞ্চের জীবের জাতি পাত মাত্র। তাহারও অধিক স্থলে অমঙ্গলই ঘটিয়াছে।)

এই বিষয়ে যাঁহারা "সহজ জ্ঞান" ও বিলাতি যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া হিন্দু শাস্ত্রের অপেক্ষা করেন না তাঁহারা আর যাহাই হউন, কিন্তু ইংরাজিসংস্কৃতজ্ঞ (Anglo-Sanscrit) পণ্ডিতগণ অপেক্ষা যে দূরদর্শী ও যুক্তিশালী তাহার সন্দেহ নাই। (সুতরাং বলিতে হইবে যে হয় পরাশর ভবিষ্যজ্ঞ মহর্ষি ছিলেন না, নয় তিনি

অদৃষ্টবাদী ছিলেন না, অথবা তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে বিধি দেন নাই। হিন্দু শাস্ত্রমতে প্রথমোক্ত দুই কল্প ত্যাগ করিয়া শেষ কল্পই গ্রহণ করিতে হইবে, উপায় স্তর দেখা যায় না।

ত্রয়োদশতঃ। এক্ষণে ভাবা যাউক যে পরাশর সত্য সত্যই বিধবা বিবাহের বিধান করিয়াছেন, তথাপি এতকাল পরে, বিশেষতঃ ভৃগুসংহিতার অতিরিক্ত স্থলে তাহা আর প্রচলিত করা উচিত নহে। বেদতুল্য মনুএই অনেক মতের বিরুদ্ধ মত চলিতেছে (বি, বি, ৪৯ – ৫২) তখন পরাশরের একটী মতকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। পরাশরের অনেক মত অপ্রচলিত আছে। প্রকৃতপক্ষে তার মতে ৪ প্রকার পুত্র হয় যথাঃ—

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈবঃ দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ।

ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক ও কৃত্রিম এই কয়েক প্রকার সুত (কলিতে থাকিবে)। কিন্তু কলিতে নিয়োগ ধর্ম্ম সর্ব্ব শাস্ত্রেই নিষিদ্ধ ও পরাশরও নিয়োগের স্পষ্ট কোন নিয়ম করেন নাই। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় (বি,বি,৮) দত্তকমীমাংসার মতের অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়া ৩ প্রকার পুত্রের ব্যবস্থা বলিয়াছেন—ঔরস, দত্তক ও কৃত্রিম। কিন্তু মূল সেই রূপ নহে। নন্দ পণ্ডিত অন্য শাস্ত্রের সহিত এক বাক্যতার জন্যই অযথা "ক্ষেত্রজ" পদকে ঔরসের বিশেষণ দর্শাইয়াছেন। ঐরূপ বিশেষণের প্রয়োজনই ছিলনা। মনুর পরিভাষানুসারেই ঔরস স্বক্ষেত্রে জন্মায়।

স্বক্ষেত্রে সংস্কৃতাযান্তু স্বয়মুৎ পাদয়েদ্ধিয়ম্ ।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম্ ॥

(ভূ ম ৯ অ ।১৬৬)

ঐরূপ স্ত্রীতে নিয়োগ বিধি ক্রমে অপর দ্বারা উৎপাদিত পুত্রই ক্ষেত্রজ পুত্র । যথা :— ঐ :৩০

যস্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা ।
স্বধর্ম্মেণনিযুক্তায়াং সপুত্র ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬৭

সজাতিয়া বিবাহিতা স্ত্রীতে নিজের উৎপাদিত পুত্রই ঔরস ও মুখ্য পুত্র । ১৬৬

অতএব প্রসিদ্ধ এক প্রকার পুত্রের নাম প্রসিদ্ধ আর এক প্রকার পুত্রের বিশেষণ স্বরূপ অকারণে ব্যবহৃত হওয়া স্থান এ পরাশরের মান রক্ষা করা মাত্র । অতএব সত্য যুগেই যে ধর্ম্মকে মনু পশুধর্ম্ম বলিয়া নিন্দিত ও নিষিদ্ধ করিয়াছেন সেই নিয়োগ ধর্ম্মকে পরাশর চালাইতে চাহিয়াছিলেন ও ভাগ্যক্রমে ব্যাখ্যাকারীরা তাহা চালাইতে দেন নাই । তদ্রূপ পরাশর কুণ্ড ও গোলক নামক দুঃ উপপতিজাত সুতকেও শাস্ত্রীয় পুত্র মধ্যে গণ্য করিয়াছিলেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে তাহাও চলে নাই । যথা :——

ওঘ বাতাহৃতং বীজং যথাক্ষেত্রে প্ররোহতি ।
ক্ষেত্রীতল্লভতেবীজং নবীজী ভাগমর্হতি ॥
তদ্বৎ পরস্ত্রিয়াঃ পুত্রৌ দ্বৌসুতৌ কুণ্ড
গোলকৌ ।

পত্যৌ জীবতি কুণ্ডস্যান্মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ ॥
ঔরস ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ ॥

যেমন জলবেগ ও বায়ু দ্বারা আহত বীজ অপর ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইলে সেই অপর ক্ষেত্রস্বামী তার ফল ভোগ করে বীজস্বামী নহে, তদ্রূপ পরস্ত্রীতে জাত দুই সুত কুণ্ড ও গোলক নামক পুত্র। ঐ স্ত্রীর পতি বর্ত্তমানে যে জন্মে তাহাকে কুণ্ড ও মরিলে যে জন্মে তাহাকে গোলক কহে। ঔরস, দত্তক, ক্ষেত্রজ, ও কৃত্রিম (এই কয়েক প্রকার) সুত।

যাহাকে প্রসব করা যায় সেই সুত যে শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় উভয় প্রকারই হইতে পারে। কিন্তু পুত্র শব্দে কেবল শাস্ত্রীয় সুত যে শ্রাদ্ধ তর্পনাদি দ্বারা পুন্নাম নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করিতে পারে তাহাকেই বোঝায় যথা——

পুন্নাম্নো নরকাৎ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ॥

ভৃ ৯ অ ১৩৮।

পরাশর বচনে কুণ্ড ও গোলককে সাধারণ সুত নাম দিয়া পরে পুত্র বলা হইয়াছে। কুণ্ড সম্বন্ধে যাহা হউক গোলক পুত্র দ্বারা তাহার জননীর পতির ঐহিক কোনই উপকার নাই কেননা সে মরিলে পরে তবে গোলকের জন্ম হয় অথচ গোলক ঐ ব্যক্তিরই পুত্র হইতেছে, তাহার স্বাভাবিক জনকের পুত্র নহে। গোলক কেবল তাহার পারত্রিক অর্থাৎ শ্রাদ্ধ তর্পনাদি কার্য্যে ও

ধনাধিকার বিষয়েই কাযে লাগিতে পারে। যদি সেই অর্থে গোলক তাহার পুত্র না হয় তবে গোলককে তাহার পুত্র বলা বৃথা। এই দুই প্রকার পুত্রের উল্লেখ করার আর কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না কেননা পরাশর কেবল পরিভাষাজ্ঞাপক অভিধান লিখিতে ছিলেন না। মনু যেমন "ওঘ বাতাহৃতং বীজং" ইত্যাদি বচন (ভৃ, ম, ৯, অ। ৫৪) সাধারণ, বীজ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রস্বামীর পর্য্যায়ে লিখিয়াছেন ইহা তেমন নহে। ঐ বচনের অঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া কেবল উপমার ছলে তাহা সন্নিবেশ করা হইয়াছে। মনু ঐ পর্যায়ে কুণ্ড গোলকের নাম ও করেন নাই, তিনি অন্য স্থলে তাহাদের উল্লেখ ও উল্লেখের উদ্দেশ্য কহিয়াছেন যথা :—

পরদ্বারেষু জায়েতে দ্বৌসুতৌ কুণ্ড গোলকৌ।
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডস্থান্মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ ॥

ভৃ ৩ অ। ১৭৪

তৌতুজাতৌ পরক্ষেত্রে প্রাণিনৌ প্রেত্যচেহচ।
দত্তানি হব্যকব্যানি নাশয়েতে প্রদায়িনাং ॥

ঐ ১৭৫

পরদারে কুণ্ড ও গোলক নামক দুই সুত জন্মে। সেই স্ত্রীর পতি বর্ত্তমানে যে জন্মে তাহাকে কুণ্ড আর মরিলে যে জন্মে তাহাকে গোলক কহে। পরক্ষেত্রজাত এই দুই প্রাণীকে যে হব্য কব্য দেওয়া হয় তাহা নষ্ট অর্থাৎ বৃথা হয়।

এই স্থলে পুনশব্দের নাম ও নাই; উহারা কোন ব্যক্তির পুত্র হইবে তাহার নির্দ্দেশ নাই ও তাহাদিগকে যজ্ঞীয় কি শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য দান করিলে তাহা বৃথা হয় ইহার বিধান আছে যাহা পরাশরে নাই। অপিচ মনু বলিয়াছেন যে অন্য স্ত্রীতে উৎপন্ন প্রজা প্রজা নহে; অন্য পুরুষ দ্বারা উৎপন্ন প্রজা প্রজা নহে (,১৬, পৃ) যাহা পরাশর বলেন নাই। অপিচ পরাশর ঔরস ক্ষেত্রজ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় পুত্রপর্য্যায়েই উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং কুণ্ড ও গোলককে শাস্ত্রীয় পুত্র গণ্য করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বোঝা যায়। দশমাধ্যায়ে যে স্ত্রী উপপতি দ্বারা গর্ভোৎপাদন করে তাহাকে অন্য রাজ্যে ত্যাগ করা বিধান আছে বটে কিন্তু তজ্জাত সন্তানের কোনই দণ্ড কি নিন্দা নাই। (পরাশরের আরোপিত মতেও বিধবা নাবালগ থাকিতে কেহ তাকে দান করিতে পারেনা, সে সাবালগ হইয়া যদি ইচ্ছা করে তার পুনর্বিবাহ হইতে পারে। মনুর পূর্ব্বোক্ত বচন দ্বয়ে স্পষ্টই আছে "স্বয়েচ্ছয়া যদি কন্যানুমন্যতে"। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন (বি, বি, ১৭৩) যে সহমরণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ব্রহ্মচর্য্য মধ্যম, ও পুনর্ব্বিবাহ নিকৃষ্ট কল্প। অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট থাকিতে নিকৃষ্ট কল্প লইয়া যাইতে কাহার ও অধিকার নাই, তাহাতে পাপহয়। বিধবা যখন আপন শক্তি ও হিতাহিত বুঝিতে সক্ষম হয় সেইপর্য্যন্ত অপেক্ষাকরা নিতান্তকর্ত্তব্য। বিধবা বিবাহের উপলক্ষে আবার বাল্যবিবাহরূপ দোষে শঙ্কিত হওয়া উচিত নহে।

ক্রমে ক্রমে যে ত্রয়োদশটী যুক্তি প্রদর্শিত হইল তাহার কোন একটী না লইয়া সকল গুলির সমষ্টি গ্রহণ করিলে বিধবা বিবাহ বিধান করা যে পরাশরের উদ্দেশ্য ছিল না তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

• মনুর মতের (চ) ব্যবস্থার মধ্যে (২১ পৃ)

অক্ষতযোনির পুনর্ব্বিবাহ কলিতে ঘটেনা কেন না অতি নীচস্থ জাতি ভিন্ন পৌনর্ভব পুরুষ অপ্রসিদ্ধ। (২) গত প্রত্যাগতার স্থল বিধবা বিবাহের প্রাসঙ্গিকই নহে। (৩) দত্তশুল্কার স্থল বাকদত্তার সঙ্গেই বলিব। পরিশিষ্ট দেখ।

প্রচলিত বাগদত্তার বিবাহের পক্ষে পরাশরধৃত "নষ্টেমৃতে" ইত্যাদি বচনের আবশ্যকতা নাই।প্রথমতঃ পঞ্চম আপত্তিধৃত সমস্ত শাস্ত্রেই দত্তা কন্যার পুনদান মাত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহার পুনর্ব্বিবাহের নিষেধ নাই। কেবল আদিপুরাণের "উঢায়াঃ পুনরুদ্বাহং" ইত্যাদি বচনে যে নিষেধ আছে তাহা বাগ্ দত্তারপক্ষে খাটেনা বিবাহসম্পন্না স্ত্রীর উপরেই খাটে ঋতুমতীর ন্যায় বাগ্‌দত্তা আপনা হইতে বিবাহ করিতে পারে ও যদি কেহ তাহাকে অপর পাত্রে দান করে তবে সেই দানকর্ত্তা ও গৃহীতারই পাপ হয়, বিবাহ অসিদ্ধ হয় না।

মনু বলিয়াছেন

পাণিগ্রহনিকামন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।
তেষাং নিষ্ঠাতুবিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমেপদে ॥

ভূ ৮ অ ২২৭

পাণি গ্রহণ মন্ত্র সকল বিবাহের নিয়ত লক্ষণ এবং বর কন্যার সপ্তপদী গমন হইলে ঐ মন্ত্রসকল কার্য্য করিতে থাকে পণ্ডিতেরা জানিবেন ।

অতএব শুদ্ধ বাগ্দানে বিবাহ সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ হয় না ।

উদ্বাহ তত্ত্ব ও বিবাদভঙ্গার্ণবে ধৃত বশিষ্ঠ বচন

অদ্ভির্বাবাচদত্তায়াং ম্রিয়েতোর্দ্ধং বরোযদি ।
নচমন্ত্রোপনীতাস্যাৎ কুমারী পিতুরেবসা ॥
(ব্য ৬৬০)

জলস্পর্শ ও বাক্য দ্বারা দত্তা হওয়ার পর ও মন্ত্র দ্বারা বিবাহিতা হওয়ার পূর্ব্বে যদি কোন কন্যার বর মরে তবে সেই কন্যা তার পিতারই থাকে । অর্থাৎ সেই কন্যা কুমারী (অবিবাহিতা) ও পিতা কর্ত্তৃক পুনর্দা নের যোগ্যা থাকে ।

বিবাদ ভঙ্গার্ণব ধৃত কাত্যায়ন বচন

প্রদায় শুল্কং যোগচ্ছেৎ কন্যায়াঃ স্ত্রীধনং তথা ।
ধার্য্যা সাবর্ষমেকন্তু দেয়ান্যস্মৈ বিধানতঃ ॥
অথ প্রবৃত্তিরাগচ্ছেৎ প্রতীক্ষেত সমাত্রয়ম্ ।
অতু ঊর্দ্ধং প্রদাতব্যা কন্যান্যস্মৈ যথেচ্ছতঃ ॥
ব্য ৬৬০

বর শুল্ক ও স্ত্রীধন দিয়া গেলে কন্যাকে একবৎসর রাখিতে

হইবে, পরে অন্যকে দেওয়া যাইতে পারে। সংবাদ পাইলে তিনবৎসর অপেক্ষা করিবে, পরে যথেচ্ছা অন্যকে দান করিবে।

বাগদত্তা অপেক্ষাও দত্তশুল্কার স্থল গুরুতর। সেই স্থলেও মনু দেবরের সহিত বিবাহ বিধান করিয়াছেন। (২১ পৃ)। শুল্ক দান দিয়া বিবাহ এক্ষণে অনেক স্থলে ব্রাহ্মণাদির মধ্যেও প্রচলিত আছে। কাশ্যপের " সপ্ত পৌনর্ভবা কন্যা " ইত্যাদি বচন সকলে পুনর্ব্বিবাহ নিন্দনীয় ভিন্ন নিষিদ্ধ হয় নাই ও সেই সব বচনও নারদ সংহিতা দ্বারা রহিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট দেখ।

স্বাভাবিক যুক্তিতেও দেখাযায় যে " নষ্টে মৃতে " ইত্যাদি বচনে এক স্থলে বিধবার ও চারি স্থলে সধবার পুনর্ব্বিবাহ ঘটে। সেই চারি স্থলে যে পুনর্ব্বিবাহ প্রার্থনীয় নহে তাহা আইন কর্ত্তারা এবং প্রকারান্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন কেননা আইনের নাম " বিধবা বিবাহ বিধায়ক" আইন ও প্রবন্ধের নাম " বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না "। বিধবার সংখ্যা অধিক হইলেও বড় ২ নগরে পতিত ও ক্লীবের সংখ্যাও ফেলিবার নহে। এই স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধিনতার উচ্ছাস কালে ঐ সব ব্যক্তির স্ত্রীরা আন্দোলন আরম্ভ করিলে কি বলিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করা যাইবে?

বিধবার বিশেষতঃ অপ্রসূতা বালিকা বিধবার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া কি পুনর্বিবাহের দোষ গুলি এক কালেই দেখিতে হইবে না?

বিধিটী অক্ষতযোনি কি অপ্রসূতার প্রতিই সীমাবদ্ধ থাকিবার নহে। তদনুসারে বহুপুত্রবতী, সদ্যপ্রসূতা, সগর্ভা, সকলেরই বিবাহ হইতে পারে যাহাতে অনেক পরিবার উৎসন্ন হইবার সম্ভাবনা। তজ্জন্য যে দেশে কি জাতিতে উহা এককালে অশাস্ত্রীয় নহে সেখানেও উঁহা নিন্দনীয়। মহারাণী ভারতেশ্বরী আর বিবাহ করেন নাই — অহল্যা বাই, রাণী ভবানী, মহারাণী স্বর্ণময়ী, মহারাণী শরৎসুন্দরী পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে পৃথিবীতে তাঁহা-দিগের নাম মাত্র শোনা যাইত না। কেহ কেহ বলেন যে অন্যান্য দেশে স্ত্রীলোকে ইচ্ছা পূর্ব্বক বিধবা থাকে, আমাদের দেশে বল পূর্ব্বক রাখা হয়। শাস্ত্রকে যদি বলপ্রকাশ বল তবে আমাদের দেশে কোন্ কার্য্যটী বিনা বলপ্রকাশে হয়? শৌচ, স্নান, দন্তধাবন পর্য্যন্ত শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বল প্রকাশ করিলেই দোষ নাই তদ্দ্বারা ভাল কি মন্দ কর্ম্ম করান হইল তাহাই দেখা উচিত। বালককে সকল কার্য্যই বল প্রকাশ দ্বারা করাইতে হয়, জ্যাঠা মহাশয়কেও পীড়ার সময়ে বলপূর্ব্বক ঔষধ খাওয়াইতে হয়। অনেক দেশে নানা অসুবিধা প্রযুক্ত অনেক পুরুষে বিবাহ করে না কি অনেক বয়সে করে তজ্জন্য অনেক স্ত্রীদিগকে চিরকাল কি দীর্ঘ কাল কুমারী থাকিতে হয়। ইহা কি এক প্রকার বলপ্রকাশ নহে? তাহাতে কি ভ্রূণ হত্যাদি হয় না? এই বিষয়ে কুমারী ও বিধবার মধ্যে তারতম্য কি? কেহ ২ ভাবেন যে বিধবারা আহার পরিচ্ছদে কষ্ট পায় কুমারীরা

তাহা পায় না। কিন্তু পতিশূন্যাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য ব্যবহার সতীত্ব রক্ষার পক্ষে যে অধিকতর উপযোগী ইহা কে না স্বীকার করিবে ? বরঞ্চ অধিক স্থলে কুমারী অপেক্ষা বিধবার অবস্থা ভাল। শিল্পাদি দ্বারা জীবিকার উপায় না শিখিলে কুমারীকে আমরণ পিতৃকুল কি মাতৃকুলের গলগ্রহ থাকিতে হয়; কিন্তু বিধবা পতিকুলেরও আশ্রয় পাইতে পারে। আমাদের দেশে বিবাহ যদি প্রধান সংস্কার বলিয়া গণ্য না হইয়া স্বেচ্ছাধীন চুক্তি মাত্র হইত তাহা হইলে কুমারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইত এবং যে রূপ স্বাধীনতার স্রোত বহিয়াছে তাহাতে অল্প কাল মধ্যে যে তাহা ঘটিবে না ইহাও বলা যায় না।

পুরুষে যত বার ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে বলিয়া স্ত্রীদিগকেও সেই সুযোগ দিবার উপায় নাই×। স্ত্রীদিগকে জননী, শিশু পালিনী হইতে হয়। এই দরিদ্র দেশে অধিকাংশ লোকেই ধাত্রী রাখিতে পারে না। অল্প বয়স্কা পুত্রবধূ কি ভ্রাতৃ জায়া দিগকে রক্ষা ও গৃহকর্ম্ম শিখাইবার জন্য গৃহ কর্ত্রীর আবশ্যক, অনেক স্থলেই বিধবা মা, মাসী, পিসী, খুড়ীই গৃহকর্ত্রী। সন্তান থাকিলে পুরুষের পক্ষেই পুনর্ব্বিবাহ বিষম অসুবিধাজনক ও অনেকে পুনর্ব্বিবাহ করে না। যাহা হউক বিমাতা জন্য অসু-

---

× স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে বা কন্যামাত্র প্রসবিনী অথবা চিররোগিণী হইলে, পুরুষ শাস্ত্রোক্ত প্রকারে ও অনিন্দিত ভাবে সেই স্ত্রী বর্ত্তমানেই দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু পত্নী এক স্বামী বর্ত্তমানে অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারেনা।

বিধা আমাদের সমাজের অভ্যস্ত হইয়াছে কিন্তু মাতার দ্বিতীয় পতি এ পর্য্যন্ত অপরিচিত। ঐ রূপ সম্বন্ধধারীর কি তজ্জাত সন্তানের বিমাতা, বৈমাত্রেয় এবম্প্রকার কোন নাম পর্য্যন্ত শাস্ত্রে না থাকায় বিধবা বিবাহ যে কোন কালে প্রচলিত ছিল ইহা হৃদয়ঙ্গম হয় না।) যাহা হউক ঘরে মা, মাসী, কি পিসী গৃহকর্ত্রী থাকায় অনেক দিন পর্য্যন্ত বিমাতা জন্য অসুবিধা সন্তানের পক্ষে তাদৃশ প্রবল হইতে পায় না। সপত্নী পুত্র ঐহিক ও পারত্রিক উভ-য়তঃই বিমাতার পুত্রস্থানীয় ও স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ স্নেহময়ী কিন্তু মাতার দ্বিতীয় পতির গৃহে সন্তানের মাতা ভিন্ন অপর কোন আত্মীয়ই থাকে না, স্ত্রীর পূর্ব্বপতিজাত পুত্র ঐপতির কেহই হয় না কেবল গলগ্রহ ও পুরুষ তাদৃশ স্নেহ বান নহে। মাতা স্বভাবতঃ দুর্ব্বলা ও পরাধীনা হইয়া পড়ে ও প্রত্যেক প্রসবের সময়ে কিছু কাল এক কালে তত্ত্বাবধানে অক্ষম হয়। শিশু সন্তান পূর্ব্বপতির গৃহে রাখিয়া গেলে মাতা বর্ত্তমানেই তাহারা মাতৃহীন হয়। অনেক স্থলে পতিগৃহে অভিভাবিকা স্ত্রীলোক না থাকায় ঐরূপ রাখিয়া যাইবার ও উপায় থাকে না। অনেক স্থলে ঐরূপ সন্তান লইয়া দেবরাদির সঙ্গে মহা গোলযোগই উপস্থিত হয়। তাহার ফল এই হয় যে, সাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বি-ষয়েই তাচ্ছিল্য পড়ে। (সুতরাং সন্তানবতীর পুনর্ব্বিবাহ অ-কর্ত্তব্য ও তার পক্ষে পাত্র যোটাও অসম্ভব। অতএব তা-হাদের জন্য আমাদের পুরাতন নিয়ম ভঙ্গ করিবার প্রয়ো-জন নাই। অপ্রসূতা কি নিঃসন্ততি বিধবাদিগকে ও সেই

সঙ্গে কষ্ট পাইতে হয়। সকল সাধারণ নিয়মেরই ঐরূপ ফল দেখাযায়——অধিকাংশ লোকের উপকার, কিয়দাংশ লোকের অসুবিধা। দেখ সকল নাবালগই ১৮ কি ২১ বৎসরে সাবালগ হইবার নিয়ম আছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই অনেকের বিষয় বুদ্ধির পরিপাক জন্মে, তথাপি তাহারা নিজ বিষয়ের উপর আধিপত্য করিতে অনেক দিন বঞ্চিত থাকে। আবার অনেকের ৩০।৪০ বৎসরেও বুদ্ধির পরিপাক জন্মায় না। সঞ্চিত বহু ধন এক কালে হাতে পাইয়া তাঁহারা নিজের ও বয়স্যদের জন্য ঐ অর্থ দ্বারা নরকাভিমুখে বিস্তীর্ণ রাজপথ প্রস্তুত করেন ও অচিরাৎ সকলে তথায় গমন করেন। আবার নিয়মটী এমন কঠিন যে পরিমিত কালের এক দিন পূর্ব্বেও কোন ক্ষমতা থাকে না। একদিনে যত বুদ্ধির পরিপাক জন্মে তাহা সকলেই জানে। কিন্তু তাই বলিয়া উপায় কি? ব্যক্তিবিশেষের জন্য পৃথক ২ নিয়ম করিলে বিবাদের পথ প্রশস্ত করা হয়, পাত্র অবধারণ করা কঠিন হয়, অবধারণ করিতে পারে এমন লোকও অতি বিরল।

যুগপ্রভাবে অনেক সম্পন্ন ব্যক্তি অল্প বয়সে অপুত্রক মরেন ও বংশ ও পৈতৃক ক্রিয়াকলাপ ও কীর্ত্তিরক্ষার জন্য স্ত্রীকে দত্তকগ্রহণের অনুমতি দিয়াযান। দত্তকগ্রহণ করিলে পুনর্ব্বিবাহের প্রতিবন্ধক জন্মে, কেননা শিশুদত্তককে প্রতিপালনের ভার লইতে হয়। দত্তক যে কতদূর আবশ্যক তাহা সম্পন্ন হিন্দু মাত্রই জানেন। পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত

হইলে দত্তকগ্রহণ এক প্রকার উঠিয়াই যাইবে ও অপুত্রক মাত্রের শ্রাদ্ধ তর্পনাদি লোপ হইবে।

প্রথম ২ নাম কিনিবার জন্য কোন ২ তেজস্বী লোকের কথা ছাড়িয়া দিলে ইহা বলিতে পারাযায় যে প্রথম বিবাহে কোন পুরুষই বিধবা বিবাহ করিবে না। বিধবার দুর্ভগানাম ঘুচিবার নহে। ফলতঃ আমাদের পরিবার গত আচার নিয়ম ও সমাজের গঠন অনেকাংশে পরিবর্ত্তন না করিলে বিবাহ দূষিতা কন্যাকে তাহার সহিত মিশ্রিত করা সুক-ঠিন। সত্যবটে আমরা অনেক স্থলে হিন্দু ধর্ম্মের সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতেছিনা, তথাপি যতদিন হিন্দুশাস্ত্রা-নুসারে আমাদের বৈধবিবাহ, বৈধসন্তান, দত্তকগ্রহণ, ও উত্তরাধিকারের নিয়মাদি নির্দ্ধারিত হইতেছে ততদিন গা-র্হস্থের পত্তনভূমি বিবাহের ন্যায় গুরুতর ব্যাপারে স্বেচ্ছা-চার প্রদর্শনের উপায় নাই। ইহাতে কেবল আপনার উপর অত্যাচার হয় এমত নহে, নিরীহ নির্দ্দোষ সন্তান সন্ততি ও আত্মীয়বর্গকেও চিরকালের মত নিন্দনীয় করিতে হয়। এইটীই অনেকের পক্ষে ইতস্ততঃ করিবার প্রধান কারণ।

এই সমস্ত কারণেই অদ্য ৩০ বৎসর ধরিয়া বিধবা বি-বাহের আন্দোলন চলিতেছে, কিন্তু তাহা প্রচলিত হই-তেছে না। যে কয়েক ব্যক্তি বিধবা বিবাহ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে তাহা শাস্ত্র সম্মত হওয়া আর না হওয়া তুল্য কথা।

তবে অন্য সাধ্য হইলে বিধবার সংখ্যার হ্রাস না-

ধনে চেষ্টা করা উচিত। বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ ঐ সংখ্যাবৃদ্ধির মুখ্য কারণ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ নিবারক প্রস্তাব সর্ব্বাংশে শাস্ত্রীয়। বহুবিবাহ এখন ঘৃণিত হইয়া পড়িয়াছে ও দিন ২ উঠিয়া যাইতেছে। অনেকে বাল্য বিবাহকেও ঘৃণা করেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় জ্ঞানে এখনও অধিকাংশ লোক ঐ ঘৃণিত ব্যবহার ত্যাগ করিতে পারেন না। এক বাল্যবিবাহ উঠিলে নানা প্রকার উপকার হয়। ১৫ বৎসরের কন্যার পক্ষে অন্ততঃ ২৪।২৫ বৎসরের পাত্র আবশ্যক। তত বয়সে অনেকেরই পাঠ সাঙ্গ হয় ও ক্ষমতা ও চরিত্র অজ্ঞাত থাকেনা। কন্যাটীর দোষগুণ প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা, অকালমৃত্যুর আশঙ্কা কমিয়া যায় কেননা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই অধিকাংশ লোক মরে। বিবাহের অনতিবিলম্বেই সন্তানাদি হয়, তার পর দৈবাৎ কেহ বিধবা হইলেও শিশুপালন কালাতিপাতের অবলম্বন হয়। সন্তানগুলি সবল ও সুবুদ্ধি হয় ও বালিকার প্রথম প্রসবে যে সকল আশঙ্কা আছে তাহা থাকে না। তত বয়সে বিধবা হইলেও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানে তাদৃশ কষ্ট হয়না। সেই বয়সে কন্যা ঋতুমতী হইতে পারে, অতএব ঋতুমতী কন্যার বিবাহ শাস্ত্রীয় কি না দেখাযাউক।

প্রথমতঃ রজস্বলাকন্যার দান নিন্দনীয় বলিলেও তাহার বিবাহ নিষিদ্ধ নহে—সে আপনি বিবাহ করিতে পারে যথা:—

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।

নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥
ত্রীণি বর্ষাণ্যুদিক্ষেত কুমার্যৃতুমতীসতী ।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশম্পতিম্ ॥
অদীয়মানা ভর্ত্তার মধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ং ।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি নচযং সাধি গচ্ছতি ।

ভৃ, ম, ৯ অ, ৮৯ । ৯০ । ৯১

কন্যা ঋতুমতী হইয়াও আমরণ গৃহে থাকা শ্রেয়ঃ, তথাপি তাহাকে নির্গুণ পাত্রে দিবে না । সে তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া যথা যোগ্য পতি বিবাহ করিবেক তাহাতে উভয়েরই পাপ হয় না ।

সচরাচর ১২ বৎসরে ঋতু হয় ধরিলে ও এই সর্ব্ব প্রধান শাস্ত্রানুসারে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যা অবিবাহিতা থাকিতে পারে ।

যাবত্তু কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি
তুল্যৈঃ সকামামপি যাচ্যমানাম্ ॥
তাবন্তি ভূতানি হতানি তাভ্যাম্ণ
মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ ॥ ব, ব্য

সকামা ওতুল্য বর প্রার্থিতা কন্যা যত বার ঋতুমতী হয় তার পিতামাতা তত জীব হিংসার পাতকী হয় ।

কিন্তু সাধারণতঃ তত অল্প বয়সে আপনা হইতে সংসর্গ বাসনা হয়না । পতি সহবাসই ঐ বাসনার প্রধান কারণ ও প্রথা উঠিয়া যাইলে কেহ কাহারও অল্প বয়সে কি

যাহ দেখিয়াও ইচ্ছা করিবে না। সকামা ও যাচ্যমানা শব্দ থাকায় এই বচনে তাদৃশ বাধকতা দেখা যায় না।

অঙ্গিরা(বি, বি ৪৯)

(১) অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নব বর্ষাতু রোহিণী।
দশমেকন্যকা প্রোক্তা অতর্উর্দ্ধং রজস্বলা॥

(২) তস্মাৎ সম্বৎসরে প্রাপ্তে দশমেকন্য
কাবুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন নদোষঃ কালদোষতঃ॥

অষ্টবর্ষা কন্যাকে গৌরী, নববর্ষাকে রোহিণী, দশ বর্ষাকে কন্যা ও তার পর রজস্বলা বলে। অতএব পণ্ডিতেরা, দশম বয উপস্থিত হইলে যত্নপূর্ব্বক কন্যার বিবাহ দিবেন, তখন আর কালদোষ জন্য দোষ নাই।

এই বচনে দোষ শ্রুতি নাই, পণ্ডিতজনোচিত দানের উল্লেখ আছে, সর্ব্ব সধারণের পক্ষে কোন বিধি নাই।

পরাশর (৭ অ,বি,বি, ৮৫)

(১) অষ্ঠবর্ষা ভবেদ্ গৌরি নববর্ষাতুরোহিনী।
দশবর্ষাভবেৎ কন্যা অতর্উর্দ্ধং রজস্বলা॥

(২) প্রাপ্তেতুদ্বাদশেবর্ষে যঃকন্যাং নপ্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যা পিবন্তিপিতরঃ স্বয়ম্॥

(৩) মাতাচৈব পিতাচৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতাতথৈবচ।
ত্রয়স্তেনরকংযান্তি দৃষ্টাকন্যাং রজস্বলাম্॥

(৪) যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোঽজ্ঞান মোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যোহ্য পাঙ্‌ক্তেয়ঃ সজ্ঞেয়ো বৃষলী পতিঃ॥

(৫) যঃ করোত্যেক রাত্রেণ বৃষলী সেবনং দ্বিজঃ।
সভৈক্ষ ভুগ্‌ জপন্নিত্যং ত্রিভির্ব্বর্ষৈর্ব্বি শুদ্ধ্যতি॥

অষ্ট বর্ষাকন্যাকে গৌরী, নব বর্ষাকে রোহিণী, দশ বর্ষাকে কন্যা ও তার পর (একাদশ বর্ষ হইতে) রজস্বলা বলে। দ্বাদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে যে কন্যা দান না করে তাহার পিতৃলোকেরা মাসে মাসে সেই কন্যার ঋতু কালিন শোনিত পান করেন। কন্যাকে রজস্বলা দেখিলে মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিন জন নরকে যান। যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানান্ধ হইয়া সেই কন্যাকে বিবাহ করে সে অসম্ভাষ্য অপাঙ্‌ক্তেয় ও বৃষলীপতি। যে দ্বিজ এক রাত্রি বৃষলী সেবন করে সে তিন বৎসর প্রতিদিন ভিক্ষান্ন ভক্ষণ ও জপ করিয়া শুদ্ধ হয়।

সুতরাং বাল্য বিবাহের কঠোরতাও পরাশর বিধান করিয়াছেন। মনুতে বয়ঃক্রম অনুসারে কন্যার গৌরী, রোহিণী, কন্যা ও রজস্বলা এই চারি পারিভাষিক নামই নাই। অঙ্গিরা ও পরাশরের মতে কন্যা বস্তুতঃ রজস্বলা

(ঋতুমতী) হউক আর না হউক একাদশ বর্ষ প্রবেশ মাত্র কন্যাকে রজস্বলা বলা যায়। পরাশর সংহিতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে যে কথা বলিয়াছি তাহার অধিকাংশের দৃষ্টান্ত এই এক স্থলে একত্রে পাওয়া যাইতেছে। ক্রমে তাহা দর্শাইতেছি।

প্রথমতঃ (১) বচন কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত অঙ্গিরার (১) শ্লোক মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ মনুর মতে পূর্ণদ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ হইতে পারিত যথা :—

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষীকীম্

ভৃ, ৯ অ, ৯৪ বি, বি, ৪৯

ত্রিশ বৎসরের বর দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা বিবাহ করিবেক।

অঙ্গিরা যুগবিশেষ নির্দ্দেশ না করিয়া দশমবর্ষ প্রবেশ মাত্র অর্থাৎ নবমবর্ষের পরেই বিবাহ অবশ্য দেয় এই বিধান করিলেন। ঐ নিয়ম ত্রেতা ও দ্বাপরে অবশ্যই খাটিত ও কলিযুগেও খাটিতে পারিত। সেইজন্য পরাশর বিধান করিলেন দ্বাদশবর্ষ প্রবেশ করিলে কন্যার বিবাহ অবশ্য দেয় (২)। অতএব কন্যার পক্ষে পরাশর ও মনুর মত এক হইল। কিন্তু পরাশর মতে কলিযুগে স্ত্রীজাতি এত-অধৈর্য্য হইয়াছে যে কুমারীরাও প্রসব করিতেছে ও বিধবা হইয়া তাহারা অধিকাংশ স্থলে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে পারিবেনা, তজ্জন্য পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে। অতএব পরা

শরকে অঙ্গিরা অপেক্ষাও অল্পবয়সে অর্থাৎ অষ্টম কি নবম বর্ষেই কন্যার দান অবশ্য কর্ত্তব্য এইরূপ বিধান করাই সঙ্গত ছিল। তাহা না করিয়া সত্যযুগের নিয়ম পুনরুজ্জীবিত করায় কি উপলব্ধি হয়?

তৃতীয়তঃ অঙ্গিরারমতে কন্যা রজস্বলানাম প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ দশমবর্ষে অবশ্য দেয়া। পরাশর কত বয়সে কন্যাদান অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা না বলিয়া দ্বাদশবর্ষে দান না করিলে কি দোষ হয় তাহাই বলিয়াছেন। অতএব তাঁহার মতে একাদশবর্ষ ও দ্বাদশবর্ষেরও কিয়দ্দিন অর্থাৎ কন্যা পারিভাষিক রজস্বলা হইয়াও অন্ততঃ একবৎসরকাল অদূষ্য ভাবে অদত্তা থাকিতে পারে।

চতুর্থতঃ (২) শ্লোকের দোষ প্রকৃত পক্ষে রজস্বলার (ঋতুমতীর) উপরেই বর্ত্তে পারিভাষিকের উপর নহে, কেননা সকল কন্যারই একাদশবর্ষে রজোদর্শন হয়না ও তাহা না হইলে পিতৃলোক কি পান করিবেন?

পঞ্চমতঃ ঐদোষ কেবল পরবচনোক্ত পিতা, মাতা, ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার উপরেই বর্ত্তে কেননা কন্যাকে রজস্বলা দেখিলে কেবল তাহারাই নরকে যায়, ও যুক্তিতঃ একা তাহারাই কন্যা দান করিতে বাধ্য। সুতরাং জ্যাঠা, খুড়া, মাতুল প্রভৃতি রজস্বলা কন্যাকে দান করিতে পারে ও যে কন্যার পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাই তাহার পক্ষে রজস্বলা হওয়া না হওয়া তুল্য।

ষষ্ঠতঃ (২) শ্লোকের সহিত (৩) শ্লোকের পূর্ব্বোক্ত সাপেক্ষতা থাকায় ও (৩) শ্লোকে কন্যাকে রজস্বলা দেখার কথা থা-

কায় এই দোষও প্রকৃত রজস্বলার উপরেই বর্ত্তে, পারিভাষি-কের উপর নহে। কেবল কালের দর্শন অপ্রসিদ্ধ। পারিভা-ষিক রজস্বলা দেখাযায়না।*

সপ্তমতঃ ঐ দোষ কেবল পিতা, মাতা, ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার উপরেই বর্ত্তে অন্যের উপর নহে।

অষ্টমতঃ (৪) শ্লোকে পাত্রের যে দোষের বিধান আছে তাহা ও প্রকৃত রজস্বলার প্রতিবর্ত্তে কেন না ঐ শ্লোকে "তাং কন্যাং" সেই কন্যা থাকায় পূর্ব্বোক্ত দুই শ্লোকে যে কন্যার উক্তি আছে তাহাকেই বোঝায় ও পূর্ব্বেই দেখান হইল যে ঐ দুই শ্লোকে প্রকৃত রজস্বলার উক্তি আছে। অপিচ (৪) ও (৫) শ্লোকে বৃষলী এই নূতন কথার ব্যবহার আছে। পরাশর সংহিতায় ঐ শব্দের পরিভাষা নাই কিন্তু বিষ্ণু বচনে দেখা যায় যে. কন্যা অবিবাহিতাবস্থায় পিতৃগৃহে প্র-কৃত পক্ষে রজোদর্শন করে তাঁহাকেই বৃষলী বলে, কোন পারিভাষিক রজস্বলাকে বলে না।

পিতৃ বেশ্মনি যা কন্যা রজঃ পশ্যত্য সংস্কৃতা।
সা কন্যা বৃষলীজ্ঞেয়া * * * * *

বা (কন্যাশব্দে)॥

অতএব এই প্রবন্ধের সমস্ত স্থলেই পরাশর প্রকৃত রজ-স্বলাকে লক্ষ করিয়া দোষ সকল বলিয়াছেন। সুতরাং রজস্ব-লাশব্দের পরিভাষা করা বৃথা হইয়াছে। অধিকন্তু গৌরী ও রোহিণী এইদুই পরিভাষার কোনই সার্থকতা পরাশরসংহিতায় প্রদর্শিত হয় নাই। ঐদুই নাম এক কালে ব্যর্থ আছে। সুত-

য়াঃ ইহা কি উপলব্ধি হয় না যে, পরাশরসংহিতা লেখক এইস্থলে কেবল কন্যার বয়ঃক্রম অনুসারে পূর্ব্বস্মৃতি অঙ্গিরার বচন অনুবাদ অর্থাৎ উদ্ধার মাত্র করিয়াছেন ও নিজে কেবল প্রকৃত রজস্বলার দোষকীর্ত্তন করিয়াছেন পারিভাষিকের নহে?

নবমতঃ যদি গায়ের জোরে বলা যায় যে পরাশর পারিভাষিক রজস্বলারই দোষ বলিয়াছেন, তবে অনেক স্থলে দেখা যায় কন্যা দশম ও একাদশ বর্ষে ঋতুমতী হয় ও একাদশ বর্ষে প্রসব পর্য্যন্ত করে। দশম বর্ষ পূর্ণ হইলেও একাদশ বর্ষে যে কন্যা ঋতুমতী হয় তাহার সম্বন্ধে কি ঐ সমস্ত দোষ বর্ত্তিবেনা? এই উভয় শঙ্কটের সদুত্তর ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।

দশমতঃ যদিবলাযায় পরাশর প্রকৃত ও পারিভাষিক উভয় প্রকার কন্যারই ঐ সকল দোষ বিধান করিয়াছেন তাহা হইলেও (২) শ্লোকের দোষ কোন মতেই পারিভাষিকের প্রতি বর্ত্তেনা, কেননা কেবল পারিভাষিকের রজোদর্শন হইবেই এমন কথা নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই দোষটী একটী বর্ষ ধরিয়া বলা হইয়াছে রজস্বলা কথার উপর এক কালে লক্ষ্য না রাখিয়াই বলা হইতেছে — দ্বাদশ বর্ষ প্রাপ্তি হইলে পর যে কন্যা দান না করে তার পিতৃলোক মাসে ২ সেই কন্যার ঋতুকালীন শোণিত পান করেন তাহার পূর্ব্বেই অর্থাৎ একাদশ বর্ষ প্রবেশের পরেই কন্যা পারিভাষিক রজস্বলা হইয়াছে, তারপর অনুগ্রহের এক বৎসর কাল দেওয়া হইয়াছে, তার পর হইতে ঐ দোষ বিধান করা হইতেছে। কিন্তু তখনও কন্যা বস্তুতঃ রজস্বলা না হইতে পারে। যার ঋতু দ্বাদশ বর্ষে না হয় সে যদি

দ্বাদশ বর্ষে বিবাহিতা না হইয়া থাকে তাহার পিতা, মাতা, ও ভ্রাতার পিতৃলোকও কি ঐ শোণিত পান করিবেন? (২) শ্লোকে দ্বাদশ বর্ষের উল্লেখ ও (১) শ্লোকে রজস্বলার পরিভাষা থাকায় বাক্যার্থ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিলে এই রূপ অর্থ হয় যে পারিভাষিক রজস্বলা কন্যা যদি দ্বাদশ বর্ষে অবিবাহিতা থাকে তবে তার পিতা, মাতা, ও ভ্রাতার পিতৃ লোক ঐ কন্যার ঋতু হউক আর না হউক তার ঋতু কালীন শোণিত পান করেন। ঐ পারিভাষিক ঋতুমতী কন্যার দ্বাদশ বর্ষ প্রাপ্তি দেখিলে তার পিতা, মাতা, ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরকে যান ও সেই কাল্পনিক কি প্রকৃত ঋতুমতীকে বৃষলী বলা যায় ও তার স্বামী বৃষলীপতি ও অসম্ভাষ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয় হয় ইত্যাদি। ইহাতে "শোণিত" "দৃষ্ট্বা" (দর্শন করিয়া) ও "বৃষলীপতি" এই তিন শব্দ এক কালে ব্যর্থ হয়। পরাশর যেন দ্বাদশ বর্ষ প্রাপ্ত কন্যার পিতা, মাতা, ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও প্রার্থী বরকে কতকগুলি ভয় প্রদর্শন করিয়া তার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দিতে প্রবৃত্তি দিতেছেন আর মনে মনে হাসিতেছেন যে ঐ সমস্ত ভয় কেবল ধমকানি, কোন কাযেরই নহে কেননা কন্যা প্রকৃত রজস্বলা না হইলে উহার একটীও খাটিবার নহে।

একাদশতঃ (৪) শ্লোকের দোষ কেবল ব্রাহ্মণ পতিরই হয় শূদ্রাদির হয় না।

দ্বাদশতঃ (৫) শ্লোকে ঐ দোষ সামান্য ও প্রায়শ্চিত্তার্হ।

ত্রয়োদশতঃ রজোদর্শন একটী অনিশ্চিত ঘটনা—উহা স্বাভা-

ষীক ও অন্যান্য অবস্থানুসারে দশম হইতে ষোড়শ বর্ষের মধ্যে কোন কালে ঘটে। সেই রূপ অনিশ্চিত ঘটনার উপর কোন নিশ্চিত বিধি বা নিষেধ নির্ভর করিতেই পারে না। সেই জন্য রজস্বলা শব্দের পরিভাষা করা হইয়াছে। কিন্তু অবিবাহিতা কন্যা রজস্বলা হইলে দাতা ও গৃহিতার যে সমস্ত দোষ বলা হইয়াছে তাহা প্রকৃত রজস্বলা সম্বন্ধেই বর্ত্তে। অতএব এই রূপ অল্পস্থলব্যাপী অনিশ্চিত ঘটনা মূলক দোষকীর্ত্তন কেবল শাসনবাক্য। উৎকৃষ্ট বর না পাইলে যখন আমরণ কন্যাকে গৃহে রাখিবার বিধান সর্ব্বপ্রধান মনুতে পাওয়া যাইতেছে তখন ঐ সব শাসনবাক্য লঙ্ঘন করিলে তাদৃশ দোষ নাই কেননা সুপাত্র অন্বেষণে কাল হরণ হয়। এই সমস্ত শাসনবাক্য সত্ত্বেও কন্যা যদি রজস্বলা হইয়াও আপনা হইতে বিবাহ করিতে পারে ও সেই রূপ উপযাচিকা কন্যাকে বিবাহ করিলে বরেরও দোষ নাই মনু লিখিতেছেন তখন ঐ সকল শাসনবাক্য অকার্যকর হইতেছে। বোধ হয় এই জন্যই রাঢ়ীয় শ্রেণীর মধ্যে বাল্যবিবাহবিধায়ক শাস্ত্র সকল প্রায়শঃই মানা হয় না। বাল্যবিবাহে যে আর একটী মহৎ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যদি দুর্ভাগ্য ক্রমে সেই কন্যা অল্প বয়সে বিধবা হয় তবে তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় রাখাই দুরূহ। এই বিষয়ে সেই কন্যার পিতামাতাকে কতকত স্থলে প্রকৃতপ্রস্তাবে পাপ গ্রস্থ হইতে হয় তাহা বলা যায় না। অপ্রসূতা বিধবারাই অন্যান্য দোষে লিপ্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা। স্বামীর প্রতি স্নেহমমতা দূরে থাকুক অনেক স্থলে ঐরূপ বিধবা তার নাম, রূপ পর্য্যন্ত স্মরণ করিতে পারেনা। কিছুদিন পতিপ্রণয়ের পা-

স্ত্রী হওয়ার পর বিধবা হইলে পতির রূপ, গুণ ও স্নেহমমতা স্ম-রণ অনেকাংশে কুপ্রবৃত্তি নিবারণের সহায় হয়। বিধবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সহমরণ বালিকা বিধবার পক্ষে এককালে সা-ধ্যাতীত। ফলতঃ বিবাহ বিষয়ে দুইমুখ বন্ধ করা আর অধিক দিন চলিবার নহে। বালিকাবিধবার সৃষ্টি করিয়া তার পুনর্ব্বি-বাহ বন্ধ করা এখনকার কালে সুকঠিন হইয়া উঠিতেছে। এ-খন অনেক ছেলেধরার দলের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব বালিকা-বিধবার সংখ্যা যাহাতে কমে সকলেরই তাহাতে যত্ন করা উচিত। বিধবা-বিবাহ-বিধায়ক আইন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। অদ্য ৩০ বৎসর অতীত হইল ঐ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে কিন্তু তদনুসারে কয়টী বিবাহ প্রকৃত পক্ষে হিন্দু ধর্ম্মে যাহারা বিশ্বাসকরে তাহাদের মধ্যে ঘটিয়াছে? বোধ হয় একটীও নহে। অন্য স্থলেও ঐ রূপ বিবাহ অত্যল্পই ঘটিয়াছে। অপ্রয়োজনীয় অনীচ্ছিত স্থলে আইন করিলে তাঁহার ঐরূপই ফল হয় লাভের মধ্যে অধিকাংশ প্রজার অসন্তোষ জন্মে ও অনেক স্থলে ক্ষতিও হয়। ইহার আর একটী দৃষ্টান্ত অধিক হারে সুদ নিবারণের আইন রদ করা। সেই আইন ১৮৫৬ সালে বিধি বদ্ধ হয়। তৎ পূর্ব্বেই ইংলণ্ডপ্রচলিত ঐরূপ আইন রদ হইয়া ছিল কিন্তু সেই দেশে নানা কারণে বিপুল অর্থ সংগৃহীত হওয়ায় তাহাতে ঋণ গৃহীতার অপকার হয় নাই অপিচ ঋণ দাতার উপকার হইয়াছে, কিন্তু সেই দৃষ্টান্তে নির্ধন ভারতবর্ষে কি বিষময় ফলই ফলিতেছে। এখানে তাদৃশ অর্থ মহাজনদের হাতে নাই যে যৎ-

কিঞ্চিৎ সুদ পাইলেই তাহারা টাকা কর্জ্জ দিবে। সুতরাং দেখা যায় যে মহাজনেরা কখন ২ প্রত্যহ টাকায় ৵০ আনা পর্য্যন্ত সুদ বসায়। ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ প্রজা যে মহাজনদিগের দাসানুদাস ও মুষ্টিভিক্ষোপজীবি ঐ আইন বদ হওয়া তাহার একটী প্রধান কারণ। অধিক হারে সুদ নিবারক আইন ভঙ্গ করিবার জন্য মহাজনেরা অনেক ষড়যন্ত্র করিত ও অনেক স্থলে কৃতকার্য্যও হইত সত্য বটে, কিন্তু তথাপি তাহাতে অনেক বিপদের আশঙ্কা ছিল। এখন যে হারে ইচ্ছা ঋণ গৃহীতার প্রয়োজন অনুসারে সেই হারেই মহাজনেরা নির্ভয়ে সুদ বসাইতেছে ও আদালতের দ্বারা তাহা আদায় করিয়া লইতেছে।

পরিশিষ্ট

পরাশরের মতে বিধবা বিবাহ হইতে পারে না ইহা দেখান হইল। এক্ষণে অন্যান্য শাস্ত্রের মতে তাহা প্রচলিত হইতে পারে কি না ইহাই সংক্ষেপে দেখাইতেছি।

১ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, আগম, শিষ্টাচার, যুক্তি এবং আত্ম-তুষ্টি, এই সাত প্রকার প্রমাণ এবং ইহার পূর্ব পূর্বটী পর পরটী অপেক্ষা বলবান্।

২ তুল্যবল প্রমাণ দ্বয়ের বিরোধে, তাহার মধ্যে যে কোনটী অনুসারে চলা যাইতে পারে।

৩ ঐস্থলেও যে বিধি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত কি হীনবল প্রমাণান্তরের অনুযায়ী তাহাই গ্রাহ্য করা উচিত।

৪ স্মৃতিসকলের মধ্যে বিশেষ এই যে মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি অগ্রাহ্য।

৫ এক কিম্বা একজাতীয় প্রমাণের মধ্যে সামান্য ও বিশেষ এই দুই প্রকার অনেক বিধি আছে। সামান্য অপেক্ষা বিশেষ বিধি বলবত্তর।

৬ প্রাপ্তি অনুসারে বিধিসকল ৪ প্রকার :—(১) অপূর্ব, চোদনা বা উৎপত্তি, (২) নিষেধ, (৩) পরিসংখ্যা, (৪) নিয়ম।

(১) বিধি না থাকিলে যাহা কেহ করিত না, এই রূপ

বিধিকে অপূর্ব, চোদনা কিম্বা উৎপত্তি বিধি বলে যেমন "স্বর্গ কামো যজেত"—স্বর্গাভিলাষী যাগ করিবে। যাগ করিলে স্বর্গ হয় ইহার আর প্রমাণান্তর ছিল না, এই তাহার প্রমাণ। রাগপ্রাপ্ত অর্থাৎ স্বাভাবিক ইচ্ছায় যাহার প্রবৃত্তি আছে সে বিষয়ে অপূর্ব বিধি হয় না কেননা তাহা বৃথা হয় যেমন "ভোজন করিবে"।

(২) শাস্ত্রান্তর দ্বারা অথবা ইচ্ছাধীন যে কার্য্যের প্রাপ্তি আছে তাহার নিবারক বিধিকে নিষেধ বিধি বলে।

(৩) রাগ প্রাপ্ত অর্থাৎ ইচ্ছাধীন বিষয়ে যে নিয়ম করা হয় তাহাকে পরিসঙ্খ্যা কহে। ইহাতে স্পষ্টাক্ষরে যে বিধি দেওয়া হয় তাহা প্রতিপালন করা না করা ইচ্ছাধীনই থাকে কিন্তু তাহার অতিরিক্ত স্থলে কার্য্য নিষিদ্ধ হয় যেমন "পঞ্চ পঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ" —শশক প্রভৃতি পাঁচটী পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষণীয়। ইহাতে যে ঐ পাঁচটী খাইতেই হইবে এমন বিধি দেওয়া হয় না, তাহা খাওয়া না খাওয়া পূর্ববৎ ইচ্ছাধীনই থাকে কিন্তু কুক্কুর প্রভৃতি অন্য পঞ্চনখ জন্তু খাইবেনা ইহাই জানান হয়। "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন পরিসঙ্খ্যার একটী বিশেষ দৃষ্টান্ত।

(৪) অপূর্ব কি পরিসঙ্খ্যা বিধি অনুসারে প্রাপ্ত বিষয়ের ক্রম বিধান করা নিয়ম বিধি। ইহাতেও প্রকারান্তরে নিয়মাতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সম্পন্ন হইয়া পরিসঙ্খ্যার ফল হয় কিন্তু বিশেষ এই যে নিয়মিত স্থলে কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য। যথা "সমে যজেত"—সমান স্থলে যাগ করিবে। "স্বর্গ কামোযজেত" এই অপূর্ব বিধি অনুসারে প্রাপ্ত যাগ সমান

ও অসমান উভয় স্থলেই হইতে পারিত তাহাতেই নিয়ম হইল সমান স্থলেই করিবে এবং তাহাই অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু অসমান স্থলে করিবেনা ইহাও বলা হইল। নারদের “নষ্টে মৃতে” ইত্যাদি বচনের পরে অনুদ্দেশের স্থলে যে কাল প্রতীক্ষার নিয়ম আছে তাহাই পরিসঙ্খ্যাবিধির প্রাপ্ত বিষয়ে নিয়ম বিধির দৃষ্টান্ত।

৭ কর্ত্তব্যের কাল ভেদে বিধিসকল (১)নিত্য, (২) নৈমিত্তিক এবং (৩) কাম্য ভেদে ৩ প্রকার।

(১) যে বিধিবাক্যে নিত্য কিম্বা সদাশব্দ. এক শব্দের দুই বার প্রয়োগ, কিম্বা যাবজ্জীবন করিবেক, লঙ্ঘন করিবেক না কিম্বা ত্যাগ করিবেক না এই রূপ নির্দ্দেশ, কিম্বা লঙ্ঘনে দোষশ্রুতি থাকে, কিম্বা ফলশ্রুতি না থাকে তাহাকে নিত্য বিধি বলে। যেমন “অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত”——দিন দিন সন্ধ্যা করিবেক।

(২) আগন্তুক নিমিত্তাধীন যে কর্ম্ম করিতে হয় তাহার বিধিকে নৈমিত্তিক কহে, যেমন পুত্র জন্মাইলে জাত কর্ম্ম, পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্তের বিধি।

(৩) ফল বিশেষের উদ্দেশে কি ইচ্ছা বিশেষের বৈধ-রূপে চরিতার্থ করিবার জন্য যে কর্ম্ম তাহা করিবার বিধিকে কাম্য বিধি বলে। যেমন স্বর্গ লাভাদির জন্য যাগাদির বিধি, রতি কামনায় অসবর্ণা বিবাহের বিধি, শান্তি স্বস্ত্যয়নাদির বিধি।

৮ নিষেধবিধিতে দোষশ্রুতি থাকে কিম্বা ফলশ্রুতি থাকেনা সেই জন্য অধিকাংশ স্থলেই নিষেধ বিধি নিত্য

বিধি হইয়া উঠে। নৈমিত্তিক নিষেধ কিম্বা কাম্য নিষেধের স্থল অতি বিরল।

৯ নিত্য অপূর্ব্ব, নিত্য নিয়ম, নিত্য নৈমিত্তিক, পরিসঙ্খ্যা নিয়ম, নৈমিত্তিক অপূর্ব্ব, নৈমিত্তিক নিয়ম, নৈমিত্তিক কাম্য, অপূর্ব্ব কাম্য, কাম্য নিয়ম প্রভৃতি বিবিধ প্রকার মিশ্র ভাগে বিধি সকল বিভক্ত হয়।

১০ পরিসঙ্খ্যার বিবিভাগ স্বভাবতঃই কাম্য ও নিষেধভাগ স্বভাবতঃই নিত্য।

১১ নিত্য বিধি সর্ব্বাপেক্ষা ও নৈমিত্তিক বিধি কাম্য অপেক্ষা বলবান্। মিশ্রের মধ্যেও নিত্যঅপূর্ব, নিত্য নিষেধ ও নিত্য নিয়ম সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্।

১২ তুল্যবল দুই কিম্বা বহু বিধির বিরোধই প্রকৃত বিরোধের স্থল এবং তাহাই ঘটিলে শাস্ত্রের বলাবল দেখিতে হইবে। শ্রুতি কিম্বা মনুর কোন নিত্য অপূর্ব্ব বিধির সহিত অন্য স্মৃতি কি পুরাণের তদ্রূপ বিধির বিরোধ ঘটিলে তখন অবশ্য শ্রুতি কি মনুর বিধিই মান্য করিতে হইবে। কিন্তু শ্রুতি কিম্বা মনুর কোন কাম্য বিধির সহিত অন্য শাস্ত্রের নিত্যঅপূর্ব কিম্বা নিত্য নিয়ম বিধির বিরোধ ঘটিলে শ্রুতি কিম্বা মনুর বিধি অগ্রাহ্য করিতে হইবে এবং হইয়া থাকে। এই রূপ মীমাংসা না করিলে আমরা পদে ২ শ্রুতি এবং মনু বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছি বলিতে হয় ৷ দেখ মনুর মতে কেবল কাম চরিতার্থের জন্য দ্বিজ জাতি অসবর্ণা কন্যা বিবাহ করিতে পারিত যথা "সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তাদারকর্ম্মণি। কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃস্যুঃক্রমশোঽ

ধৰা” (ব, বি) ॥ অতএব অসবর্ণা বিবাহ বিধি স্পষ্টতঃই কাম্য। মনুর সেই কাম্য বিধি এক উপপুরাণের “ দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা ” এই নিত্য নিষেধ বিধি দ্বারা রহিত হইয়াছে এবং সেই জন্য ব্রাহ্মণে কলিযুগে শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতে পারেনা। তদ্রূপ মনুতে ক্ষেত্রজ প্রভৃতি ১১ প্রকার পুত্র প্রতিনিধি করিবার অনুজ্ঞা ছিল। পুত্র প্রতিনিধি গ্রহণ করিবার বিধি গৃহীর পক্ষে নিত্য হইলেও কোন্ প্রকার পুত্রকে গ্রহণ করিবে তাহা গৃহীতার ইচ্ছাধীন ছিল। সেই জন্য উপপুরাণের “ দত্তৌরসেতরেষাঞ্চ পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ ” এই নিষেধবিধি দ্বারা দত্তক ভিন্ন অন্যপ্রকার পুত্র প্রতিনিধি গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হইতে পারিয়াছে ও তদনুসারে কার্য্য চলিতেছে। তদ্রূপ বেদোক্ত যাগ যজ্ঞ ও তাহাতে পশুবধ করিবার বিধি সকল কাম্য সেই জন্য বৈষ্ণব শাস্ত্রে পশু বধ মাত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে। “ অশ্ব মেধেন যজেত ”——অশ্বমেধ দিয়া যজ্ঞ করিবে এই শ্রুতি, উপপুরাণের “ নর মেধমেব মেধকৌ ” এই নিষেধ বিধি দ্বারা কলিতে অশ্বমেধ নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতিতে প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনা করিবার ও মনুতে দ্বিজাতির উপনয়নের বিধি নিত্য অপূর্ব্ব যাহা কোন ঋষিই নিষেধ করিতে পারেন নাই ও করিলেও গ্রাহ্য হইত না। কিন্তু মনুর কাম্য বিধি অন্য ঋষির কাম্য বিধি দ্বারা রহিত হইতে পারে না। সেই জন্যই লঘু প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে বিধবা-বিবাহ-বিধায়ক মনুর যে কাম্য বিধি আছে তাহা পরাশরাদির তদ্রূপ কাম্য বিধি দ্বারা রহিত

হইতে পারে না, এবং পরাশর যে মনুর বিরুদ্ধ কোন বিধি এই বিষয়ে দিয়াছেন তাহা সহজে বিবেচনা করা উচিত নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় মনুর "ত্রিংশৎবর্ষো বহেৎ কন্যাং" ইত্যাদি বচনের সহিত অঙ্গিরার "তস্মাৎ সম্বৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ" ইত্যাদি বচনের বিরোধ দেখাইয়াছেন ইহা যে বিরুরাধের স্থলেই নহে ইহা কল্লুকভট্টই দেখাইয়া রাখিয়াছেন। মনুর বচন কোন বিধিই নহে কেবল বর কন্যার বয়ঃক্রমের তারতম্যের সামান্য ইঙ্গিত মাত্র। দত্তকের ধনাধিকার বিষয়ে মনুর সহিত কাত্যায়নের আশঙ্কিত বিরোধ বিষয়ে পণ্ডিতবর মধুসূদন স্মৃতিরত্নমহাশয় উৎকৃষ্ট মীমাংসা করিয়াছেন, আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

বিবাহ বিধায়ক বিধি কোন্ শ্রেণীর বিধি ?

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে, একপত্নী গ্রহণের বিধি নিত্য, সেই স্ত্রী বন্ধ্যাদি হইলে অপর স্ত্রী গ্রহণ করা নৈমিত্তিক, ও কাম বশতঃ অসবর্ণা বিবাহ করা কাম্য। (বহু বিবাহ প্রবন্ধ)

কিন্তু বিধবা বিবাহের সপক্ষ মাধবরাও মহাশয়ের মতে বিবাহের বিধি পরিসঙ্খ্যা, তাহাতে এই বলা হইল যে বিবাহ করা না করা লোকের ইচ্ছাধীন, তাহা করিলে দোষ নাই কিন্তু না করিলেও পাপ হয় না অপিচ বিবাহাতিরিক্ত স্থলে স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ হইল। তিনি যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ প্রদর্শিত হইতেছে।

ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেসা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তুমহাফলা॥

মনু ৫ । ৫৬

মাংস ভক্ষণে, মদ্য পানে, এবং মৈথুনে দোষ নাই কেননা লোকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে তাহা করে, কিন্তু নিবৃত্তিতে সমধিক ফল হয় ।

লোকেব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
নিত্যাস্তুজন্তোর্ণহিতত্রচোদনা ।
ব্যবস্থিতিস্তেষুবিবাহযজ্ঞ
সুরাগ্রহৈরাসুনিবৃত্তিরিষ্ঠা ।

ভাগবৎ, ১১ । ৫ । ১১

মৈথুন, মৎস্য মাংস ভক্ষণ এবং মদ্য পান জন্তুমাত্রেরই ইচ্ছাধীন বলিয়া নিত্য প্রাপ্ত আছে, তাহাতে চোদনা অর্থাৎ অপূর্ব্ব বিধি হইতে পারে না । কিন্তু আপাততঃ ঐ সব বিষয়ে নিবৃত্তি ঘটাইবার জন্যই মৈথুন বিষয়ে বিবাহ, মাংস ভক্ষণ বিষয়ে যাগ, ও মদ্য পান বিষয়ে সুত্রামণি যজ্ঞ ব্যবস্থিত হইয়াছে ।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী বিবাহের বিধিকে এবং "স্বদার নিরতঃ সদা" সদা নিজপত্নীতেই রত থাকিবে এবং "ঋতৌ ভার্য্যা মুপেযাৎ"—ঋতুকালে ভার্য্যা গমন করিবে এই সমস্ত বিধিকে পরিসঙ্খ্যা অবধারিত করিয়াছেন । স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য "ঋতৌ ভার্য্যামুপেযাৎ" এই বিধিকে নিয়ম বিধি গণ্য করিয়াছেন তাহাতে এই হয় যে ঋতু কালে গমন না করিলে পাপ হয় এবং পাপ হইবার শাস্ত্রোও আছে । কিন্তু নিয়ম হইলেও অপূর্ব নিয়ম নহে,

কেননা বিষয়টী রাগপ্রাপ্ত। এইটী পরিসংখ্যা-নিয়ম বিধি, তাহাতে এই হইল যে ইচ্ছা থাকিলেও গমন না করিলে পাপ হয় ইচ্ছা না থাকিলে পাপ হয় না। যে বিষয়ে ইচ্ছা না থাকিলে কার্য্যই সম্পাদন হইতে পারেনা ইচ্ছা অসত্ত্বেও সে বিষয়ে অবশ্যপ্রতিপাল্য বিধিই হইতেই পারে না।

তার পরে তিনি দেখাইয়াছেন যে গৃহস্থাশ্রমই রাগ প্রাপ্ত সুতরাং তাহার উপায় বিবাহ ও রাগপ্রাপ্ত। যথা :—

যদিত্বাত্যন্তিকং বাসং রোচয়েত গুরোঃকুলে।
যুক্তঃপরিচরেদেশ মাশরীর বিমক্ষণাৎ॥

ভৃ। ২। ২৪৩

আসমাপ্তেঃ শরীরস্য যস্তু শুশ্রুষতে গুরুং।
সগচ্ছত্যঞ্জসা বিপ্রো ব্রহ্মণঃ সদ্মশাশ্বতং।

ঐ ২৪৪

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথা বিধি।
উদ্বেহত দ্বিজোভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং॥

ঐ ৩। ৪

অনেকানি সহস্রাণি কুমারব্রহ্মচারিণাং।
দিবংগতানি বিপ্রানামকৃত্বাকুলসন্ততিং॥

ঐ ৫। ১৫৯

যস্তূপনয়নাদেত দামৃত্যো ব্রতমাচরেৎ।

সনৈষ্টিকো ব্রহ্মচারী ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥

ব্যাস ।

চত্বার আশ্রমা ব্রহ্মচারি গৃহস্থ বানপ্রস্থ পরিব্রাজকাঃ তেষাং বেদমধীত্য বেদৌ বেদান্ বা অবশীর্ণ ব্রহ্মচর্যৌযমিচ্ছেত্তুত মাবসেৎ। বশিষ্ঠঃ।

আচার্য্যেণাভ্যনুজ্ঞাত শ্চতুর্ণামেকমাশ্রমং।
আবিমোক্ষাচ্ছরীরস্য সোহনুতিষ্ঠেৎ যথা
বিধি ॥ উশনা

গার্হস্থমিচ্ছন্ ভূপাল কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহং।
ব্রহ্মচর্যেণবাকালং নযেৎসঙ্কল্পপূর্ব্বকং।
বৈখানসো বাথভবেৎ পরিব্রাড়্থবেচ্ছয়া ॥

ইহা ভিন্ন যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু লঘু হারীত, দক্ষ, গৌতম, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের, এবং অগ্নিপুরাণের প্রমাণ আছে। এই সব শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাবসানে চারি আশ্রমের যে কোন আশ্রম্ ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করা যায় অথবা চিরকাল ব্রহ্মচর্য্যেই অবস্থিতি করা যাইতে পারে। অনেক কুমার ব্রহ্মচারিগণ বিবাহ এবং সন্তানোৎপাদন না করিয়াও স্বর্গে গিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্যে থাকিলে ব্রহ্মসাযুজ্য এবং মুক্তি লাভ হয়। গৃহস্থাশ্রমে ইচ্ছা হইলে গুরুর অনুমতি লইয়া সমাবর্ত্তন করত দারপরিগ্রহ

করিবে। অতএব গৃহস্থাশ্রম ও দারপরিগ্রহ যে ইচ্ছাধীন তাহাতে সংশয় নাই। যে আশ্রম গ্রহণ অপরের অনুমতি সাপেক্ষ তাহা কোন মতে নিত্য হইতে পারে না।

বহু বিবাহ প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক শাস্ত্র দর্শাইয়াছেন যাহাতে গৃহস্থাশ্রম ও বিবাহের নিত্যতা স্থির হয়। নৃসিংহ ও অগ্নিপুরাণের দুই একটী বচন অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্ত কাম্যতা নিষ্পাদক শাস্ত্র সকল অধিকারিভেদে প্রতিপাল্য তিনি এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ব্রহ্মচর্য্যে থাকিতেই যে ব্যক্তির বৈরাগ্য জন্মে সেই ব্যক্তিই একাএক ঐ আশ্রম হইতেই বানপ্রস্থ অথবা পরিব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে পারে অথবা ব্রহ্মচর্য্যেই অবস্থিতি করিতে পারে অপরে নহে। কিন্তু এই রূপ ব্যাখ্যার তাদৃশ সার্থকতা দেখা যায় না। বৈরাগ্য না জন্মাইলে কেহই প্রত্যক্ষ সুখকর গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ না করিয়া প্রত্যক্ষ কষ্টকর ব্রহ্মচর্য্যাদি গ্রহণ করে না। আগন্তুক কোন কারণ বশতঃ নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী প্রভৃতি পরে আশ্রম ভ্রষ্ট হইতে পারেন কিন্তু তাই বলিয়া প্রথমে যে তাহাদের প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মাইয়াছিলনা ইহা বলা যাইতে পারে না।

১৩ আমার বিবেচনায় এই উভয় প্রকার শাস্ত্রের মর্ম্ম এই যে প্রথম কিছু দিন ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ নিত্য তার পর সেই আশ্রমে থাকা কিম্বা অপর আশ্রম গ্রহণ করা ইচ্ছাধীন, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমের পক্ষে বিবাহ নিত্য। ব্রহ্মচর্য্যে থাকিতেই বৈরাগ্য জন্মাইলে কাহারও উপরোধে অনুরোধে গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে না, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমের ইচ্ছা হইলে অথবা ঐ আশ্রমে

থাকিয়া কখনই অদার থাকিবে না, স্ত্রীর মৃত্যু হইলে পুনর্বার বিবাহ করিবে, এবং কোন কারণ বশতঃ তাহা না ঘটিলে আর গৃহে থাকিবে না অন্য আশ্রম গ্রহণ করিবে কেননা দারশূন্যাবস্থায় অন্যান্য বিষয়ে গৃহীর মত থাকা উচিত নহে। যে সেই রূপে থাকে সে অনাশ্রমী কিন্তু এক দিনও অনাশ্রমী থাকিতে হয় না। ইহার উদ্দেশ্য এই যে বৈধরূপে ইন্দ্রিয়াদি চরিতার্থ হইতে পারে না এমন অবস্থায় লোভ-পূর্ণ-সংসারে বাস করিতে হয় না, তাহাতে অবৈধরূপে তাহা চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে। গৃহস্থাশ্রম নিত্য না হইয়াও বিবাহ গৃহস্থাশ্রমের পক্ষে নিত্য ইহার মর্ম্ম এই। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের গুণেই আশ্রমীর নিজের এবং তার পিতৃকুলের উদ্ধার হয় তাহার পক্ষে আর ঋণত্রয় কিম্বা পুন্নাম নরকের ভয় কিছুই থাকে না।

রাও মহাশয়ের মতে স্ত্রীদিগের পক্ষেও বিবাহ ঐচ্ছিক, নিত্য নহে।

অকামস্য ক্রিয়া কাচিৎ দৃশ্যতেনেহকর্হিচিৎ।

ভৃ। ২। ৪

যে ব্যক্তি অকাম অর্থাৎ ইচ্ছাহীন তার কোন ক্রিয়াই নাই।

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই বিবাহ একটী প্রধান ক্রিয়া যাহাতে উভয়কেই অনেক কার্য্য, মন্ত্রোচ্চারণ, হোম এবং প্রতিজ্ঞা করিতে হয়, তাহা জাতকর্ম্মাদির ন্যায় নিষ্ক্রিয় সংস্কার নহে। অপিচ বশিষ্টের “ যাবচ্চ কন্যা মৃতবঃ স্পৃ-

শস্তি তুল্যৈঃ সকামা মপিযাচ্যমানা ” ইত্যাদি শ্লোকে, বিবাহ যোগ্যা হইতে কন্যাকে স্পষ্ট সকামা হইতে হয়।

ঋগবেদ ১০ মং ৫৮ পৃং ৯ ঋ

পত্যে সংসন্তীং

সায়নঃ-পতিং কাময়মানাং পর্য্যাপ্তযৌবনামিত্যর্থঃ।

“মৃগয়ন্তীংপতিং” শ্রীভাগবত ৩ স্ক, ২৭ (২৫) শ্লো

পতির অন্বেষণ করিতেছে (মনুকন্যা)।

ঐ ৪ স্ক, ১ অ ৫০ শ্লো

তেভ্যোদধারকন্যে দ্বেবযুনাং ধারিণীংস্বধা।
উভেতেব্রহ্মবাদিন্যৌ জ্ঞানবিজ্ঞানপারগে ॥

ইহাঁদের ঔরসে স্বধা বযুনা ও ধারিণী এই দুই কন্যা প্রসব করিয়া ছিলেন। ঐ দুই কন্যা জ্ঞান বিজ্ঞানের পারগামিনী হইয়া ব্রহ্মবাদিনী হয়েন অর্থাৎ বিবাহ এবং সন্তান প্রসব করেন নাই। দেবী ভাগবতের ৫ স্ক, ১৭ অধ্যায়ে মন্দোদরীর উপাখ্যান আছে। পিতা ঐ কন্যাকে বিবাহ দিতে উদ্যত হওয়ায় সে তাহাতে অসম্মত হইয়া আমরণ ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিল। মহাভারতে অম্বা অম্বালিকা ও সাবিত্রীর উপাখ্যানেও দেখা যায় যে কন্যার নিজের ইচ্ছার উপর তাহার বিবাহ নির্ভর করে।

১৪ অতএব বিবাহ কালে কন্যার এইরূপ বয়স হওয়া উচিত যখন তাহার স্বাভাবিক বিবাহেচ্ছা জন্মে।

এই বিষয়ে আরও বিশেষ শাস্ত্র আছে যথাঃ—

ঋগ্বেদে ১০ মণ্ডলে ৮৫ পৃং ঋং

সোমঃ প্রথমোবিবিদে গন্ধর্বো বিবিদে উত্তরঃ।

তৃতীয়ো অগ্নিষ্ঠে পতি স্তুরীযস্তেমনুষ্যজাঃ ॥

৪০

সোমোদদদ্গান্ধর্বায় গন্ধর্বোদদদগ্নয়ে।
রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদদগ্নির্মহ্যমথোইমাং ॥

পূর্ব্বং স্ত্রীয়ঃ সুরৈর্ভুক্তাঃ সোমগন্ধর্ববহ্নিভিঃ।
ভুঞ্জতে মানবাঃ পশ্চাৎ নতাদূষ্যন্তি কর্হিচিৎ ॥

অত্রিঃ

শৌচং বাচঞ্চমেধ্যত্বং সোমগন্ধর্ব পাবকাঃ।
দদুস্তাসাং বরাণেতাংস্তস্মান্মেধ্যতরাঃস্ত্রিয়ঃ ॥

বৃহৎ পরাশরঃ

সোমঃ শৌচং দদৌতাসাং গন্ধর্বশ্চশুভাংগিরঃ।
পাবকঃ সর্ব্বমেধ্যত্বং মেধ্যাবৈযোষিতাঃহ্যতঃ ॥

যাজ্ঞ

রোমদর্শনসম্প্রাপ্তে সোমোভুঞ্ক্তেচকন্যকাং।
রজোদৃষ্ট্বাতুগন্ধর্ব্বঃ কুচৌদৃষ্ট্বাতুপাবকঃ ॥

সম্বর্ত্তঃ।

এই সকল শাস্ত্রের স্থূলমর্ম্ম এই যে গাত্রে লোম দর্শন হওয়ার পর কন্যাকে সোম (চন্দ্র) দেবতা ভোগ করিয়া শারিরীক শুচি প্রদান করত গন্ধর্বকে দেন, রজোদর্শনের পর গন্ধর্ব্ব তাহাকে ভোগ করত উত্তম বাক্য প্রদান করিয়া অগ্নিকে দান করেন,

অগ্নি স্তন উদ্ভেদের পর হইতে ভোগ করিয়া মেধ্য অর্থাৎ মানসিক পবিত্রতা প্রদান করত কন্যাকে মনুষ্যবরে প্রদান করেন। ঐ দেবভোগ্য কালে কন্যা মনুষ্যের অস্পর্শীয়া। বৈবাহিক হোমে সেই অগ্নির নিকট কন্যাকে যাচ্ঞা করিয়া লইতে হয়। অগ্নি যে কন্যাকে মনুষ্যবরে দান করেন তাহাকে প্রকৃত কন্যা দান বলা যায়। ভৃ ৯। ৯৫ " দেবদত্তাংপতির্ভার্য্যাং ইত্যাদি " ১৫ অতএব রজস্বলা এবং স্তনোদ্ভিন্না কন্যাদান করা দূষ্য হওয়া দূরে থাকুক কন্যা ঐরূপ না হইলে বিবাহ যাহাকে বলে তাহা সম্পন্নই হয় না।

ঋগবেদে ১০ মং ৮৫ সূং, পানিগ্রহণ মন্ত্র

গৃহ্ণামিতে সৌভগত্বায় হস্তং ময়াপত্যাজর দেষ্টির্যথাসঃ।
ভগো অর্যমা সবিতাপুরন্ধিমহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ॥ ৩৬
ত্বাংপূষঞ্ছিবতমমিরয়স্বযস্যাং বীজং মনুষ্যাঃ বপন্তি।
যান উরু উশতী বিশ্রয়াতেযস্যামুশন্ত প্রহরামশেপং ॥৩৭

সায়নানুমত অর্থ— হে বধু! আমি সৌভাগ্যের নিমিত্ত তোমার হস্ত গ্রহণ করিতেছি। আমি তোমার পতি তুমি আমার ন্যায় শরীরপুষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছ। ভগ, অর্য্যমা, সবিতা পুরন্ধি, পূষা এই সকল অগ্নিদেবতা তোমাকে আমায় প্রদান

করিয়াছেন কেননা আমি গৃহপতি হইব। হে পূষণ (পুষ্টি প্রদদেব) এই অত্যন্ত মঙ্গল ভূতা বধূর সর্ব্বাঙ্গে প্রবেশ কর যাহার উরুতে আমি মনুষ্য বীজাধান করিব এবং যে আমার উরু কামনা করিতেছে ইত্যাদি। যুবতী ভিন্ন বালিকার সম্বন্ধে এই মন্ত্র পাঠই হইতে পারে না পাঠের পূর্ব্বে সংসর্গ বাসনা জন্মান আবশ্যক।

পাণিগ্রহণকালে বরকন্যার কথোপকথনের মধ্যে প্রতিজ্ঞা (গোভিন গৃহ্যে ২প্রং ৩কাং পৃং)

ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ইত্যাদি

আমি পতিকুলে নিশ্চল ভাবে থাকিব ইত্যাদি।

সামবেদ মং ব্রাং ১প্রং ৩খং মং

ধ্রুবাদ্যৌঃ ধ্রুবাপ্রথিবী ধ্রুবংবিশ্বমিদংজগৎ
ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতাইমে ধ্রুবাস্ত্রীপতিকুলেইয়ং ॥ ৭

যেমন এই স্বর্গ, প্রথিবী, এই বিশ্বজগৎ এবং এই সকল পর্ব্বত নিশ্চল। পতিকুলে এই স্ত্রী সেই রূপ নিশ্চলা।

বালিকা এই সব প্রতিজ্ঞার মর্ম্মই বুঝিতে পারেনা।

১৬ অতএব, বালিকা দানের যেসমস্ত শাস্ত্র আছে তাহা বৈবাহিক দান পর নহে কেবল বাগদান বিষয়ক অথবা ঐ সকল শাস্ত্র বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য।

১৭ বিধবার পুনর্ব্বিবাহে ঐ সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভগ্ন হয়।

১৮ প্রথম বিবাহ ঐচ্ছিক হউক আর না হউক বিধবার পুনর্ব্বিবাহ যে ঐচ্ছিক এবং কাম্য ইহা মূল প্রবন্ধেই দেখাইয়াছি (পৃ)

বর কন্যার দোষ গুণ।

অসপিণ্ডাচ যামাতু রসগোত্রাচ যাপিতুঃ।
সাপ্রশস্তাদ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণিমৈথুনে ॥

ভৃ ৩। ৫

মাতার অসপিণ্ডা পিতার অসগোত্রা কন্যা দ্বিজাতিদিগের পক্ষে বিবাহ যোগ্যা।

১৯ অতএব সগোত্রার সহিত বিবাহই নিষ্পন্ন হয় না, অন্য শাস্ত্র না থাকিলেও অক্ষত যোনি থাকিলে সেই কন্যার সহিত অপরের বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে।

দীর্ঘকুৎসিত রোগার্ত্তা ব্যঙ্গা সংস্পৃষ্টমৈথুনা
দৃষ্টান্যগতভাবাচ কন্যা দোষাঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥

নারদঃ [মনু]

দীর্ঘ, কুৎসিৎ, রোগান্বিত, বিকলাঙ্গ, ক্ষতযোনি, অন্যাশক্ত কন্যার এইগুলি দোষ অর্থাৎ এই রূপ কন্যা বিবাহ করিবেক না।

বৃদ্ধ গৌতমঃ ৪ অ ৫১৫ পং

কন্যাচাঽক্ষতযোনিঃস্যাৎ কুলীনাপিতৃমাতৃতঃ।
ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু পরিনীতাযথাবিধি।
সাপ্রশস্তা বরারোহা শুদ্ধযোনিঃপ্রশস্যতে ॥ ১ ॥

গৃহস্থো × × × অসমানার্ষাং অস্পৃষ্টমৈথুনাং যবীয়সীং সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত। বশিষ্ঠঃ (২)

অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসমানার্ষগোত্রজাং ॥
অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীমসপিণ্ডাং যবীয়সীং ॥
যাজ্ঞবল্ক্য। (৩)

গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেতানন্যপূর্ব্বাং যবীয়সীং ॥ গৌ (৪)

তাৎপর্য্য এই যে উভয়তঃ সৎবংশীয়া অক্ষতযোনি কন্যাকে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ কিম্বা প্রাজাপত্য প্রকারে বিবাহ করাই বিহিত এবং সেই স্ত্রীই সুদ্ধযোনি (১)।

অসপিণ্ডা, অক্ষতযোনি. বয়ঃকনিষ্ঠা, সবর্ণা ভার্য্যা বিবাহ করিবে (২) সুলক্ষণযুক্তা, কমনীয়া, অসপিণ্ডা অসগোত্রা, অরোগিনী, ভাতৃমতী অসমান প্রবরা বয়ঃ কনিষ্ঠা কন্যা যদি অন্যপূর্ব্বা না হয় অর্থাৎ পূর্বে অন্যের সহিত তাহার বিবাহ না হইয়া থাকে তবে সেই কন্যা বিবাহ করিবে। (৩)

সজাতীয়া, বয়ঃকনিষ্ঠা কন্যা অন্যপূর্ব্বা না হইলে তাহাকে বিবাহ করিবে। (৪)

এই চারিটী বিধিই গৃহস্থাশ্রমের পক্ষে নিত্য বিধি।

(৪)বিধি অনুসারে ক্ষতযোনি হউক আর অক্ষতযোনিই হউক বিধবা হউক আর সধবা হউক যাহার একবার বিবাহ হইয়াছে এমন স্ত্রীর আর বিবাহ হয় না।

(৩) বিধিতে কয়েকটী শ্রেষ্ঠকল্পীয় কিন্তু পরিহার্য্য বিশেষণ আছে যথা সুলক্ষণযুক্তা, কমনীয়া, অরোগিণী এবং ভ্রাতৃমতী। আর কয়েকটীই অপরিহার্য্য, তাহার মধ্যে কি

অনন্যপূর্ব্বাটীই পরিহার্য্য? (৪) বিধির সঙ্গে একবাক্যতা করিলে তাহাও অপরিহার্য্য হইতেছে। এই বিধি অনুসারেও (৪) বিধির মত ফল হয় এবং বিধবার আর বিবাহ হয় না।

(১) এবং (২) বিধি অনুসারে অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ হয় না কিন্তু ক্ষতযোনির হয়।

(১) বিধিতে কন্যা শব্দ আছে এবং কন্যা শব্দে অবিবাহিতা ধরিলে এই বিধি বিধবার প্রতি না খাটিতে পারে কিন্তু অপর তিন বিধিতে স্ত্রী এবং ভার্য্যা শব্দ আছে যাহা অবিবাহিতা এবং বিধবা উভয়ের প্রতিই বর্ত্তে।

তথাপি যদি কেহ ভাবেন যে ঐ সমস্ত বিশেষণ কেবল প্রথম বিবাহেই কন্যার প্রতি বর্ত্তে, বিধবাদির বিবাহের স্থলে খাটে না, কেননা অবিবাহিতা কন্যা ক্ষতযোনি হইলে সে কেবল দূষ্যভাবেই ক্ষতযোনি হয়, ক্ষতযোনি বিধবা পূর্ব্বস্বামীর সংসর্গে ক্ষতযোনি হওয়ায় দোষনীয়া নহে। কিন্তু দেখা যাইতেছে অন্যান্যযুগে কানীন ও সহোঢ় পুত্র চলিত ছিল সুতরাং দূষ্যভাবে ক্ষতযোনি কন্যারও বিবাহ হইত এবং গান্ধর্ব্বাদি বিবাহে ভাবী পতির সঙ্গেই সংসর্গ ঘটিত। অধিকন্তু তখন আপদ্ বিশেষে স্ত্রীদিগের পুনর্ভূ হইবারও অনুজ্ঞা ছিল। তথাপি তখন এই চারিটী বিধি অনুসারে কন্যাকে অক্ষতযোনি এবং অনন্যপূর্ব্বা হওয়া আবশ্যক ছিল কেন?

(২০) অতএব এই রূপ মীমাংসা অনুসারে ও তখন

ব্রহ্মচর্য্য অবসানে প্রথম বিবাহকেই ধর্ম্মবিবাহ বলাযাইত সেই বিবাহ অক্ষতযোনি অবিবাহিতা কন্যার সঙ্গেই হইতে পারিত, সেই বিবাহ ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ এবং প্রজাপত্য বিধানেই হইত এবং কেবল সেই রূপ বিবাহেই পাণিগ্রহনাদি মন্ত্র পাঠ হইতে পারিত। পরে বিশেষ রূপে দেখান যাইবে যে পাণিগ্রহণ মন্ত্রসকল অক্ষতযোনি অবিবাহিতা এবং বিশেষ শাস্ত্রের অনুবলে অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহে ধর্ম্মতঃ ব্যবহৃত হইতে পারিত ক্ষতযোনি কন্যা কি বিধবার বিষয়ে নহে। এই রূপ অর্থ না করিলে এই চারি বিধিতে অক্ষতযোনি এবং অনন্যপূর্ব্বা এই দুই বিশেষণ এক কালে ব্যর্থ হয়।

যদি ভাবা যায় যে এই বিধি সকল অন্যান্য যুগে খাটিত কলি যুগে নহে তবে বক্তব্য এই যে এই সকল বিধিতে যুগবিশেষের নির্দ্দেশ নাই অপিচ পরাশর নিজে বিবাহ্যা কন্যার কোন-দোষ গুণ বলেন নাই যদ্দারা এই সব বিধি রহিত হইয়াছে। বয়ঃ কনিষ্ঠা সজাতীয়া অসগোত্রা অসপিণ্ডাকেই বিবাহ করিতে হয় বয়ঃ জ্যেষ্ঠা সগোত্রা সপিণ্ডাকে নহে ইহার শাস্ত্রও এই সকল শাস্ত্র। মনুর " অসপিণ্ডাচ যামাতুঃ " ইত্যাদি বচনে যবীয়সী অর্থাৎ বয়ঃ কনিষ্ঠা এবং সজাতীয়া এই বিশেষণ নাই, এবং বিদ্যাসাগব মহাশয়ের মতে মনুই সত্যযুগের শাস্ত্র। এই সকল শাস্ত্র যদি কলিযুগে খাটেনা তবে কি এখন সগোত্রা, সপিণ্ডা, বয়ঃজ্যেষ্ঠা এবং অন্যজাতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে পারা যায়? তাহা কখনই নহে।

২১ সুতরাং এই সব বিধি কলিযুগেও বলবান রহিয়াছে এবং তদনুসারে অন্ততঃ প্রথম বিবাহে ক্ষতযোনি স্ত্রী নিষিদ্ধ

এবং ক্ষতযোনির বিবাহে প্যানিগ্রহণ মন্ত্র পাঠ নিষিদ্ধই রহিয়াছে।

পুরুষপক্ষে দোষ গুণ।

যাজ্ঞবল্ক অন্যান্য দোষগুণের সঙ্গে বলিয়াছেন ঃ—

এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়োবরঃ।
যত্নাৎ পরিক্ষিতঃপুংস্তে যুবাধিমান্ জনপ্রিয়ঃ॥

কাত্যায়ন

অপত্যার্থং স্ত্রিয়ঃদৃষ্টাঃ স্ত্রীক্ষেত্রং বীজিনো-
নরাঃ।
ক্ষেত্রংবীজবতেদেয়ং অতোবীজং পরিক্ষয়েৎ॥

অতএব বীজ-বান্ হওয়া বরের পক্ষে অপরিহার্য্য গুণ এবং বিবাহের পূবের্ব সকল গুণ অপেক্ষা ঐ গুণ যত্ন পূবর্বক পরীক্ষা করিবে। ঐ গুণ না থাকিলে তাহার সহিত বিবাহই হইতে পারেনা, এবং সে কন্যা দানের অপাত্র। এই শাস্ত্র এখনও বলবান্ রহিয়াছে।

২২ অতএব বিবাহকালে বর যদি ক্লীব হয় তবে স্পষ্ট অন্য বিধি না থাকিলেও সেই কন্যা অন্য বরে সম্প্রদান করা যাইতে পারে। এইরূপ বিপন্না কন্যার পুন-র্বিবাহ কোন শাস্ত্রেই নিষিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পরে ক্লীব হইলে সেই কন্যার আর বিবাহ হইতে পারে না।

স্তুতুযদন্য জাতীয় পতিত ক্লীব এববা।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রোবা দাসোদীর্ঘাময়োপিবা।

ঊঢ়াপি দেয়া অন্যস্মৈ সহাভরণভূষণা ॥

(কাত্যায়ন)

২২ মনু এবং অন্যান্য ঋষিবাক্যের সহিত একবাক্যতা করিয়া এই বচন অনুসারে ভ্রম ক্রমে অন্য জাতীয়, পতিত, ক্লীব সগোত্র কিম্বা দির্ঘরোগীর সহিত বিবাহ হইলে, অক্ষতযোনি থাকিতে থাকিতে এবং তৎসংসর্গে কোনগতিকে নিজে পতিত হইবার পূর্ব্বে অপরের সহিত বিবাহ হইতে পারে, কেননা ঐরূপ বরের সহিত বিবাহই সম্পন্ন হয়না ও সে ব্যক্তি কন্যা দানের পাত্রই নহে। কলিযুগ ভিন্ন এই বচনের আর স্থল নাই কেননা অন্যান্য যুগে অসবর্ণার সঙ্গে কাম্য বিবাহ হইত। ব্রাহ্মণ যদি ভ্রমে শূদ্র কন্যা এই যুগে বিবাহ করে তাহাতে শূদ্র কন্যারও বিবাহ নিস্পন্ন হয়না সুতরাং সংসর্গ হইবার পূর্ব্বে সেই কন্যাকে শূদ্রপতি বিবাহ করিতে পারে।

মূলপ্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে পরাশরের অনুস্মৃত নষ্টেমৃতে ইত্যাদি নারদ বচন কলিযুগে বিধবা বিবাহের বিধিই নহে। এক্ষণে দেখা যাউক অন্যান্য শাস্ত্র অনুসারে কলিযুগে বিধবার বিবাহ হইতে পারে কি না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে কোন২ অবস্থায় স্ত্রীলোকের মধ্যে কেহ কেহ পুনর্ভূ নাম প্রাপ্ত হইত এবং একাদশ প্রকার পুত্র প্রতিনিধির মধ্যে পৌনর্ভব নামক এক প্রকার পুত্র ছিল ইহা সর্ববাদিসম্মত। ঐ পুনর্ভূরা যে বেশ্যা এবঞ্চ স্বৈরিণী অপেক্ষা উচ্চপদবীস্থ এবং পৌনর্ভব পুত্রেরা যে কুণ্ড ও গোলোক প্রভৃতি জারজ সন্তান অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীস্থ ছিল ইহাতেও সংশয় নাই।

বিধবা বিবাহের সপক্ষগণ সাধারণতঃ পুনর্ভূ হইবার যে সকল শাস্ত্র আছে তাহাই বিধবার বিবাহের অর্থাৎ পাণিগ্রহণ মন্ত্রপাঠ ও হোমাদি দ্বারা সংস্কারের শাস্ত্র জ্ঞান করেন, এবং পুনর্ভূ অক্ষতযোনি হইলে তাহার পুঃ সংস্কারের যে বিশেষ শাস্ত্র সকল আছে তাহাও মন্ত্রপাঠ এবং হোমাদি দ্বারা বিবাহের শাস্ত্র নহে বিধবা বিবাহ প্রতিবাদক সংহিতাকার এবং কোন কোন প্রবন্ধ লেখক এইরূপ বিবেচনা করেন। আমার সামান্য বুদ্ধিতে উভয় প্রকার বিবেচনাই ভ্রম বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বজ্যেষ্ঠ স্মৃতি নারদসংহিতায় এই বচন আছে:—

(১) অজ্ঞাত দোষেণোঢ়ায়া নির্দোষানান্য
[মাশ্রিতা
বন্ধুভিঃ সানিযোক্তব্যা নির্বন্ধুঃ স্বয়মাশ্রয়েৎ ॥
নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতেপতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে ॥
অষ্টৌ বর্ষাণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতংপতিং
অপ্রসূতাচ চত্বারি পরতোঽন্যং সমাশ্রয়েৎ ॥
ক্ষত্রিয়াষট্ সমাস্তিষ্ঠেৎ অপ্রসূতা সমাত্রয়ং।
বৈশ্যাপ্রসূতা চত্বারি দ্বেবর্ষে ইতরাবসেৎ ॥
নশূদ্রায়াঃ স্মৃতঃ কালঃ এষপ্রোষিত
[যোষিতাং।

জীবতি শ্রূয়মাণেতুস্যাদেষ দ্বিগুণোবিধিঃ ॥
অপ্রবৃত্তৌচভূতানাং দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ।
অতোঽন্য গমনেস্ত্রীণাং এষুদোষো
নবিদ্যতে ॥

এই সমস্ত বচনের সুস্পষ্ট অর্থ—যেব্যক্তির দোষ অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনের প্রতিবন্ধক ব্যাধি কিম্বা ক্লীবত্ব জানা যায় নাই তাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে এমন স্ত্রী যদি নিজে নির্দ্দোষা হয় অর্থাৎ ব্যাধিতা উন্মত্তা বন্ধ্যা কিম্বা ব্যভিচারীণী না হয় এবং অন্য পুরুষকে আশ্রয় না করিয়া থাকে অর্থাৎ অন্যের সহিত পুনর্ভূ না হইয়া থাকে তবে, তাহার বন্ধু অর্থাৎ পতি, পিতা, ভ্রাতা, প্রভৃতি দ্বারা তাহাকে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের জন্য অন্য পুরুষে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। 'তার যদি বন্ধু না থাকে তবে সে স্বয়ং অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিবে অর্থাৎ পুনর্ভূ হইবে। (কেননা) পতি অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিলে কিম্বা পতিত হইলে, এই পাঁচটী আপদে স্ত্রীদিগের পক্ষে অন্য পতি অর্থাৎ পৌণর্ভব পতি গ্রহণের অনুজ্ঞা আছে। (তাহার মধ্যে) পতি যদি অনুদ্দেশ হয় তবে (সন্তানবতী) ব্রাহ্মণী ৮ বৎসর নিঃসন্ততি হইলে ৪ বৎসর, (সন্তানবতী) ক্ষত্রিয়া ৬ বৎসর নিঃসন্ততি হইলে ৩ বৎসর, (সন্তানবতী) বৈশ্যা ৪ বৎসর নিঃসন্ততি হইলে ২ বৎসর প্রতিক্ষা করিবে এবং তাহার পরে অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিবে অর্থাৎ পুনর্ভূ হইবে। শূদ্রার পক্ষে কাল প্রতিক্ষার নিয়ম নাই। পতি জীবিত আছে শুনিলে উহার দ্বিগুণ কাল প্রতীক্ষা করিবে। এইবিষয়ে

লোকের অপ্রবৃত্তি (অনিচ্ছা) থাকিলেও (এই রূপ করা) প্রজাপতি (সুতরাং প্রজাবৃদ্ধি-ইচ্ছুক) ব্রহ্মার ইহা অভিপ্রেত। অতএব এই সকল স্থলে অন্য পুরুষ গমণে (বিবাহিত পুরুষ ভিন্ন পুরুষের সহিত সঙ্গমে) দোষ হয় না।

নারদের দ্বিতীয় বচন এই (মাধবরাওধৃত)

(২) উদ্বাহিতাপি সাকন্যা নচেৎ সংপ্রাপ্ত
মৈথুনা।
পুনঃ সংস্কার মর্হেত যথা কন্যা তথৈবসা॥

কন্যা বিবাহিতা হইয়াও যদি অক্ষতযোনি থাকে তবে (পুনর্ভূ হইবার অবস্থায়) তাহার পুনঃ সংস্কার অর্থাৎ সমন্ত্র-হোম বিবাহ হইতে পারে (কেন না) কন্যা যেরূপ ঐ স্ত্রীও সেইরূপ।

এই বিষয়ে নারদের আর কএকটী বচন এই ঃ—

(৩) পরপূর্ব্বা স্ত্রিয়স্ত্বন্যা সপ্তপ্রোক্তা
যথাক্রমং
পুনর্ভূস্ত্রি বিধাতাসাং সৈরিণীতু চত্তর্বিধা॥
(ক) কন্যৈ বাক্ষতযোনির্যা পাণিগ্রহণ
দূষিতা।
পুনর্ভূ প্রথমাপ্রোক্তা পুনঃসংস্কার কর্ম্মণা॥
(খ) দেশধর্ম্মা নবেক্ষ্য স্ত্রী গুরুভির্যা
প্রদীয়তে।
উৎপন্নসাহসান্যস্মৈ সাদ্বিতীয়া প্রকীর্ত্তিতা॥

(গ) অসৎস্থ দেবরেষু স্ত্রী বান্ধবৈর্যা
প্রদীয়তে।
সপিণ্ডায় সবর্ণায় সাতৃতীয়া প্রকীর্ত্তিতা ॥

(ঘ) স্ত্রীপ্রসূতা ঽপ্রসূতা বাপত্যাবেবতু
জীবতি।
কামার্থ মাশ্রয়েদন্যং প্রথমা স্বৈরিনীতুসা ॥

(ঙ) কৌমারম্পতি মুৎসৃজ্য যাত্বন্যং
পুরুষংশ্রিতা।
পুনঃ পত্যুগৃহং যায়াৎ সাদ্বিতীয়া প্রকীর্ত্তিতা ॥

(চ) মৃতেভর্ত্তরিতু প্রাপ্তান্ দেবরাদী
নপাস্যযা।
উপগচ্ছেৎ পরংকামাৎ সাতৃতীয়া
প্রকীর্ত্তিতা ॥

ইত্যাদি।

অন্য ৭ প্রকার পরপূর্বা স্ত্রী যথাক্রমে উক্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ৩ প্রকার স্ত্রীদিগকে পুনর্ভূ ও ৪প্রকার স্ত্রীদিগকে স্বৈরিণী বলে।

(ক) পাণিগ্রহণ দূষিতা স্ত্রী, যদি অক্ষত যোনি হয় তবে সে কন্যাই থাকে এবং পুনঃসংস্কার কর্ম্মদ্বারা সে প্রথম শ্রেণীর পুনর্ভূ হয়; (খ) যদি তাহাকে দেশধর্ম্ম অনুসারে গুরুজনে অন্যকে প্রদান করে তবে সে দ্বিতীয়া; (গ) যদি তার দেবরগণ

না থাকে আর বন্ধুরা তাহাকে কোন সজাতীয় সবর্ণকে দান করে তবে সে তৃতীয় প্রকার পুনর্ভূ হয়। (ঘ) স্ত্রীপ্রসূতা (কন্যা প্রসূতা) কিম্বা অপ্রসূতা (নিঃসন্তানা) স্ত্রী যদি পতি বর্ত্তমানেই কামার্থে অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে তবে সে প্রথমা স্বৈরিণী; (ঙ) অল্পবয়স্ক (কৌমার) পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিবার পরে পুনর্বার যেস্ত্রী পতির গৃহে আইসে সে দ্বিতীয়া স্বৈরিণী; (চ) পতি মরিলে যেস্ত্রী প্রাপ্ত দেবরাদিকে ত্যাগ করিয়া কামার্থ অন্য পুরুষে গমন করে সে তৃতীয়া স্বৈরিণী হয় ইত্যাদি।

"নষ্টেমৃতে" ইত্যাদি বচণ বিধবাবিবাহবিধায়ক ইহাই দেখাইবার জন্য বিধবা বিবাহের সপক্ষীয়েরা (১) স্থলের প্রথম শ্লোকটী উদ্ধৃতই করেন নাই, কেননা উহাতে স্পষ্টতঃ নিয়োগের বিধি আছে। এবং তাঁহারা শেষ শ্লোকের তৃতীয় চরণে যে "অন্যগমন" শব্দ আছে তাহার অর্থ "বিবাহ" স্থির করিয়াছেন। ইহা অন্যায়। এই "অন্যগমন" শব্দ নিয়োগের স্থলে যেমন খাটিবে পুনর্ভূ হইবার স্থলেও সেইরূপ খাটিবে প্রজাপতি নিয়োগ দ্বারা হউক আর পুনর্ভূ হইয়া হউক প্রজাবৃদ্ধি চান্। ঐ উভয় স্থলেই অন্যপুরুষের সঙ্গে সংসর্গ হয় এবং তাহাতে দোষ নাই ইহাই বলা নারদের উদ্দেশ্য, বিশেষতঃ নিয়োগের স্থলে তাহা বলা নিতান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু নিয়োগকে কোনমতে বিবাহ বলা যাইতে পারে না। সুতরাং "অন্যগমন" শব্দের শব্দার্থই এখানে বজায় আছে। //

বিপক্ষদের মধ্যে অনেকে (১) স্থলের সমস্ত বচনই নিয়োগ বিষয়ক বলেন। ইহাও অন্যায়। তাঁহারা বলেন ১ম শ্লোকে

অজ্ঞাত দোষ যে বলা হইয়াছে ২য় শ্লোকের নষ্টমৃত ইত্যাদি সেই ভাবীদোষ। কিন্তু যে দোষ বর্ত্তমান আছে অথচ অপ্রকাশ আছে তাহার সম্বন্ধেই অজ্ঞাত শব্দ সঙ্গত হয়। ১ম শ্লোকে “দোষ” শব্দ দুইবার আছে, স্ত্রীকেও নির্দোষা হওয়া চাই। দোষ ও গুণ এই দুই পদার্থ ব্যক্তিনিষ্ঠ, আগন্তুক নহে। পুত্রোৎপাদন রোধক ক্লীবত্ব, বন্ধ্যাত্ব ও রোগই এই দোষের বাচ্য। আবার “নান্য মাশ্রিতা” বিশেষণ থাকায় দোষ শব্দে অন্যগমনও হইতে পারে না। ২য় শ্লোকের নষ্ট, মৃত ইত্যাদি ৫টীর বিশেষ নাম দেওয়া হইয়াছে, সেই নাম আপদ্ অর্থাৎ আগন্তুক অনিষ্টাপাত। মরণ যাহা একদিন সকলেরই ঘটে এবং প্রব্রজ্যা যাহা জন্মান্তরীণ পুণ্যবলে কোন২ সৌভাগ্যশালীরই ঘটে, এই দুটীকে কখন দোষ পর্য্যায়ে ধরাযাইতে পারে না। পতিতের শ্রাদ্ধাদি নাই এবং নিজে সন্তানোৎপাদনে অনিচ্ছুক হইয়া পরিব্রাজক মুক্তিপথ অবলম্বন করে সেই জন্য তাহাদের সম্বন্ধে ক্ষেত্রজ পুত্রই উৎপাদিত হইতে পারে না। সেই জন্য মনুই স্থানান্তরে বলিয়াছেন।

যস্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্যবা।
স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং সপুত্রঃ ক্ষেত্রজঃস্মৃতঃ॥

[ভূ ৯। ৬৭

অতএব মৃত, ক্লীব ও রোগযুক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধেই নিয়োগ হইতে পারে নষ্ট, প্রব্রজিত, ও পতিত সম্বন্ধে নহে। আবার ব্যাধিত স্থলটী “নষ্টে মৃতে” ইত্যাদির মধ্যে নাই। প্রোষিত অর্থাৎ নষ্টের স্থলেও প্রসূতা শব্দ থাকায় নিয়োগের পক্ষে

তাহা থাটেই না কেন না ঔরস এক পুত্র থাকিলেই প্রতিনিধি ক্ষেত্রজ পুত্র গ্রহণের উপায় নাই যথাঃ—

ক্ষেত্রজাদীন্ সুতানেতা নেকাদশ যথো-
দিতান্।
পুত্রপ্রতিনিধীনাহুঃ ক্রিয়ালোপান্মনীষিণঃ॥
ভৃ ৯। ১৮০

যত্রতেহ বিহিতা পুত্রাঃ প্রসঙ্গাদন্য বীজজাঃ।
যস্যতে বীজতোজাতা স্তস্যতে নেতরস্যচ॥
ঐ ১৮১

ক্ষেত্রজাদি একাদশ প্রকার পুত্র ঔরস পুত্র অভাবে ক্রিয়া লোপ না হয় এই জন্য পুত্র প্রতিনিধি মাত্র। মুখ্য অর্থাৎ ঔরস পুত্র থাকিতে ঐ সব পুত্র গ্রহণ করিলে তাহারা অবিহিত (অশাস্ত্রীয়) হয় এবং যাহার বীজে তাহাদের জন্ম তাহারই পুত্র থাকে। এই জন্য কেহ২ "প্রসূতা" শব্দে কন্যা প্রসূতা অর্থ করিয়াছেন। এই রূপ কষ্ট-কল্পনায় শাস্ত্রান্তরের অনুরোধ নাই, বিশেষতঃ নারদই (৩) স্থলের (ঘ) শ্লোকে কন্যা প্রসবিনীকে "স্ত্রীপ্রসূতা" বলিয়াছেন ও তার পরেই সাধারণ অপ্রসূতা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহার অর্থ যে স্ত্রীর কন্যা কি পুত্র কোন সন্তানই হয় নাই। ২য় শ্লোকে এক পতি শব্দই দুইবার আছে এবং শেষ বারের পতিশব্দের পূর্ব্বে অন্য শব্দ থাকায় উভয় পতিই সম্পূর্ণ একার্থক হইতেছে। পুত্রোৎপাদনের পরে স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর পুত্রবধূ ও শ্বশুরের ন্যায় থাকিবে সুতরাং

নিয়োগে পতিশব্দ অসঙ্গত। অতএব "নষ্টে মৃতে" বচন নিয়োগপক্ষে সংযত করিবার উপায় নাই। উহা পুনর্ভূ হইবারই আদি এবং সাধারণ শাস্ত্র এবং সেই পুনর্ভূ ৩ প্রকার যাহা (৩) স্থলের (ক) (খ) ও (গ) শ্লোকে বলা হইয়াছে।

ফলতঃ (১) স্থলে স্ত্রীদিগের প্রধান ৩টি আপদ্ ধর্ম্ম বলা হইয়াছে; প্রথমে নিয়োগের মধ্যে পুনর্ভূ হইবারও শেষে পতি প্রোষিত স্থলের বিশেষ নিয়ম।

সেই পুনর্ভূ কিরূপে হইত?

(৩) স্থলের (খ) এবং (গ) বচন দেখিয়া বোধ হয় গুরুজন কিম্বা বন্ধুরা নিত্যসম্বন্ধসূচকভাবে দেবর, সপিণ্ড কি সবর্ণ ব্যক্তিকে দান করিলেই তাহা সিদ্ধ হইত এবং (১) স্থলের ১ম শ্লোকের "নির্বন্ধুঃ স্বয়মাশ্রয়েৎ" এবং "নান্যমাশ্রিতা" এবং ৩য় শ্লোকের "অন্যং সমাশ্রয়েৎ" দেখিয়া বোঝাযায় যে বন্ধু না থাকিলে আপনিই অন্যকে আশ্রয় করিলেই অর্থাৎ চিরস্থায়িভাবে গ্রহণ করিলেই পুনর্ভূত্ব সম্পাদন হইত। "নির্ব্বন্ধুঃস্বয়মাশ্রয়েৎ" ইহা নিয়োগের অনুজ্ঞা নহে। স্ত্রীদিগের আত্মনিয়োগ অথবা আপনা হইতে দত্তক গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই। পতি কিম্বা গুরুজন নিয়োগ না করিলে নিয়োগ শব্দই লাগেনা, অপিচ সাধারণতঃ পুনর্ভূ হইতে যদি মন্ত্রাদি দ্বারা সংস্কারের আবশ্যকতা হইত তবে (৩) স্থলের (ক) বচনে এবং (২) স্থলের বিশেষ বচনে কেবল অক্ষতযোনির পক্ষেই পুনঃসংস্কার শব্দ ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্য কি? অপর পক্ষে এই পুনঃসংস্কার শব্দে মন্ত্র হোমের দ্বারা বিবাহসংস্কার ব্যতীত আর কিছু বুঝাইতেই পারে না নতুবা তাহা একটী বিশেষ এবং যুক্তিসঙ্গত

স্থলে ব্যবহৃত হইয়া সাধারণ (১) স্থলে একৃকালে নাই কেন এবং (৩) স্থলের (ক) বচণের "কন্যৈব" ও (২) স্থলের "যথাকন্যা তথৈবসা" এই দুই অংশ শাস্ত্রের কি সার্থকতা থাকে ?

বশিষ্ঠ আর এই বিষয়ে কোন সন্দের পথই রাখেন নাই। তিনি মধ্যে২ বিচ্ছেদদিয়া একে২ সমস্ত আপদ্ধর্ম্ম বলিয়াছেন।

(৭ অ) (ট) পৌনর্ভশ্চচতুর্থঃ কৌমারস্তর্ত্তা-রমুৎপূজ্য অন্যৈসহ চরিত্বা তস্যৈব কুটম্বমাশ্রয়তি সাপুনর্ভূর্ভবতি। যাচ পতিতং ক্লীবোন্মত্তংবাভ-র্ত্তার মুৎসৃজ্যান্যং পতিং বিন্দতে মৃতেবাসা পুন-র্ভূর্ভবতি। (অন্যান্য পুত্রের পরিভাসা।)

(ঠ) ক্লীবোন্মত্তানাং প্রেতপত্নী ষন্মাসং ব্রত-চারিণ্য ক্ষারলবনং ভুঞ্জানাং শয়ীতোর্দ্ধং ষড়্-ভ্যোমাসেভ্যঃ স্নাত্বাশ্রাদ্ধ পত্যেদত্ত্বা বিদ্যা কর্ম্ম-গুরু-যোনিসম্বন্ধান্ সন্নিপাত্য পিতা ভ্রাতা বা নিয়োগং কারয়েৎ তপসেবোন্মত্তামবশাং ব্যাধিতাম্বা নিযুঞ্জ্যাৎ জ্যায়সীমপি ষোড়ষ-বর্ষাং নচেদাম বামিনীস্যাৎ প্রাজাপত্যে মুহূর্ত্তে পাণিগ্রহণবদুপাচারঃ। × × ×

অনিযুক্তায়া মুৎপন্ন উৎপাদয়িতুঃ পুত্রো-ভবতীত্যাহঃ। + + + +

(ঋতুমতী না হইতে কন্যা দানের বিধি)

(ড) অদ্ভির্ব্বাচা চদত্তায়াং ম্রিয়েতাথোবরযদি।
নচমন্ত্রোপনীতাস্যাৎ কুমারী পিতুরেবসা॥
যাবচ্চেদা হৃতাকন্যা মন্ত্রৈর্যদিনসংস্কৃতা।
অন্যস্যৈ বিধিবদ্দেয়া যথাকন্যা তথৈ বসা॥
পাণিগ্রহে মৃতেবালা কেবলং মন্ত্রসংস্কৃতা।
সাচত্বাক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পুনঃসংস্কার মর্হতি॥

[ঢ] প্রোষিত পত্নী পঞ্চবর্ষা প্রবসেৎ যদ্যকামা যথা প্রেতস্য এবঞ্চ বর্ত্তিতব্যংস্যাৎ। এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণী প্রজাতা চত্তারি রাজন্যা প্রজাতা ত্রীণি বৈশ্যা প্রজাতা দ্বে শূদ্রা প্রজাতা অতউৰ্দ্ধং সমানোদকপিণ্ড জন্মর্ষি গোত্রানাং পূর্বপুর্ব্বো গরীয়ান্ নংখলু কুলীনে বিদ্যামানে পরগামিনীস্যাৎ।

(ট) পৌনর্ভব চতুর্থ প্রকার পুত্র। যে স্ত্রী কৌমার পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত আচরণ করার পর সেই পতির কুটুম্বকে আশ্রয় করে কিম্বা যে স্ত্রী পতি ক্লীব কিম্বা উন্মত্ত অথবা মৃত হইলে অন্য পতি গ্রহণ করে তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

(ঠ) ক্লীব এবং উন্মত্তেরা মরিলে তাহাদের স্ত্রী ৬মাস ব্রহ্মচর্য্য করিবে তারপর পতির শ্রাদ্ধ করিলে গুরু এবং বন্ধুবান্ধব একত্রিত হইয়া তার পিতা কিম্বা ভ্রাতা তাহাকে নিয়োগ করাইবে, সে যদি উন্মত্তা, অবশা কিম্বা ব্যাধিতা হয়, তবে তাহাকে তপস্যায় নিযুক্ত করিবে। রোগ শূন্যা যুবতী বয়ঃজ্যেষ্ঠা

হইলেও শুভক্ষণে বিবাহের ন্যায় আচরণ নিয়োগে কর্ত্তব্য।

\+ + + + + + + +

অনিযুক্ত স্ত্রীতে উৎপাদিত পুত্র উৎপাদকেরই পুত্র হয়।

(ড) বাক্‌দত্তা এবং উদকস্পর্শিতা কন্যার বর মন্ত্রপাঠের পূর্ব্বে মরিলে সেই কন্যা কুমারীই থাকে এবং তার পিতারই থাকে এবং মন্ত্রসংস্কার না হইলে যথাবিধি তাহাকে অন্য বরকে দান করা কর্ত্তব্য কেন না সে কন্যাই থাকে। কেবল মন্ত্র-সংস্কৃতা বালিকার পাণিগ্রহ অর্থাৎ যে বরের সহিত পাণিগ্রহণ মন্ত্র সকল পাঠ হইয়াছে সেই বর মরিলে সে যদি অক্ষতযোনি হয় তবে তাহার পুনর্বার (মন্ত্র হোম দ্বারা) সংস্কার হইতে পারে।

(ঢ) পতি অনুদ্দেশ হইলে স্ত্রী যদি কামশূন্যা হয় তবে ৫বৎসর অপেক্ষা করিয়া মৃতপতির উপযুক্ত কার্য্য করিবে অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি করিয়া ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিতি করিবে কিন্তু সকামা ও সন্তা-নবতী হইলে ব্রাহ্মণী ৫বৎসর, ক্ষত্রিয়া ৪বৎসর, বৈশ্যা ৩বৎসর এবং শূদ্রা ২বৎসর (অবশ্য) প্রতীক্ষা করিবে তার পরে পতির সহোদর, সপিণ্ড, সগোত্র কিম্বা সমানোদক পুরুষকে আশ্রয় করিবে, ঐরূপ স্বকুলের লোক থাকিতে অপরে গমন করিবে না।

উপপত্তি—বশিষ্টশাস্ত্র অবশ্য সত্যযুগের ধর্ম্ম নহে কেননা তাহাহইলে নারদের (মনুর) (১) স্থলের সহিত বিরোধ হয়, কেননা তাহাতে অপ্রসূতার পক্ষে ৮, ৬, এবং ৪বৎসর প্রতী-ক্ষার নিয়ম ছিল এবং শূদ্রার পক্ষে এককালে কালপ্রতীক্ষার নিয়ম ছিল না বশিষ্ট শাস্ত্র ত্রেতা কিম্বা দ্বাপরের কিম্বা ঐ উভয় যুগের প্রতিপাল্য শাস্ত্র।

২৪ ইহাতেও আমি মূল প্রবন্ধের যাহা বলিয়াছি তাহার পোষকতা করিতেছে, স্ত্রীপুরুষ সংসর্গের নিয়ম পূর্ব্বে যঘন্য ছিল, ক্রমে বিশুদ্ধ হইয়াছে। অনুদ্দেশের স্থলে শূদ্রার কাল প্রতীক্ষার নিয়ম প্রথমে ছিল না পরে দুই বৎসরের নিয়ম হইয়াছিল। পরাশর সেই কালপ্রতীক্ষার নিয়ম এক কালে করেন নাই। এই স্থলে ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে যদি ভাবাযায় যে পরাশর কলিযুগে সকল ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে ইহা বলা সত্ত্বেও কাল-প্রতীক্ষার নিয়ম বিষয়ে অন্যান্য মনির নির্দ্ধারিত নিয়মের উপর বরাত রাখিয়াছেন তাহা হইলে নারদের নিয়ম কি বশিষ্টের নিয়মের উপর বরাত রাখিয়াছেন?

২৫ ক্ষতযোনি বিধবাদির পুনর্ব্বার মন্ত্রসংস্কার না হইবার পক্ষে আরদুইটী বিশিষ্ট কারণ ছিল। প্রথমতঃ তাহাদের মন্ত্রসং-স্কার হইতে পারিলে পৌনর্ভব পুত্রই অপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠে কেন না সংস্কৃতাস্ত্রীর গর্ভে জন্ম হওয়ায় সেই পুত্র পুনর্ভূপতির ঔরস পুত্র হইয়া উঠে যথাঃ—

স্বেক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াস্তু স্বয়মুৎপাদয়েৎ হিযং।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথম কল্পিতং॥

ভূ ৯। ১৬৬

মন্ত্রহোমাদি দ্বারা সংস্কৃতা আপন ভার্য্যায় আপনি যে পুত্র উৎপাদন করা যায় সেই ঔরস এবং মুখ্য পুত্র।

পুনর্ভূস্ত্রী এবং পৌনর্ভব পুত্রকে বর্জন করিবার জন্যই "সং-স্কৃতা" এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে নতুবা পুনর্ভূভার্য্যাও স্বক্ষেত্র

বটে পুনর্ভূ হওয়ার পরে সে আর পরক্ষেত্র থাকে না, এবং পুনর্ভূ-পতি সেই পুত্র স্বয়ংই উৎপাদন করেন।

দ্বিতীয়তঃ ক্ষতযোনি বিধবা সম্বন্ধে পাণিগ্রহণ মন্ত্র সকল পাঠ হইতে পারে না। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে "গৃহ্ণামিতেসৌভগত্বায় হস্তং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শেষভোগী অগ্নিদেবের নিকট কন্যাকে যাচ্ঞা করিতে হয় এবং মনুষ্যপতি তাহাকে একবার ভোগ করিলে সেই স্ত্রী সম্বন্ধে অগ্নির আর অধিকারই থাকে না সুতরাং ঐ মন্ত্র আর পাঠ হইতে পারে না।

অপর মন্ত্র (আং গৃং—যজুঃশাখা অনুক্রমণিকা ১৬৮)

অর্যমণঃ নুদেবং কন্যা অগ্নিময়ক্ষতসইমাং দেবো অর্যমা প্রেতোমুঞ্চাতু মামুত স্বাহা। ১। বরুণং নুদেবং কন্যা অগ্নিময়ক্ষতসইমাং দেবোবরুণঃ প্রেতোমুঞ্চাতু মামুত স্বাহা। ২। পূষণং নুদেবং কন্যা অগ্নিময়ক্ষতসইমাং দেবঃ পূষাপ্রেতো-মুঞ্চাতু মামুত স্বাহা। ৩।

সংক্ষেপে অর্থ—এইকন্যা অর্য্যমন্, বরুণ, পূষণ, নামক অগ্নিদেবকে অবশ্য পূজা করিয়াছিল, সেই অগ্নি এই কন্যাকে পিতৃকুল হইতে বিভিন্ন করিয়া আমাকে নিশ্চলভাবে অর্পন করুণ।

এই স্থলে কন্যা শব্দ আছে। দশবর্ষীয়াকেই পারিভাষিক এবং অক্ষতযোনিকে স্বাভাবিক কন্যা বলাযায়। ব্যবহারে রজঃস্বলা হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে কন্যাবলে অবিবাহিতাকেও

বলে; বিবাহিতা ক্ষতযোনিকে কথনই বলেনা। পরে দেখাযাইবে পাণিগ্রহণ মন্ত্র এবং "ধ্রুবাহং পতিকুলে" এই প্রতিজ্ঞাদ্বারা এবং চতুর্থীহোমের পরে সংসর্গদ্বারা ক্ষতযোনি হইলে কন্যা পিতৃগোত্র অন্ততঃ পিতৃকুল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতিগোত্র এবং পতিকুলে আগমন করে। সেই স্ত্রীসম্বন্ধে আর কিরূপে বলা যাইতে পারে যে সেই অগ্নি এই কন্যাকে পিতৃকুল হইতে বিভিন্ন করিয়া আমাকে নিশ্চল ভাবে অর্পণ করুণ কেননা সেত পূর্বেই পিতৃকুল হইতে বিভিন্ন হইয়াছে।

সেই জন্যই মনু বলিয়াছেন

পাণিগ্রহণিকামন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসুকচিন্নৃণাং লুপ্ত ধর্ম্ম ক্রিয়াহিতাঃ॥

ভৃ ৮। ২২৬

পাণিগ্রহণ মন্ত্রসকল কন্যাতেই ব্যবস্থিত হইয়াছে, কোনও শাস্ত্রে অকন্যাতে নহে (কেননা) অকন্যাদের ধর্ম্ম-ক্রিয়া লোপ হইয়াছে। //

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন (বি, বি, ২২ প্র) অকন্যা শব্দে বিধবা গণ্য হইতে পারেনা; বিবাহের পূর্বে দোষভাবে যে কন্যা পুরুষ সংসর্গ করিয়াছে সেই অকন্যা কেননা বিধবাদের ধর্ম্ম ক্রিয়া লোপ হয় না। কিন্তু কুল্লুকভট্ট মতে এইস্থলে ধর্ম্ম-ক্রিয়া শব্দে সকল ধর্ম্ম ক্রিয়া নহে কেবল বৈবাহিকধর্ম্ম ক্রিয়া বোঝায়। ক্ষতযোনি বিধবার বৈবাহিক ধর্ম্ম ক্রিয়া অবশ্যই লোপ হয় কেননা অর্থতঃই তাহার প্রতি বৈবাহিক মন্ত্র সকল খাটে না। কিন্তু এই বচনটী মনুর বিধিই নহে, ব্যবস্থা বা

মীমাংসা মাত্র। “প্রতিষ্ঠিতা” “কচিৎ” এইরূপ শব্দ বিধিবাক্যের লক্ষণ নহে। বেদের গৃহ্যকারেরা যে ব্যবস্থা পূর্ব্বে করিয়া রাখিয়াছেন মনু তাহারই উল্লেখ করিতেছেন। সুতরাং “লুপ্ত ধর্ম্ম ক্রিয়াহিতাঃ’’ বলিয়া যে হেতুনির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা ঠিক সঙ্গত না হইলেও প্রথমভাগে যে ব্যবস্থা বলিয়াছেন “কন্যাতেই ব্যবস্থিত হইয়াছে” তাহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। যদি বিধিই হয় তবে “এব” শব্দ থাকায় ঐটী পরিসংখ্যাগত নিয়ম বিধি সুতরাং কন্যা অর্থাৎ অক্ষতযোনি ব্যতীত অপরে ঐ সকল মন্ত্র ব্যবস্থিত নহে ইহাও বলা হইয়াছে। ঐসকল মন্ত্র যে কেবল ক্ষতযোনি স্ত্রীতে খাটে না এমন নহে অসবর্ণাতেও খাটে না যথাঃ—

পাণিগ্রহণ সংস্কারাঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে।
অসবর্ণা স্বয়ংজ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহ কর্ম্মণি॥
ভৃ ৩। ৪৩

শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদোবৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্যদশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্ণবেদনে॥ ঐ ৪৪

সজাতীয়া স্ত্রী বিবাহেই পাণিগ্রহণসংস্কার কর্ত্তব্য, অসজাতীয়া স্থলে পর শ্লোকোক্ত নিয়মে বিবাহ করিবে। ৪৩।

ক্ষত্রিয়া স্ত্রী ব্রাহ্মণ-বরের হাতের শর গ্রহণ করিবে, বৈশ্যা ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় বরের হাতের গোতাড়ন যষ্টির একদেশ গ্রহণ করিবে, শূদ্রাকন্যা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্যবরের প্রাবৃত্ত বস্ত্রের দশা গ্রহণ করিবে। ৪৪

অসবর্ণা বিবাহ কাম্য কিন্তু তথাপি বিবাহ শব্দ বাচ্য হই-

তেছে তাহার জন্য ঐ বিশেষ শাস্ত্রও আছে এবং তাহাতে "উদ্বাহ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ বিবাহে জাতপুত্র সবর্ণাজাত পুত্র অপেক্ষা হীন হইলেও ঔরসপুত্র হইত। পুনর্ভূ হওয়া যেতদপেক্ষাও অপকৃষ্ট ব্যবহার তাহা স্বীকার করিতেই হইবে সুতরাং ঐ ব্যবহারে মন্ত্র হোমাদি ক্রিয়ার বিধান থাকিলে তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলা হইত।

তৃতীয়তঃ মনুতে (ভৃ ৩। ২৭—৩৪) যে ৮ প্রকার বিবাহের বিধি আছে তাহার সকল গুলিতেই কন্যা শব্দের ব্যবহার আছে সুতরাং ইহার কোনটীই পুনর্ভূর কি ক্ষতযোনি বিধবার বিবাহে বর্ত্তেনা।

অধিকন্তু নারদের (১) স্থলের "নষ্টে মৃতে" বচন যদি মন্ত্র হোম পূর্ব্বক বিবাহের বিধি হইত তবে তাহার শেষ ভাগে প্রজাপতির অভিপ্রায়ের দোহাই দিয়া এইরূপ প্রকারে এবং এই২ স্থলে অন্য পুরুষ গমনে দোষ নাই এইরূপ বিশেষ ওকালতী (Special Pleading) করিবার কি প্রয়োজন ছিল কেননা বিধিবোধিত বিবাহে কোন্ শাস্ত্রে দোষের আসঙ্কা ছিল?

২৫ অতএব নারদের "নষ্টে মৃতে" বচন অসংস্কৃত প্রকারে আশ্রয় মাত্র অবলম্বনে সাধারণ পুনর্ভূ হইবার বিধি, অবিবাহিতা কিম্বা অক্ষতযোনি বিবাহিতা কন্যার বিবাহের ন্যায় মন্ত্রহোম পূর্ব্বক বিবাহের বিধি নহে।

২৬ উপপত্তি-সুতরাং পরাশর ধৃত "নষ্টে মৃতে" বচন অবিকল নারদের সেই বচন হওয়ায় ঐ বচনকে পরাশরের বিধি গণ্য করিলেও তাহা বিবাহ সংস্কারের বিধি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। ঐ বচন কেবল বাগ্দত্তাপর এই আপত্তি খণ্ডনের

জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই বলিয়াছেন (বি, বি ২৪ পৃ) নারদ সংহিতায় ঐ বচণের যেরূপঅর্থ ছিল এবং অভিপ্রায় ছিল পরাশরেরও সেইরূপ অর্থ এবং অভিপ্রায় গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব কেবল ঐ বচন দ্বারা বিধবার বিবাহসংস্কার ঘটে না। তাহা ঘটাইবার উদ্দেশ্য থাকিলে পরাশর সম্ভবতঃ অন্যান্য বচ-ণের ন্যায় এই বচণের অঙ্গ এইরূপে পরিবর্ত্তন করিতেন যথাঃ—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীতু পুনঃসংস্কার মর্হতি ॥(অথবা)
পত্যাপরেণ নারীতু পুনঃ সংস্কার মর্হতি ॥

তবেকি পরাশর কলিযুগে স্ত্রীদিগকে ঐ পঞ্চ আপদ্ সামান্য পুনর্ভূ হইবার আদেশ করিয়াছেন? তাহাও নহে কেন না তাহা হইলে তিনি পুত্রপর্য্যায়ে পৌনর্ভব পুত্রের উল্লেখ অবশ্যই করিতেন। অগত্যা বলিতেই হইবে যে "নষ্টে মৃতে" বচন পরাশরের একটী বিধিই নহে কেবল পূর্ব্বকালের ধর্ম্মের পুনঃ স্মরণ মাত্র।

পরাশর যখন সকল বিষয়েই নূতন বিধি করেণ নাই তখন যদি পূর্ব২ শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের বিধিই ছিল তবে আর এই বিষয়ে নূতন বিধি করিবার কি আবশ্যকতা ছিল, কেন না অপ্রাপ্ত বিষয়েই বিধি করা বিধেয়। অপিচ "বিধীয়তে" এই পদে বিধিলিঙ্ না থাকায় উহা বিধি বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না কেন না মীমাংসাভাষ্যে বিধির লক্ষণ এই যথাঃ—

কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি
পঞ্চমং।

এতত্তু সর্ব্ববেদেষু বিধের্লক্ষণ মিষ্যতে ॥

কুর্য্যাৎ, ক্রিয়েত, কর্ত্তব্যং, ভবেৎ, স্যাৎ এই পাঁচ ক্রিয়াপদ সকল বেদে বিধির লক্ষণ। ভু, অস, কৃ এই তিন ধাতুকে উপলক্ষণ বলিয়া গণ্য করিলেও বিধিলিঙ্‌ এবং তব্য, অনীয়, য প্রত্যয়ের পদংযে বিধির লক্ষণ অন্য কোন বিভক্তি কি প্রত্যয় তাহা নহে ইহাতে সন্দেহ নাই।

" বিধীয়তে" বলায় বিধি আছে এই মাত্র বলা হইয়াছে, নিজে বিধি করা হয় নাই।

২৭ অতএব মন্ত্রহোম-পূর্ব্বক বিবাহসংস্কার ক্ষতযোনি বিধবার পূর্ব্বেও হইত না এখনও হইতে পারে না।

অক্ষতযোনি বিধবা সম্বন্ধে।

মাধবরাও ধৃত শাস্ত্রসকল।

গোং গৃং ২ প্রং ৩ কাং ২৩

অনুমন্ত্রিতা গুরুং গোত্রেণাভিবাদয়তে।

ভাষ্যং-অনুমন্ত্রিতৈর্ব্বধূরভি বাদয়তে + × পিতৃ গোত্রেণ + + সপ্তমেপদেগতায়াং বধ্বাং পাণিগ্রহণ মন্ত্রাণাং নিষ্ঠাং স্মরতি বৃত্তায়াং খলু চতুর্থ্যাং তথৈবত্বগাদি সংসর্গাদেক মূর্ত্তিত্বং নিষ্পন্নং।

বধূ পতি গৃহে আসিয়া পিতৃ গোত্রে শ্বশুরাদিকে অভিবাদন করিবে। সপ্তপদী গমনের পরে পাণিগ্রহণ মন্ত্র সকল কার্য্য করিতে থাকে। ব্রহ্মচর্য্যব্রত সমাপনের পরে চতুর্থী রাত্রে

সংসর্গ হেতুক চর্ম্মাদি সংস্পর্শে বর কন্যার এক শরীরত্ব নিস্পন্ন হয়।

আং গৃং ১—৮

অক্ষার লবণাশিণৌব্রহ্মচারিণাবলঙ্কুর্বাণাবধঃশ-য়িনৌস্যাতাং। ১০।

অতঊর্দ্ধং ত্রিরাত্রং দ্বাদশ রাত্রং। ১১।

সম্বৎসরং বৈকঋষির্জায়ত ইতি। ১২।

ভাষ্যং-অতো গৃহপ্রবেশনীয় হোমাদূর্দ্ধং ত্রিরাত্রং দ্বাদশরাত্রং বানিয়তৌস্যাতাং। সম্বৎসরং বানিবতৌস্যাতাং। × ব্রতান্তে একঋষিস্মম্প-দ্যতে পিতৃ-গোত্রং বিহায় পতিগোত্রং ভজত ইত্যর্থঃ।

পতিগৃহ প্রবেশের হোম করিয়া বর বধূ তিন রাত্রি, দ্বাদশ রাত্রি অথবা এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিবে অর্থাৎ সংসর্গ করিবে না। ঐ ব্রত সমাপ্ত হইলে অর্থাৎ সংসর্গ করিলে তাহাদের এক গোত্রত্ব নিস্পন্ন হয়।

যজুঃশাখায়াং অনুক্রমণিকা ১৭৮—১৮২

চতুর্থ্যাং রাত্র্যাং অন্তর্যামে ... আবয়োর্ব্বিাহ শেষহোমং করিষ্যে ইতি সংকল্প্য।

গোং গৃং প্রং কাং ৫

তেনৈণা ইত্যাদি

ভাষ্যং-প্রকৃতাৎ ত্রিরাত্রাদূর্দ্ধং পরতঃ সম্ভবত্যনেন ইতিসম্ভবঃ

সম্ভোগঃ ব্যবায়ঃ কর্ত্তব্যঃ ইত্যেকে আচার্য্যাঃ মন্যতে। ইত্যাদি

যদর্ত্ত মতী ভবত্যু-পরত-শোনিতা তদাসম্ভব কালঃ। সমাবেশন মন্ত্রং আরো হোরু মুপবর্হস্ব বাহুং ইত্যাদি

সমাবেশং সঙ্গমার্থ শয়নং।

সঙ্গম মন্ত্রাঃ—"বিষ্ণু র্যোনিং কল্পয়তু ......গর্ভং ধেহি শিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি ইত্যাদি।

গোং গৃং ২ প্রং ৫ কাং ১ সূং

অথাতশ্চতুর্থী কর্ম্ম

ভাষ্যং-অথেত্তি পূর্ব্বং প্রকৃতার্থং। অথবিবাহরাত্রের্যা চতুর্থী রাত্রিঃ তস্যাং কর্ম্ম চতুর্থী কর্ম্মবর্ত্তিষ্যতে + × + × + +

ভবদেব ভট্ট ধৃত মনুঃ

বিবাহেচৈব নির্ব্বিত্তে চতুর্থে ২হনিরাত্রিষু।

একত্ব মাগতা ভর্ত্তুঃ পিণ্ডেগোত্রেচ সূতকে॥

বৃহস্পতিঃ

(১) পাণিগ্রহণিকামন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।

ভর্ত্তৃগোত্রেণ ণারীণাং দেয়ং পিণ্ডা দিকং ততঃ ॥
(২) চতুর্থী হোমমন্ত্রেণ ত্বঙ্‌মাংস হৃদয়েন্দ্রিয়ৈঃ।
ভর্ত্তাসংযুজ্যতে পত্নী তৎগোত্রাতেনসা ভবেৎ ॥

পরাশর ধর্ম্ম শাস্ত্রে

নোদকেন নবাবাচা কন্যায়াঃ পতিরুচ্যতে।
পাণিগ্রহণ সংস্কারান্নিয়তং পতিলক্ষণং ॥
পাণিগ্রহণ মন্ত্রণাং দারাদ্যারক্ষণেষুচ।
তেষাংনিষ্ঠাতুবিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে ॥

লিখিত সংহিতা পং৩৭৭ :

বিবাহে চৈব নির্ব্বিত্তে চতুর্থে হ্যহনিরাত্রিষু।
একত্বমাগতাভর্ত্তুঃ পিণ্ডেগোত্রেচ সূতকে ॥
স্বগোত্রাদ্ভ্রংশ্যতেনারী উদ্বাহাৎ সপ্তমে পদে।
ভর্ত্তৃগোত্রেণ কর্ত্তব্যং দানং পিণ্ডাদিকং ক্রিয়া ॥

যমঃ পং২৯

স্বগোত্রাদ্ভ্রংশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
স্বামিগোত্রেণ কর্ত্তব্যাতস্যা পিণ্ডোদকক্রিয়া ॥

× + × + × + + × +

অনূঢ়া ন পৃথক্ কন্যা পিণ্ডেগোত্রেচ সূতকে।
পাণিগ্রহণমন্ত্রাভ্যাং স্বগোত্রাদ্ভ্রংশ্যতে ততঃ

× + + + + + ÷ × +

বিবাহেচৈব নির্ব্বিত্তে চতুর্থেহহনিরাত্রিষু।
একত্বং সাব্রজেদ্ভর্ত্তুঃ পিণ্ডেগোত্রেচ সূতকে॥
মৃকণ্ডঃ
নিসেকানন্তরং স্ত্রীণাং ভর্ত্তুর্ভর্তৃত্বমুচ্যতে।
পাণিগ্রহণ মন্ত্রেণ নভর্ত্তাসর্ব্বযোষিতাং॥
সৌণকঃ
গর্ভাধান বিহীনানাং স্ত্রীণাং কর্ম্মাধিকারিতা
ভর্ত্তৃণাং বিষয়ে নৈবম্রিয়মাণেষুতেম্বপি॥

এই সমস্ত শাস্ত্রের স্থূল তাৎপর্য্য

২৮ মনুর সময়ে বিবাহের পূর্বে কণ্যা ঋতুমতী এবং উদ্ভিন্ন স্তনা হইলে দোষের কারণ হইত না, তাহার পূর্বে কন্যা চন্দ্রাদিদেবতার ভোগ্যা থাকিত। সেইজন্য বিবাহের চতুর্থদিনের রাত্রে সাধারণতঃ প্রথম সংসর্গের নিয়ম ছিল এবং সেই রাত্রির কর্ত্তব্য হোমকে চতুর্থী হোম বলাযাইত। "অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী" প্রভৃতি পরের শাস্ত্রের প্রাবাল্যে এখন সচরাচর ঋতু হইবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে প্রথম বারের পরে ১ বৎসর কাল কন্যা পিতৃ গৃহে থাকার নিয়ম আছে। সেই জন্য এবং দ্বিরাগমনের দিন পাওয়া কঠিন বলিয়া অধিকাংশ স্থলে কন্যা পিতৃ গৃহে ঋতুমতী হয়। তার পরে যে পুনর্বিবাহ নামক ক্রিয়া করা হয় সেই সমস্তই পূর্বকালের চতুর্থী কর্ম্ম এবং পিতৃ গৃহে বাসই ব্রহ্মচর্য্য। চতুর্থী কর্ম্মের পূর্বে ব্রহ্মচর্য্য করিতে হয়। ঐ চতুর্থী কর্ম্মকেই গর্ভাধান এবং নিসেক বলে। তাহার

পূর্ব্বেই বাগ্দান, জলধারা দান, কুশণ্ডিকা, পাণিগ্রহণ এবং সপ্তপদীগমন হইয়া যায়। গর্ভাধান বিবাহের অঙ্গ বলিয়াই তাহাতে আভ্যুদিক শ্রাদ্ধাদি করিতে হয় না। পাণিগ্রহণ মন্ত্র দ্বারা পিতৃগোত্রের অপহার হয় এবং সপ্তপদী গমনের পর হইতে ঐ মন্ত্রের কার্য্য হইতে থাকে কিন্তু তখনও সেই কন্যা পতিগোত্রা হয় না। চতুর্থ রাত্রে হউক কিম্বা তার পরে হউক যখন গর্ভাধান অর্থাৎ প্রথম সংসর্গ হয় তখন ত্বগাদি স্পর্শজন্য এবং চতুর্থীহোমের মন্ত্রদ্বারা সে পতিগোত্র প্রাপ্ত হয় এবং পিতৃকুল ত্যাগ করিয়া দৃঢ়রূপে পতিকুলে অবস্থিত হয়। সংসর্গের পূর্ব্বে প্রকৃতরূপে পতির ভর্ত্তৃত্ব এবং পত্নীর পত্নীত্ব জন্মায় না এবং পত্নী পতি-বিষয়ক কার্য্য করিতে পাবে না—সে পতির শ্রাদ্ধাদি কি ধনাধিকার করিতে পারে না এবং তাহার অশৌচ হয় না। সে কন্যা তাহার পিতারই থাকে এবং তাহার শ্রাদ্ধাদি পিতৃগোত্র উল্লেখে হয়। সংসর্গের পরে কন্যা পতির সহিত এক শরীরত্ব প্রাপ্ত হয় এবং পতি কুলের অশৌচ ধারণ করে এবং পতিগোত্র উল্লেখে তাহার শ্রাদ্ধাদি হয়।

২৯ অতএব অক্ষতযোনি বিধবার মন্ত্রহোমপূর্ব্বক পুনঃ-রুদ্বাহ বিষয়ে শাস্ত্রান্তরের স্পষ্ট বিধানের আবশ্যকতাই ছিল না।

"নৈকস্যা বহবঃ স্যুঃ পতয়ঃ" এবং "তস্মান্নৈকা দ্বৌপতি বিন্দতে" এই দুই শ্রুতি বাক্যে "স্যুঃ" এবং "বিন্দতে" এই দুই পদে বর্ত্তমান কালের বিভক্তি থাকা সত্বেও যদি 'এক পতি বর্ত্তমানে তাহার স্ত্রীর বহু কিম্বা দুই পতি হয় না' এই রূপ অর্থ না করিয়া একের মরণান্তেও অন্য

পতি হয় না এই রূপ প্রসঙ্গবিরুদ্ধ অর্থ করা যায় তথাপি ঐ শ্রুতিদ্বয় অক্ষতযোনি বিধবার পুনসংস্কারের প্রতিরোধ করে ন' কেন না গর্ভাধানের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গীন পতিপত্নী সম্বন্ধই নিস্পন্ন হয়না।

অপিচ অক্ষত যোনিরপুনঃ সংস্কারের স্পষ্ট বিধি সকলও রহিয়াছে যথা ;——

এই বিষয়ে নারদের (২) স্থল এবং (৩) স্থলের (ক) শ্লোক এবং বশিষ্ঠের (ঘ) স্থল পুর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

নাধবৃ রাও ধৃত

গৌতমঃ

মরণা নন্তরং ভর্ত্তুর্যদ্যনাহত যোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বিবাহ মর্হন্তি নাত্র কার্য্যবিচারণা॥

বৃহস্পতিঃ

অজ্ঞাত ভর্ত্তৃসম্বন্ধাঃ ভবন্তি যদি যোষিতঃ।
গতপ্রিয়া যদাতাসাং পুনঃ পরিণয়ো ভবেৎ॥
বিবাহেচ্ছা যদা স্ত্রীনাং ভর্ত্তৃ নাশেতু জায়তে।
পুনরক্ষতযোনীনাং বিবাহকরণং মতং॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ

আগর্ভধারণং স্ত্রীণাং পুনঃ পরিণয়ঃস্মৃতঃ।
ভর্ত্তৃনাশেতু মাঙ্গল্যং প্রাপ্নুমর্হন্তি যোষিতঃ॥

৩০ অতএব মনুর

স্যাচেদক্ষতযোনিঃস্যাৎ গত প্রত্যাগতাপিবা।
পৌনর্ভবেণ ভর্ত্র্যাসা পুনঃ সংস্কার মর্হতি ॥

ভৃ ৯। ১৭৫

এই শ্লোকের "পুনঃ সংস্কার" শব্দের প্রায়শ্চিত্ত কি অন্য কোন অর্থ করিবার উপায় নাই।

কেহ ২ এই শ্লোকের পৌনর্ভব শব্দে পুনর্ভূর পুত্র জ্ঞান করিয়া বলেন যে কলিতে যখন পৌনর্ভব পুত্র নাই তখন অক্ষত যোনির পুনঃসংস্কারের উপায় নাই। কিন্তু স্ত্রী দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিলে তাহাকে পুনর্ভূ এবং সেই পতিকে পুনর্ভু বলে তাহাতে স্বার্থেঞ্চ প্রত্যয় করিলেই পৌনর্ভবা এবং পৌনর্ভব এইদুই শব্দ নিষ্পন্ন হয় এবং এই অর্থেই পৌনর্ভবা শব্দ কাশ্যপের "সপ্ত পৌনর্ভবা কন্যা" ইত্যাদি স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। কুল্লুক ভট্টও এই অর্থে পৌনর্ভব শব্দ গ্রহন করিয়াছেন।

মনুর ঐ বচনের অর্থ করিতে অনেকে গোলোযোগ করেন, সেই জন্য আমার যথাসাধ্য স্পষ্ট অর্থ লিখিতেছি।

যাপত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা সপৌনর্ভবউচ্চতে ॥

ভৃ। ৯। ১৭৪

স্যাচেদ ক্ষতযোনিঃ স্যাৎগত প্রত্যাগতা পিবা।
পৌনর্ভবেণ ভর্ত্র্যাসা পুনঃ সংস্কার মর্হতি ॥

ঐ। ১৭৫

পতি পরিত্যক্তা (যাহাকে পতি পরিত্যাগ করিয়াছে) কিম্বা বিধবা স্ত্রী আপন ইচ্ছায় পুনর্ভূ হইয়া অর্থাৎ অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিয়া যে পুত্র উৎপাদন করে তাহাকে পৌনর্ভব পুত্রবলা যায়। ১৭৪

(ঐ রূপ আশ্রয় করাতেই ঐ স্ত্রী পুনর্ভূ কিম্বা পৌনর্ভবা এবং ঐ পুরুষ পুনর্ভূ কিম্বা পৌনভব নাম পায় ইহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।)

সেই স্ত্রী (সা) অর্থাৎ পতিপরিত্যক্তা কিম্বা বিধবা যদি অক্ষতযোনি হয় অথবা যে স্ত্রী (গতপ্রত্যাগতা) পতিকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়া পুনর্ব্বার সেই পতির কাছে আইসে সে যদি অক্ষতযোনি থাকে তবে সেই পৌনর্ভব ভর্ত্তার সহিত ঐপ্রকার স্ত্রীর পুনঃ সংস্কার হইতে পারে। ১৭৫

এই তিনস্থলেও আশ্রয় গ্রহণ করিবামাত্রই স্ত্রী পৌনর্ভবা ভার্য্যা ও পুরুষ পৌনর্ভব ভর্ত্তা নাম প্রাপ্ত হয় কিন্তু ইচ্ছা করিলে তাহারা সামান্য পুনর্ভূ অপেক্ষা উচ্চপদ পাইতে পারে কেন না তাহারা অক্ষতযোনি থাকায় কন্যা এবং শুদ্ধ যোনিই থাকে। মন্ত্রহোম-পূর্ব্বক তাহাদের বিবাহ সংস্কার হইতে পারে। তাহাতেও তাহাদের পুনর্ভূ নাম ঘোঁচে না বটে কেন না কঠোর কাশ্যপের বচনানুসারে মনোদত্তা কন্যা ও মনোদত্ত বর ভিন্ন অন্যকে বিবাহ করিতে বসিলেই পুনর্ভূ এই দুর্ণাম পাইয়া থাকে। তথাপি নারদের পরিভাষা অনুসারে তাহারা প্রথম শ্রেণীর পুনর্ভূ হয় কিন্তু সংস্কৃতা হওয়ায় তাহাদের পুত্র ঔরস পুত্র পর্য্যায়ে গণিত হইত অন্ততঃ গণিত হওয়ার যোগ্য ছিল।

৩১ এই স্থলে বলি যে "অক্ষতাচক্ষতাচৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ" যাজ্ঞবল্ক্যের এই পরিভাষা দেখিয়া কেহ মনে না করেন যে যাজ্ঞবল্ক্য ক্ষতযোণির সংস্কার বিধান করিয়াছেন। পরিভাষায় আশয় বোঝা গেলেও তাহা কখন বিধি বাক্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলা দেশবাসী এক জন যোগী এবং মনু বশিষ্ঠ প্রভৃতির অনেক পরবর্ত্তী স্মৃতিকার ছিলেন কেননা "মন্বত্রিবিষ্ণু হারীত" ইত্যাদি বচনে অন্যসমস্ত প্রধানঃ স্মৃতিকারদিগের নাম বলিয়াছেন। তাঁহার কৃত শাস্ত্র ত্রেতা, কিম্বা দ্বাপর যুগের হইতে পারে। বোধহয় সেই সময়ে লোকে গায়ের জোরে ব্যবহারে ক্ষতযোনি পুনর্ভূরও পুনঃসংস্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তদ্রূপ মনুর সময়ে গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ বিবাহে ভোগের আগেই প্রসাদ পাওয়া হয় এবং সম্প্রদানাদি ক্রিয়া হইতেই পারে না, এবং কেবল মৈথুন্য বিবাহ, ধর্ম্য বিবাহ নহে বলিয়া, ঐ সব বিবাহে পাণিগ্রহণ মন্ত্রাদি পাঠ হইত না ইহা বেশ বোঝাবায়। কিন্তু পরে দেবল নামক এক ঋষি যাঁহার নাম "মন্বত্রি" পর্য্যায়েই নাই তাঁহার "গন্ধর্বাদি বিবাহেষু পুনর্বৈবাহিকো বিধিঃ" ইত্যাদি বচন দ্বারা ঐ নিন্দনীয় ও বর্জনীয় বিবাহ সকলেও অনন্যথা মত প্রণালীতে কষ্টে শৃষ্টে মন্ত্রাদি পাঠ হইত। পূর্বেই যদি ঐ সব বিবাহে মন্ত্রাদি পাঠ হইত তবে ঐ বচনের আবশ্যকতাই কি ছিল!

সর্ব্বপ্রধান মনুস্মৃতি অনুসারে কলিযুগেও অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ হইতে পারে কিনা?

বিবাহ মাত্রই ঐচ্ছিক। বিধবার বিবাহ যে তাহার ইচ্ছায়

উপর নির্ভর করে তাহাও দেখাইয়াছি। বিশেষতঃ মনুর প্রথম বচনে "স্বয়েচ্ছয়া" এই কথা থাকায় বিধবার বিবাহ তাদৃশ দান সাপেক্ষ নহে। সুতরাং আদিত্য প্রভৃতি কয়েক উপপুরাণের সামান্যাকারে দত্তাকন্যার দান নিষেধক বচন সকল দ্বারা অক্ষতযোনির পুনর্ব্বিবাহ নিষিদ্ধ হইতে পারে নিশ্চয় রূপে ইহা বলাযায় না। ঐ সব বচনদ্বারা মনোদত্তা কি বাগ্ দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান নিষিদ্ধ হয় নাই ইহা বলিতেই হইতেছে। এক্ষণে শুনিতেছি "উঢায়া পুনরুদ্বাহং" ইত্যাদি বচন আদি পুরাণে নাই। এমন স্থলে যাহার কিঞ্চিৎ ধর্ম্মজ্ঞান আছে ও ধর্ম্ম শাস্ত্রকে বিতণ্ডার পরিপোষক মাত্র জ্ঞান না করিয়া প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করে সে ঐরূপ সুদুর্লভ এক উপ পুরাণের বচনের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চয়রূপে কোন ব্যবস্থা দিতে পারে না। অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ পক্ষে যতদূর দৃঢ় ভাবে বলা যাইতে পারে তাহা বলিলাম। এক্ষণে তাহার বিপক্ষে যাহা বলিবার আছে তাহা বলিতেছি।

অক্ষতযোনি বিধবার পুনর্বিবাহ নিবারক চারিটী শাস্ত্র দেখিয়াছি-তাহার মধ্যে মূল প্রবন্ধেধৃত বৃহৎ পরাশরের

(১) উপপতেঃ সুতোযশ্চ যশ্চৈব দিধিষূপতিঃ।
পরপূর্ব্বাপতির্যশ্চ বর্জ্যা সর্ব্বেপ্রযত্নতঃ॥

এই বচন একটী।

ভৃগুসংহিতার সংযত পরিভাষা অনুসারে না হউক নারদের (৩) স্থলের পরিভাষা অনুসারে পুনঃসংস্কৃতা হইলেও অক্ষত যোনি বিধবা পরপূর্ব্বাপদবাচ্যা। সুতরাং তাহার পতিকে এই

বচন অনুসারে ত্যাগ করিতে হইবে। দোষশ্রুতিথাকায় এবং প্রকারান্তরে নিষেধ বিধি হওয়ায়, এইটী নিত্য বিধি। বহুবিবাহ প্রবন্ধের ৫৬ এবং ৫৯ পৃষ্টায় বৃহৎ পরাশর সংহিতার দুইটী বচন শাস্ত্রীয় প্রমান স্থলে উদ্ধৃত করায় বিদ্যাসাগর মহাশয় আপন মুখ নিজেই বন্ধ করিয়াছেন বিপক্ষেরা ইহা বলিতে পারে। আর তিনটী শাস্ত্র বিধবাবিবাহের সপক্ষ মাধবরাও মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হেমাদ্রৌ দেবলঃ—

(২) সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধাবণং।
দত্তাক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্যচ ॥
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং বর্জয়ীত্ত কলৌযুগে।
ইত্যাদি

সমুদ্রে গমন, কমণ্ডলু ধারণ, দত্তা অক্ষতযোনি কন্যার পুনর্দ্দান দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য কলিযুগে পরিত্যাগ করিবে।

পূর্ব্বে দত্তা শব্দ থাকায় অক্ষতা কি ক্ষতা শব্দ দেবলের অভিপ্রেত তাহা স্পষ্ট বোঝা যায় না কিন্তু দত্তা ক্ষত যোনির বিবাহ ও পুনর্দান নানা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে তাহা বলিবার প্রয়োজন ছিলনা। অদত্তা ক্ষতযোনি কন্যার ও বিবাহ হয় না। দান শব্দ থাকায় এই বচন তাদৃশ বলবৎ না হইতে পারে। দেবলের অনেক বচন প্রমান প্রচলিত আছে। দান নিষেধ হওয়ায় প্রচলিত ব্রাহ্ম বিবাহের প্রতিবন্ধক হয় বলিতেই হইবে!

বায়বীয় সংহিতা

(৩) মৃতে জীবতি বা পত্যৌ ন সূতং
দেবরাদিতঃ।
ক্রান্ত সপ্তপদাং কন্যাং নোদ্বহেচ্চকলৌ দ্বিজঃ॥

পতিজীবিত থাকুক আর গত হউক কলি যুগে দেবরাদি দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করাইবে না এবং যে কন্যার সপ্তপদী গমন হইয়াছে তাহাকে দ্বিজ বিবাহ করিবে না।

ক্রতুঃ

উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং দত্তা কন্যা নদীয়তে।
ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ নচ কমণ্ডলুঃ।
বিধবায়াং প্রজোৎপত্তিঃ দেবরস্য নিয়োজনং॥
বালিকাক্ষতযৌন্যাশ্চ বরেণান্যেন সংস্কৃতিঃ।
দত্তৌরসে তরেষাঞ্চ পুত্রত্বেণ পরিগ্রহঃ।
অস্থিসঞ্চয়না দূর্দ্ধং অঙ্গস্পর্শন মেবচ॥
শিষ্যস্য গুরু দারেষু গুরুবৎ বৃত্তিরীরিতা।
সবর্ণানাং তথাদুষ্টৈঃ সংসর্গঃ শোধিতৈরপি॥
বলাৎকারাদি দুষ্ট স্ত্রী সংগ্রহো বিধি চোদিত।
নবোদকেদশাহঞ্চ দক্ষিণাগুরুচোদিতা॥
এতানি লোক গুপ্তর্থ্যং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ॥

(১) বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ, (২) দত্তাকন্যার পুনর্দ্দান,

নিয়োগ ক্রমে বিধবাস্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন, দেবরের নিয়োগ, (৩) অক্ষত যোনি বালিকা বিধবার অন্য বরের সহিত পুনঃ সংস্কার, দত্তক এবং ঔরস ভিন্ন অন্য প্রকার পুত্র গ্রহণ, মৃতের দাহনের পর অস্থিসঞ্চয়ণ করার পরেও অঙ্গের অস্পর্শীয়ত্ব দোষ, গুরুপুত্র অভাবে শিষ্যের গুরু পত্নীর নিকট বাস ও তাঁহার শুশ্রূষা, পাপী সজাতীয় ব্যক্তি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার পরেও তাহার সহিত আহার ব্যবহার না করা, যথাবিধি বলাৎকারাদি দ্বারা স্ত্রী সংগ্রহ করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখা, নদীতে নূতন জল পড়িলে দশদিন পর্য্যন্ত সেই জলের অশুদ্ধতা, গুরু যাহা চাহিতেন তাহাই দক্ষিনা দেওয়া মহাত্মা পণ্ডিতগণ কলির প্রথমে ব্যবস্থা পূর্ব্বক এই সমস্ত কর্ম্ম নিবারণ করিয়াছেন।

মাধব রাও এই ক্রতু এবং ঐ সকল মহাত্মারা কে ছিলেন তাহার নিশ্চয়তা নাই বলিয়া এই স্থলের নিষেধ সকল প্রামাণিক নহে এই অভিপ্রায় করিয়াছেন। কিন্তু দশ প্রজাপতির মধ্যে ক্রতুনামক এক প্রজাপতি ছিলেন। এই ক্রতু যদি সেই ক্রতু হন তবে তিনি ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ট এবং নারদের তুল্য। তাহা হউন আর না হউন তিনি যে২ কর্ম্ম নিষিদ্ধ বলিয়াছেন কলিযুগে ব্যবহারে তাহা সমস্তই নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই শাস্ত্র দ্বারাই স্পষ্ট রূপে সর্ব্ব প্রকারে নিয়োগ, বলাৎকারের দ্বারা স্ত্রী সংগ্রহ করার নিয়ম এই সমস্ত মন্দ ব্যবহারও নিবারিত হইয়াছে।

এখন দেখা যাইতেছে যে মনু প্রভৃতি অক্ষতযোনি বিধবার যে পুনঃসংস্কারের অনুজ্ঞা দিয়াছেন সে সকলই কাম্য বিধি, অবশ্য প্রতিপাল্য নিত্য অপূর্ব্ব বিধি নহে। কিন্তু এই সমস্ত

নিষেধক শাস্ত্র নীয় শ্রেণীর ঋষিদিগের বাক্য হইলেও ইহা নিত্য বিধি অতএব কোন্ বিধি অধিকতর মাননীয় তাহা ধর্ম্মশাস্ত্র-বেত্তারা সিদ্ধান্ত করিবেন, আমার তাদৃশ শাস্ত্র জ্ঞান নাই যে এইরূপ গুরুতর বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কোন ব্যবস্থা দিতে পারি। মনু প্রভৃতির বিশেষ কার্য্যবিধি সকল রহিত হইয়াছে গণ্য করিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে যেসকল শাস্ত্রে সংসর্গের পূর্ব্বে বিবাহ নিষ্পন্ন হয় না ইহার বিধি আছে তাহা এই সকল শাস্ত্র দ্বারা রহিত হয় নাই। আবার দেখা যাইতেছে মনু সাধারনতঃ দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান নিষেধ করিয়াছেন (ভূ ৯ । ৭১)। যে প্রকার বিবাহে দান নাই অর্থাৎ আসুর কিম্বা গান্ধর্ব্ব প্রকারে না হইলে কোন উপায় দেখা যায় না।

মধুরেণ সমাপয়েৎ।

রোগীর সংখ্যা ধরিয়া বিবেচনা করিলে জ্বর, যকৃৎ-প্লীহা, বসন্ত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি যেসমস্ত সংক্রামকরোগ দেশে আমদানি হইয়াছে তাহার মধ্যে বই লেখা ও বক্তৃতাকরা বড় ফেলিবার নহে। সকলেই জানেন যশোরজেলার জ্বর যেমন যাতনা দেয় তেমন কোথাকারও নহে। মধ্যে যশোর জেলা ও বম্বাই হইতে বিধবাবিবাহের বায়ু বেজায় বহিয়াছিল। তৎগ্রস্থ হইয়া কত কত 'উপযুক্ত' লেখক বিধবাবিবাহ বিধায়ক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ও কত কত বিশিষ্টবক্তা বক্তৃতা করিয়াছেন। সেই সমস্ত পাঠ ও শ্রবণ করিয়া ফরাশডাঙ্গার চতুষ্পাঠীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বখিলেশ্বর সিদ্ধান্ত সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া যে বক্তিমা করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে লিখিতহইল ;——

"হে অশ্মশ্রু, সশ্মশ্রু, বিশ্মশ্রু শ্রোতৃগণ। আপনারা সকলেই জানেন যে নারদমুনি চিরকালই অত্যান্ত কলহপ্রিয়-তাঁর নামোচ্চারণ মাত্র আকাশ হইতে বিষম্বাদ উড়িয়া আসিয়া পড়ে.ও স্বামী স্ত্রীতে, পিতা পুত্রে, ভায়ে ভায়ে বিবাদ বাধে। "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন সেই নারদের ঢেঁকী (১) সেই ঢেঁকীর খচ খচি অদ্য ৩০ বৎসর আরম্ভ হইয়া অদ্যাপি তাহা হইতে তান-লয়-মিলিত সুস্বর নির্গত হইলনা, লাভের মধ্যে এই "হু জজুতে" বাঙ্গালায় আত্মবিচ্ছেদের একটী অভিনব কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(১) ঐবচন বস্তুতঃ নারদ সংহিতার, পরাশরেরনহে (বি বি ৩০, ৩৮ পৃ)

প্রাক্‌প্রতীচ্য পাণ্ডিত্যকে (২) গুরু চণ্ডালযোগ (৩) বলিলে হয়। সেই যোগে আরব্ধ হইলে কোনকর্ম্মই সুসম্পন্ন হয়না। বিধবা বিবাহের পালা সেই প্রাক্‌প্রতীচ্য-পাণ্ডিত্য যোগ সম্ভূত। এতদিন ঐ পালার অভিনয় কালোয়াতি ধরণে হইয়া আসিতেছিল এবার তাহার সুর ফিরিয়াছে।

অভিনেতাদের দলহইতেই এবার এমন খেউড় আরম্ভ হইয়াছে যেন নবমী পূজার শেষ রাত্রি বিজয়া দশমী আগতা প্রায়। রচক কি গায়ক, বাদক কি নর্ত্তক এত দিন পর্য্যন্ত ঐ পালার সকলই অন্ততঃ জন্মে ও নামে হিন্দু ছিলেন এবং গানের আসর ও হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ছিল। এবার দেখিতেছি সেই আসরে এক কাজী সাহেব আজান দেওয়ার সুরে (৪) গাইতেছেন "চন্দ্রর খবর নাই সত্য কিন্তু রাঁড়ীর নিকা আছে"। এত দিনে আসর জাঁকিল, হটু ঠাকুরের দলের সঙ্গে আণ্টুনি সাহেবের দল মিশিল, কোরাণ ও আবেস্তা পুরাণের সাহায্য করিতে চলিল। উপসর্গ বালী (৫) যাকেত অনেক ঘরেই দেখা যায়, এবার যে উপসর্গ বলাবাবার (৬) সঙ্গেও অনেক স্থলে সাক্ষাৎকার লাভ হইবে তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। (হিস হিস শব্দ)

---

(২) প্রাক - পূর্ব্ব, প্রতীচ্য = পশ্চিম) সংস্কৃত বিদ্যার সহিত ইউরোপীয় বিদ্যার অনুশীলন যে রূপ শিক্ষা সংস্কৃত কলেজে হইয়া থাকে।

(৩) বৃহস্পতি ও রাহুর এক রাশিতে অবস্থিতি যাহাতে কালাশুদ্ধি হয় ও যে সময়ে বিবাহাদি শুভকার্য্য অকর্ত্তব্য। বাচস্পত্য অভিধানে গুরু রাহু শব্দে দ্রষ্টব্য।

(৪) মোল্লাজি নেমাজের পূর্ব্বে উচ্চৈস্বরে —"আল্লা আকবর" ইত্যাদি যে স্তুতি পাঠ করিয়া নেমাজের সময় হইয়াছে ইহাই ঘোষণা করেন।

(৫) বি-মাতা।

(৬) বিপিতা।

হে দলিলী-বেদলিলী-কুসংস্কারহারি- দেশ সংস্কারকারি মহোদয়গণ ! আপনাদের যত্নে ও অধ্যবসায়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভারতবর্ষকে যে আর বিধবা মা, মাসী, খুড়ী, পিসী প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য ও গতাজী পরিবার পালনের ভার বহন করিতে হইবে না ইহা ত নিশ্চয় । অপিচ আপনাদের এবারকার আগ্রহ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে দুর্ভাগ্য বশতঃ যাঁহাদের ঐরূপ পৈতৃক পরিবার নাই তাঁহারা আপন আপন অকপটতা দেখাইবার জন্য আত্মপরিবারকেও যদি বিধবা করিতে হয় তাহাও করিয়া বিধবা বিবাহের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের পথ পরিস্কার করিয়া দিবেন, নতুবা সমস্ত বিলাতটা যে হাসিবে ও ধ্বনিসার নাম ঘুঁচিবে কেন ? (হিস !)

আমি এত দিন জানিতাম আপনারা "এক" সংখ্যার বড়ই পক্ষপাতী । আপনারা উপাস্য দেবতারস্থলে "একমেবাদ্বিতীয়ং" বলিয়া তেত্রিশকোটী দেবদেবীর চাউল চিনি কলা আপন উদরস্থ করত আহ্নিকের ঘরে মূষিক ও পিপীলিকাকে রোদন করাইয়াছেন, ও গুরু পুরোহিত নাপিতের বৃত্তি বন্দ করিয়া ব্যয় লাঘব করিয়াছেন । মহাশয়েরা বিদ্যা বুদ্ধিতে, স্বদেশানু-রাগে আচার ব্যবহারে আপনাকে আপনি "এক এবাদ্বিতীয়ঃ" বলিয়া জানেন এবং ঠাকুরদাদাকেও গায়ত্রী শিখাইতে যান্ । আপনাদের গৃহে "একৈবাদ্বিতীয়া" বিরাজ মানা যাঁহার প্রচণ্ড প্রভাবে জননীও মলিনী, ভগিনী প্রভৃতি ক্ষুদ্রতারাগণত এক কালে অদৃশ্য হইয়াছে । আপনারা আচণ্ডাল ছত্রিশজাতি "এককার," পৃথিবীর সমস্ত লোককে "এক ধর্ম্মাবলম্বী" করিতে ব্যগ্র । ইহাতে আশঙ্কা হইয়াছিল আপনারা পাছে "একপত্নি-

শ্বরবাদী” (৭) হন্, ও পুরুষের পক্ষেও একবারের অধিক বিবাহ উঠাইয়া দিয়া প্রজাপতির কবুলতি হইতে হাজা শুকো কৌতী ফেরারীর সর্ত্ত এককালে তুলিয়া দেন কিন্তু এইস্থলে আপনাদিগের ব্যভিচার দেখিতেছি—যাঁহারা আমরণ একেশ্বরানুরক্তির (৮) ব্রতকরিয়াছেন তাঁহাদিগকেও ঈশ্বরান্তর সেবার প্রবৃত্তি দিতেছেন, আপনাদেরমত স্থিরমত আর কে আছে? আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা নিজে স্বাধীন এবং আত্মরক্ষণে সক্ষম থাকিয়াও অবলাজ্ঞানে যাহাদিগকে স্বতন্ত্রতাদিতে সাহস করেন নাই (৯) আপনারা নিজে সহস্রবৎসর নিতান্ত পরাধীন হইয়াও সেই অবলাদিগকে প্রবলা করিতেচান, আপনাদেরমত পরিণামদর্শী ও উচ্চমনা আর কে আছে? যে অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের নিয়মের অনুগ্রহে আপনাদের অনেকে প্রতিপালিত, পরিবর্দ্ধিত এবং সু (কি কু?) শিক্ষিত হইয়াছেন, কিঞ্চিৎ উপায়ক্ষম হইয়াই আর সেই নিয়মের অধিন থাকিতে চান্ না আপনাদেরমত নিঃস্বার্থ লোক আর কে আছে? যে দান ধর্ম্মের কৌশলে ইচ্ছুক অনিচ্ছুক সকল প্রজার উপরেই দরিদ্রকর (১০) সংস্থাপন না করিয়াও ভারতবর্ষে জ্ঞানতঃ কেহ অন্নাভাবে মরে না, অলসপোষক বলিয়া আপনারা সেই দানধর্ম্মের নিন্দা

---

(৭) Monogamist. (৮) ঈশ্বর = পতি, Lord.

(৯) বালেপিতুর্ব্বশেতিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্তযৌবনে।

পুত্রাণাং ভর্ত্তরিপ্রেতে নভজেৎস্ত্রী স্বতন্ত্রতাং। মনু (ভৃ ৫ অ ১৪৮)

স্ত্রীলোক, বাল্যকালে পিতার, যৌবনে পতির, এবং পতির মরণান্তে পুত্রদিগের অধীনে থাকিবেক, কখনই স্বাধীনতা অবলম্বন করিবে না।

(১০) Poor rate. দরিদ্রগণের ভরণপোষণজন্য রাজকর যাহা ইংলণ্ডে প্রচলিত আছে।

করেন আপনাদের মত অর্থশাস্ত্রজ্ঞ (১১) আর কে আছে? যে নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নানা ক্লেশে দেশে দেশে ভিক্ষা করত আপন পরিবারকেও সুকসচ্ছন্দে বঞ্চিত করিয়া ছাত্রদিগকে অন্ন দান করত আর্য্যজাতির পূর্ব্বগৌরবের একমাত্র পরিচায়চ সংস্কৃত বিদ্যার লোপ হইতে দেন নাই, চিরসংস্কার বশতঃ সহসা আপনাদের কৌরাণিক ও বায়ুবলিক (১২) মতে মত দিতে না পারায় আপনারা সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অবমাননা করেন আপনাদের মত কৃতজ্ঞ লোক আর কে আছে? যে পিতা মাতা কি খুড়ো জেঠা, মাতুল কি ভগ্নী পতি বহু ব্যয়ে আপনাদিগকে কৃত বিদ্য ও উপায়ক্ষম করেন যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াই আপনারা তাঁহাদিগকে ওল্‌ডফুল (১৩) বলিয়া তৃণ জ্ঞান করেন আপনাদের মত উপযুক্ত পুত্র, কি ভাইপো, ভাগিনেয় কি সম্বন্ধী আর কে আছে? (হিস হিস শব্দ)

সস্তা দরে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড (১৪) জিনিস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কেতাব হইলে, অনেক স্থলে তাহা ঘ্যাঁস খাওয়া, কালী পড়া, পাতা ছেঁড়া, কালীচটা; থালা ঘটী হইলে ফুটো ফাটা, তালি দেওয়া; বস্ত্রাদি হইলে, রিপুকরা, দিস্তেপড়া, থসথসে হয়। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গৃহিণী কিরূপ হইবেন বলাযায় না কেননা এত কাল পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে স্ত্রীলোক মৃৎপাত্রের ন্যায় (১৫) গণ্য ছিলেন; যে কোন প্রকারে একবার ব্যবহৃত হইলে ডোম কি

---

(১১) Political economist. (১২) বাইবল (Bible.) শাস্ত্রানুমোদিত

(১৩) Old fool. = পুরাতন বকেশ্বর।

(১৪) হাত ফেরা, ব্যবহার করা

(১৫) মাটির পাত্র, হাঁড়ি, ভাঁড় ইত্যাদি।

মূর্দ্দাফরাশ ব্যতীত আর কেহ তাহা ব্যবহার করিত না। ইংলণ্ডে বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও পিক উইক পেপারে (১৬) স্যাম ও বালারের পিতা অন্যান্য জ্ঞান গর্ভ উপদেশের সঙ্গে তাহাকে বলিয়াছিলেন " Dont marry a widow " "বিধবাকে বিবাহ করিও না "। কিন্তু চর্ব্বিত-চর্বণে, উচ্ছিষ্ট ভোজনে এখন আর তাদৃশ ঘৃণা হয় না—(এই পর্য্যন্ত বলা হইলে কোন প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা হিস হিস শব্দ করতালী ও শেষে ধুলো ঢিলের দ্বারা সভা ভঙ্গকরিয়া ফেলিলেন)

(১৬) Pickwick papers of Dikens. হাস্য রসাত্মক নবেল বিশেষ।

বিজ্ঞাপন।

এই " শান্তিপুর-হিতকরী-যন্ত্রে " উৎকৃষ্ট ইংরাজী ও বাঙ্গলা নানাপ্রকার অক্ষরাদি প্রস্তুত আছে; নদীয়া জেলার মধ্যে যাঁহারা কলিকাতা হইতে চেক, দাখিলা, রসীদপত্র, জমাওয়াশীল বাঁকি, দরখাস্ত, নিমন্ত্রণ-পত্র, হাণ্ডবিল ও পুস্তকাদি ছাপাইয়া থাকেন, তাঁহারা যদি কৃপা করিয়া আমার হস্তে ঐ সকল দ্রব্যাদির মুদ্রণ-কার্য্য-ভার বিন্যস্ত করেন তাহা হইলে তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন যে, মফঃস্বলে কলিকাতার দরে কত শীঘ্র উৎকৃষ্ট কাজ পাওয়া যায়। মহানগর কলিকাতার বড় বড় ছাপাখানার সহিত কম্‌পিটিসনে কার্য্য করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব গুণগ্রাহী গ্রাহক মহাশয়েরা দেশীয় ছাপাখানার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কাজ দিয়া আমার বাক্যের সত্যাসত্য পরীক্ষা করুন।

ম্যানেজার।

শ্রী ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়।